মোহম্মদীয়

ধর্ম্ম-সোপান

(সালাত বা)

নমাজ।

১ম ও ২য় খণ্ড।

রঙ্গপুর-নিবাসী

ছমির উদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।
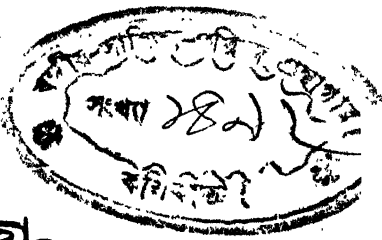
কলিকাতা,

৭৫ নং কটন্ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, নারায়ণ প্রেসে

শ্রীরসিকলাল পান দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ৸০ আনা, ডাকমাশুল ৴০ আনা।

ভূমিকা।

বঙ্গীয় মোসলমান ভ্রাতা ভগ্নিগণ, স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও জ্ঞানালোচনা করিতে প্রায় অক্ষম, ইহার কারণ ত্রিবিধ।

১। তাহারা আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ।

২। অতিঅল্প ধর্ম্মপুস্তকেই এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

৩। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ভিন্ন, ভিন্ন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা একটী দুরূহ ব্যাপার।

এই সমস্ত অভাব ও অসুবিধা দর্শনে ইতি পূর্ব্বে বহুতর বহি হইতে সংগ্রহ করিয়া "কলেমার শিট" ও "মোহম্মদীয় ধর্ম্মসোপান কলেমা নামক খণ্ড" প্রকাশ করিয়াছি। অল্পদিনে তাহার বহুতর খণ্ড হস্তান্তর হইয়াছে, সমাজের কথঞ্চিৎ উপকার হওয়ার সম্ভোব, তদ্ধেতু সমাজ হিতৈষী বক্তা মহাত্মাবর্গের অনুরোধে ও আগ্রহে আবার "নমাজ" নামক খণ্ড আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, কিন্তু একেসময়ও অর্থাভাব তদুপরি মুদ্রাঙ্কণে ব্যয় বাহুল্যতা। ঋষি প্রতিম বাবু রামনারায়ণ পাল (নারায়ণ প্রেসের স্বত্বাধিকারী) মহাশয় অনুগ্রহে বঞ্চিত করিলে পুস্তকখানি বাহির করা কষ্ট সাধ্য হইত। এক্ষণে এতদ্দ্বারা মোসলমান ভ্রাতা, ভগ্নীগনের কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হই- লেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই পুস্তক খানির প্রণয়নে বঙ্গবিখ্যাত মৌঃ মোহম্মদ মনিরজ্জমাণ ইস- লামাবাদী সাহেব, ও মৌঃ সৈঃ আমানতালি সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের বিশেষরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের সমীপে চির কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজ হিতৈষী কোন গণ্য, মান্য, ধনীলোকের দ্বারা সাহায্য লাভে সফল কাম হইতে পারি নাই, তাই আশাপূর্ণ হৃদয়ে উত্তর বঙ্গের (রঙ্গপুর-মহীপুর) একমাত্র উজ্জলতম রত্ন স্বধর্ম্মানুরাগী, সমাজ হিতৈষী, স্বজাতীবৎসল, উদারচেতা ও বিদ্যোৎসাহী ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত মৌলবি আব্দুলমজিদ চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেব সমীপে উপস্থিত। তিনি বদান্যতা গুণে এই পুস্তকের ব্যয় ভার গ্রহণ করিলে তদনুসারে ইহা সমাজের

উপকারার্থে যথাসম্ভব অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে হস্তান্তর হইতে পারিবে। সমাজ—শিক্ষা দেওয়া যে কি পরিমাণ পুণ্যের কার্য্য তাহা প্রশংশিত খান বাহাদুর সাহেবকে স্মরণ করিয়া দেওয়া অতিরিক্ত মাত্র।

সময়ের অল্পতা ও মুদ্রাঙ্কণে অসতর্কতা প্রযুক্ত যে কতিপয় ভ্রম, প্রমাদ দৃষ্ট হইবে তাহার শুদ্ধি পত্র দেওয়া গেল, পাঠক মহোদয়গণ ? অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। শুদ্ধ পত্রের অতিরিক্ত ভ্রম দৃষ্ট হইলে কৃপা-পরবশে জানাইবেন, ২য় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইবে।

উৎসর্গ-পত্রিকা।

রঙ্গপুর মহীপুরের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, তাপস প্রবর, দানশীল, পর-হিতৈষী স্বজাতী বৎসল, উত্তর বঙ্গের এস্লাম গৌরব সূর্য্য ভূম্যাধিকারী যাঁহার পুত্ররত্ন স্বনাম খ্যাত খান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত, সেই মহাত্মা—

মরহুম মগফুর।

মোঃ সেয়েখ জেয়াউল্লা চৌধুরী

সাহেবের

পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে আমার এই বহু পরিশ্রমের মোহম্মদীয় ধর্ম্ম সোপান "নমাজ" উৎসর্গীকৃত হইল। আমীন !!!

গুলাম সেবক

ছমিরুদ্দীন আহম্মদ।

সূচী পত্র।

সূচনা।

বর্ত্তমান সময় ইংরেজ জাতি আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইংরেজী রাজভাষা বিধায় উহা ১ম স্থান ও বঙ্গদেশের মাতৃভাষা বাঙ্গালা তজ্জন্য তাহা ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে। মহামান্য দিল্লীশ্বরের প্রতাপ-সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে২ এস্লামিয়া বিদ্যা (আরবি, পারসি) ক্রমে নির্জ্জীব ভাষায় পরিণত হইয়া যাইতেছে। মোসলমান ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র পবিত্র কোরাণ শরিফ আরব্য ভাষায় লিখিত আছে এবং হদিছ ও কেয়াস বা ফেকা শাস্ত্র সমস্তই আরব্য ভাষায় বিরচিত ও পারসী উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রায় মোসলমানগণের জ্ঞানাভাব, সুতরাং দুর্ব্বলমতি বঙ্গবাসী-গণ জাতীয় ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তক সমূহের মর্ম্মাবগতিতে অক্ষম জন্য স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসে দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম কর্ণধার উপদেশ দাতা বিদ্বান (মৌলবী সাহেব) গণ সময় ও শিক্ষা দোষে ধর্ম্ম ভ্রান্তগণকে সরল পথে আনয়ন করিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ বঙ্গীয় মোসলমানগণের মাতৃভাষায় সরল ভাবাপন্ন ধর্ম্ম বহি প্রকাশ না করিলে উক্ত রোগের উপশম হওয়ার সম্ভব নাই। বঙ্গ ভাষায় উপদেশ পূর্ণ শিক্ষোপযোগী ধর্ম্ম গ্রন্থ অতি বিরল এবং যাহা কিছু আছে তাহাও শ্রেণী ভেদে ও সুশৃঙ্খলা অভাবে তদ্দ্বারা যথোচিত সুপ্রণালীতে শিক্ষা লাভ করা অসাধ্য। আবার সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষ রোগ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু ভস্মাবৃত রত্নরাজী জ্ঞানীর সন্নিধানে অনাদৃত নহে এই মহৎ বাক্যের প্রশ্রয় প্রাপ্ত হওয়ায় পবিত্র কোরাণ, হদিছের বিষয় সংগ্রহ করতঃ দয়াময় করুণাসিন্ধুর অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়া (কতিপয় সমাজ হিতৈষী

ধর্ম্ম বন্ধুর সাহায্যে) ইহা প্রকাশ করা গেল। ইসলামের আবশ্যক যাবতীয় বিষয় পরিষ্কাররূপে দেখানের মানস ছিল কিন্তু ক্ষুদ্রসোপান ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই ক্ষুদ্র সোপান যোগে আরোহণ করিয়া পঞ্চ শাখা বিশিষ্ট (কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জকাৎ) অক্ষয় কল্পতরুবরে আরোহণ করতঃ অমৃতময় ফলাস্বাদে চরিতার্থ হইবে এবং ক্রমে উর্দ্ধতন সোপানরাজী অবলম্বনে উন্নত হওতঃ আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক যাবতীয় অমৃত ফলাস্বাদে পরম কারুণিক স্বষ্টিকর্ত্তার সান্নিধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান সময় অধিকাংশ ব্যক্তি রেল গাড়ীতে যাত্রার ন্যায় সকল কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন সুতরাং সময়ের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা গেল এবং সাধারণের সুবিধার জন্য সরল ভাষায় প্রকাশ করা হইল।

১ম। (সৃষ্টি, এসলাম বীর্য্য, ভারত ও বঙ্গ বৃত্তান্ত) উপক্রমণিকা ও এসলাম ইতিবৃত্ত নামক খণ্ডে।

২য়। এসলামের আবশ্যকীয় দোওয়া, কলেমা সকল, ব্যাখ্যা সহ কলেমা নামক খণ্ডে।

৩য়। এসলামের আবশ্যক বিষয় নমাজ ও তাহার কার্য্য প্রণালী এবং পবিত্রতা প্রভৃতি বিষয় এই নমাজ খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪র্থ। রোজা, হজ্জ, ও জকাৎ বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

এই দুরূহ ব্যাপারে ভ্রম হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা, তদ্বিষয় এসলাম ভ্রাতা ভগিনীগণ সমীপে প্রার্থনা, ভ্রম দৃষ্টি করিলে স্বীয় গুণে সংশোধন করিয়া লইবেন ও জানাইয়া বাধিত করিবেন।

রাধাবল্লভ
পোষ্ট রঙ্গপুর

এসলাম সেবক
গ্রন্থকার।

পরম দাতা ও দয়ালু স্থষ্টিকর্ত্তার পবিত্র নামে আরম্ভ করিতেছি।

যিনি স্বীয় মহিমাগুণে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে স্থষ্টি করিয়া (আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করতঃ উদ্ধারের নিমিত্ত) ইহলোকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বপ্রকার প্রাণীগণের সুখ ভোগের নানাবিধ দ্রব্যাদি স্থষ্টি করিয়া স্বীয় অপার মহিমা প্রকাশ করিতে· ছেন, তাঁহার প্রতি সহস্রং প্রণাম এবং যে স্থষ্টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গুরু প্রেরিত মহাপুরুষ মহাত্মা মোহম্মদ (দঃ) স্বীয় জীবনে নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ অপার মরুভূমি প্রদেশীয় বর্ব্বর পাষাণ হৃদয় প্রতিমা পূজক ব্যক্তিগণকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতি শত শত দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার বংশাবলী ও ধর্ম্ম বন্ধু (আছহাব) গণের প্রতি শতং ধন্যবাদ ও সালাম।

হে দয়াময় সর্ব্ব নিয়ন্তে! এ অধমকে সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদান করিয়া ভ্রম ও পাপ হইতে উদ্ধার করুন (আমিন রব্বেল আলমিন)

এই কেতাবোল্লিখিত মছলা আদি (ফরজ, ওয়াজেব, ছোন্নত, প্রভৃতি কার্য্য) নিম্নলিখিত কেতাব সমূহ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

১। মুনিয়াতল মোছল্লি
২। কদোরি
৩। কাঞ্জা দাকায়েক
৪। সরে বেকায়া
৫। হেদায়া
৬। কাজিখান
৭। ফতোয়ায় আলমগিরি
৮। দোরে মোক্তার

উপক্রমণিকা।

দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ মানসে মানব পিতা হজরত আদম ও হাওয়া বিবি (র) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে আদেশ করিয়াছেন তাহাই স্বর্গীয় কেতাব নামে অভিহিত, স্বর্গীয় কেতাব সহিফা ও

১। তওরাত—ইহা প্রেরিত পুরুষ মহাত্মা মুছা (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তিনি আফ্রিকা খণ্ডের মিশর প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তওরাত ছুরিয়ানী ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল, ইহার মুল কেতাব সম্রাট বক্তেনছর দগ্ধ করিয়া ধ্বংশ করিয়াছেন।

২। জবুর—ইহা প্রেরিত পুরুষ মহাত্মা দাউদ (আঃ) প্রতি শ্যামদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তৎকালের লোক (কওম) ইঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করায় বানর হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আসল কেতাব ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

৩। ইঞ্জিল—ইহা প্রেরিত মহাত্মা ইছামছিহ (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ হইয়া-গ্রীক (ইউনান) ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল। ইহা দুই শতাধিক ভাষায় অনুবাদ হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। ফোরকাণ বা কোরাণ মুজিদ—ইহা শেষ প্রেরিত পুরুষ মহাত্মা হজরত মোহম্মদ (দঃ) প্রতি আরব দেশে আরবি ভাষায় ছুরা বা আয়েত রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই পবিত্র কেতাব পাঠের সুবিধার জন্য বিদ্বানেরা সাত মঞ্জেল ও ত্রিশ ছেপারায় বিভক্ত করিয়াছেন। (ক)

উপক্রমণিকা।

এছলাম ধর্ম্মাবলম্বীকে যে শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম, ব্যবস্থা ও নিষেধাজ্ঞা

(ক) হজরত জেব্রাইল (আঃ) কর্ত্তৃক আয়েতরূপে হজরত মোহম্মদ (দঃ) সমীপে অবতীর্ণ হইয়া কণ্ঠস্থ ও খর্জ্জুর পত্রাদিতে রক্ষিত ছিল প্রেরিত মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করিলে সময়ের অবস্থানুসারে খলিফা মহাত্মা ওসমান গনি (রঃ) কর্ত্তৃক সংগৃহিত ও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (কলেমার কেতাব দ্রষ্টব্য)

প্রতিপালন করিতে হয় তাহা প্রধানতঃ চারি প্রকার যথা কোরাণ, হদিছ, এজমা ও কেয়াছ।

১। কোরাণ সরিফ (স্বর্গীয়কেতাব)

২। হদিছ—হজরত মোহম্মদ (দং) যাহা বলিয়াছেন (কওল) ও যাহা করিয়াছেন (ফেয়েল) এবং যে যে কার্য্য তাঁহার সাক্ষাতে কেহ করিলেও নিষেধ করেন নাই তাহা (তকরেরিহদিছ) ও কোন২ শাস্ত্রকারকের (ইমামের) মতে ছাহাবীগণের বাক্য ও ক্রিয়া হদিস্ মধ্যে গণ্য (আছার) হদিস্ শিক্ষা করা ফরজ। হদিস্ অবস্থা ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা

(ক) মতাওাতর—যাহার অনেক সত্যবাদী রাবী থাকে ও কখনই মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয় না।

(খ) আহাদ—যাহার অল্প রাবি থাকে তাহা। ইহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

১। ছহি—যে হদিছের রাবি হজরত মোহম্মদ (দং) পর্য্যন্ত প্রকাশ আছে এবং রাবিগণ সত্যবাদী ও সর্ব্ব প্রকারে গুণান্বিত। (ক)

২। হাছান—রাবিগণের কোন গুণের ত্রুটি থাকিলে তাহাদের বর্ণিত হদিছ।

৩। জইফ—ছহি ও হাছানের বিরুদ্ধে যে হাদিছ এবং যাহার রাবি দুর্নামগ্রস্থ ও অপ্রকাশ থাকে।

অবস্থা ভেদে আরও কয়েকপ্রকার হদিছ আছে। যথা

১। মোওয়াত্তক, ২। মোরছেল, ৩। মোয়াদ্দল, ৪। মৌজু, ৫। মতরুক ৬। মনকের, ৭। মরফু, ৮। মউকুফ ৯। মক্তু।

২। এজমা—কোরাণ ও হদিছের অনেক প্রকার অর্থ এবং কেয়াছের কারণের পথ পরিষ্কারক ধার্ম্মিকগণের একতাকে বলে।

৩। কেয়াছ-ধর্ম্ম বিদ্যায় পারদর্শী (মোজতাহেদ) হদিছ ও কোরাণের সহায়তায় যে সকল সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় এজমার সংমিলনে ধর্ম্মবিধান আবিষ্কার করেন তাহা।

৪। আকায়েদ—তত্ত্ব শাস্ত্রকে বলে। ইহা শিক্ষা করিয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ (একান্ত কর্ত্তব্য) আকাদেয়শাস্ত্রে ঈশ্বরের একত্ব, অস্তিত্ব, সর্ব্ব

(ক) ছহি হদিস্ রটনাকারির গুণে গরীব মশহুর ও মোত্তাফিক্ক নামে খ্যাত।

শক্তিমান চিরস্থায়ী হওয়া এবং স্বর্গীয় দূতগণের অস্তিত্ব, কবর, পাপের শাস্তি মহা প্রলয় সংঘটন ইত্যাদি বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহ সমালোচিত হয়।

ফেকা—কোন বস্তুর জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া কিন্তু ফকি (ফেকারপণ্ডিত) গণ বলেন সরার মছলা (নিয়ম) গুলিকে প্রমাণের সহিত ফেকার ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইলে সহস্র নিয়ম (মছলা) জানিলেও ফকিহ হইতে পারেন না। ইমাম আবুহানিফা সাহেব ইহার আবিষ্কারক, আকায়েদ, তফছির হদিছ ব্যতীত সমস্ত বিদ্যা হইতে ইহা শ্রেষ্ঠতম। কোরাণ, হদিছ, এজমা ও কেয়াছ হইতে ফেকা গঠিত হইয়াছে। আবশ্যকীয় পরিমাণ ফেকার নিয়ম অবগত হওয়া ফরজ। (ক)

বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। (খ)

১। যাহা শিক্ষা করা নিষিদ্ধ তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা ফরজে আইনী, (অবশ্য কর্ত্তব্য)

২। অন্যের উপকারার্থে ততোধিক শিক্ষা ফরজ কেফায়া অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে ২।১ জন করিলে চলিতে পারে।

৩। যে সকল কার্য্য করা ওয়াজেব তাহা শিক্ষা করাও ওয়াজেব।

৪। ফেকা ও নীতি বিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করার মানসে অধিক শিক্ষা করা মোস্তাহাব। (গ)

(ক) পবিত্র কোরাণ ও হদিছ সরিফের টীকা সহ ব্যাখ্যাকে তফসির বলে।

(খ) শেষ বিচারের দিন সর্ব্বাগ্রে চারিটি প্রশ্ন হইবে যথা ১। মুল্যবান জীবন কি কার্য্যে ব্যয় করিয়াছ। ২। যৌবন কি কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়াছিলে- ৩। কি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলে (হালাল কি হারাম) ৪। সিদ্ধ বিদ্যানু যায়ী কার্য্য করিয়াছ কিনা, সুতরাং ইহা স্মরণ রাখিয়া জীবনোপায় করা উচিত।

(গ) মহাগ্রন্থ কোরাণে প্রকাশ তাপস ও সহিদ হইতে ধার্ম্মিক বিদ্বানের মর্য্যাদা অধিক। শেষ বিচারের দিন অগ্রে ধর্ম্ম কর্ম্ম শিক্ষা দাতা বিদ্বান মণ্ডলী বেহেশতে যাইবে।

নিষিদ্ধ শিক্ষা ।

নিষ্ফলা কবিতা পাঠ করা "মকরুহ," এবং যে কবিতা নিষ্ফলা নয়, উপকার নাই তাহা শিক্ষা করা "মোবাহ" কিন্তু নিম্নোক্ত দশ প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করা নিষিদ্ধ [হারাম]

১। ফলছফা (বিজ্ঞান) কিন্তু সদভিপ্রায় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্ম তর্কে পরাস্ত করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষা করা প্রশংসনীয়।

২। সোবদা [বাজিগরী]

৩। তনজিম (জ্যোতিষ) সদভিপ্রায়ে ইহাও উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষা করা যাইতে পারে।

৪। রমল (জ্যোতিষের প্রণালী বিশেষ)

৫। তাবায়ে (পদার্থ বিদ্যা বিশেষ)

৬। ছেহের (যাদু মোহিনী বা কুহক)

৭। কাহন (ভবিষ্যৎবাণী প্রচারক)

৮। মন্তেকেফলছফা (মনোবিজ্ঞান) সদভিপ্রায় আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা যাইতে পারে।

৯। এলমে হরফা (কিমিয়া) ১০। মুছকি (সঙ্গীত বিদ্যা ।

কোরাণ, হদিছ, এজমা ও কেয়াছ ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশানুসারে, আমর ও নিহি অর্থাৎ কোন২ কার্য্য করিতে আদেশ ও কোন২ কার্য্য করিতে নিষেধ আছে জানা। শাস্ত্রকারেরা তাহা শ্রেণী ভেদ করিয়াছেন ইহা শিক্ষা করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা সরার আহকাম বলিয়া বিখ্যাত।

১। ফরজ—মানব প্রতি দয়াময় বিশ্বপতি যাহা আদেশ করিয়াছেন এবং প্রেরিত পুরুষ (পয়গাম্বর) গণ তদনুসারে পালন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহাকে ফরজ জ্ঞান না করিয়া পরিত্যাগ করিবে সে ব্যক্তি কাফের (পাপী) মধ্যে গণ্য হইবে। যিনি ঈশ্বরাদেশ বলিয়া প্রতিপালন করিবেন তিনি পুণ্যাধিকারী হইবেন।

২। ওয়াজেব—কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা পালন করিলে অধিক পুণ্য লাভ হইবে,

পরিত্যাগ করিলে পাপী হইবে কিন্তু অগ্রাহ্য করিলে কাফের হইবে না

৩। ছোন্নৎ—প্রেরিত রছুলে করিম [দং] স্বয়ং যাহা করিয়াছেন ও করিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহা পালন করিলে পুণ্যাধিকারী অন্যথায় কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, ইহা দুই প্রকার যথা;—

[ক] মওয়াক্কেদা [যাহা সতত করিয়াছেন]

(খ) গয়ের মওয়াক্কেদা (যাহা সতত করেন নাই)

৪। মোস্তাহাব—হজরত রছুল (দং) যাহা করিয়াছেন কিন্তু কখনং করেন নাই ; ইহা পালনে পুণ্য লাভ, অন্যথায় পাপ নাই।

৫। মোবাহ—যাহা মনুষ্যের ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করে, যাহাতে পাপ পুণ্য কিছুই নাই যথা উত্তম পোষাক পরা ও আহার করা ইত্যাদি।

৬। মহকর্ম—যে কার্য্য সরামত নিষেধ তাহা শুদ্ধ (হালাল) জানিয়া করিলে কাফের হইবে। সুদ গ্রহণ ও জেনাকরা ইত্যাদি।

৭। মকরুহ—সরামত যে কার্য্য নিষিদ্ধ তাহা না করিলে পুণ্য সঞ্চয় হওয়ার সম্ভব কিন্তু তাহা শুদ্ধ জানিয়া করিলে পাপী হইবে।

৮। মফ্‌ছেদ—যে কর্ম্ম করিলে সরার নিয়ম ভঙ্গ হইয়া বিপরীত হয় এরূপ কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক করিবে সে পাপী হইবে কিন্তু ভ্রম বশতঃ করিলে দোষ হইবে না।

(১৩০) একশত ত্রিশ ফরজ। এছলাম ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই ইহা জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য নতুবা তাহার শরীর অপবিত্র বলিতে হইবে ও শেষ বিচারের দিন মহাত্মা হজরত মোহম্মদের (দং) শিষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। যথা—

১। হজরত মোহম্মদের (দং) বংশাবলী

[ক] হজরতের পিতা আবদুল্লা

[খ] তাঁহার „ আবদুল মোত্তালেব।

[গ] „ „ আবদুল হাসেম।

[ঘ] „ „ আবদুল মন্নাফ

২। মজাহাব চারি যথা।

[ক] হানেফী (১ম এমাম আবু হানিফা রহঃ)

[খ] মালেকী [২য় „ আবদুল মালেক রহঃ]

[গ] শাফী [৩য় এমাম আবদুল্ল মহম্মদ শাফী রহঃ]
[ঘ] হাম্বেলী [৪র্থ ,, আবদুল আহম্মদ রহঃ]

৩। অজুর মধ্যে ফরজ চারি [অজুর বিবরণে দ্রষ্টব্য]

৪। তৈয়ম্মমে ফরজ তিন [তৈয়ম্মম বিবরণ দ্রষ্টব্য]

৫। গোছলে ফরজ তিন [গোছলের বিবরণ দ্রষ্টব্য]

৬। ইমানের [বিশ্বাস স্থাপনের] মূল সাত যথা

[ক] সর্ব্ব শক্তিমান ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ইমান আনা।

[খ] ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

[গ] চারি কেতাব [তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন]

[ঘ] সমস্ত প্রেরিত পুরুষ [পয়গাম্বর] প্রতি বিশ্বাস করা।

[ঙ] কেয়ামত [শেষ বিচার দিন] প্রতি বিশ্বাস ও বিশ্বপতি ঐ দিবস সকলে পাপ পুণ্যের নিকাশ লইবেন, এই বিষয় বিশ্বাস ও চিন্তা করা।

[চ] সৃষ্টিকর্ত্তা যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইতেছে। পাপ পুণ্যে তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা কিন্তু পাপ কর্ম্মে অসন্তুষ্ট ও পুণ্য কর্ম্মে সন্তুষ্ট হই থাকেন।

[ছ] মৃত্যু যে হইবে তৎপ্রতি এবং মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন পুনর্জ্জীব হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৭। এসলাম ধর্ম্মের মূল (বেনা) পাঁচ, ফরজ যথা।

(১) কলেমা শিক্ষা করা।

(২) নমাজ পড়া।

(৩) রোজা করা।

(৪) হজ্জ করা।

(৫) জকাৎ আদায় করা।

৮। রমজানের ত্রিশ রোজা ফরজ।

৯। ঐ ত্রিশ নিয়েৎ ফরজ।

১০। নমাজে আহ্‌কাম ছয় ফরজ (নমাজ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।)

১১। ঐ আরকাণ সাত ফরজ (ঐ)

১২। দিবা রাত্রির পাঁচ অক্ত নমাজের নিয়েৎ (সময় মত) পাঁচ ফরজ।

১৩। ঐ পাঁচ অক্তের পাঁচ ফরজ নমাজ।
১৪। ঐ নমাজ মধ্যে ফরজ নমাজ মতের মেকাত। (ক)

সাধারণ সংজ্ঞা।

১। নমাজ পড়ার কিংবা অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করার অথবা পবিত্র থাকার জন্য যথা নিয়মে যে হস্ত, মুখ, পদাদি ধৌত করা যায় তাহাকে "অজু" ও অপবিত্র হইলে যে স্নান করা যায় তাহাকে "হাজতে গোছল" কহে।

২। বিশেষ কারণ বশতঃ জলবিহনে, মৃত্তিকাদি দ্বারা যে স্নান অজুর কার্য্য করা যায় তাহাকে "তৈয়ম্মম" কহে।

৩। নমাজিগণকে প্রত্যেক নমাজের পূর্ব্বে একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী বাক্য দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করাকে "আজান" কহে।

(ক)	১।	হজরত মোহম্মদের (দং) বংশাবলী	৪
	২।	মজহাব	৪
	৩।	অজুর মধ্যে ফরজ	৪
	৪।	তৈয়ম্মমে ফরজ	৩
	৫।	গোছলে (স্নানে)	৩
	৬।	ইমানের (বিশ্বাস স্থাপনের মূল)	৭
	৭।	এসলাম ধর্ম্মের মূল	৫
	৮।	রমজানের রোজা	৩০
	৯।	ঐ নিষেধ	৩০
	১০।	নমাজে আহকাম	৬
	১১।	" আরকাণ	৭
	১২।	দিবা রাত্রির নমাজের নিষেধ	৫
	১৩।	দিবা রাত্রির নমাজ	৫
	১৪।	" " ফরজ নমাজ	১৭
			১৩০

একশত ত্রিশ ফরজ।

৪। ফরজ নমাজের পূর্ব্বে নমাজ আরম্ভ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী বাক্য উচ্চারণ করাকে "আকামত" কহে।

৫। নমাজ পড়ার নিমিত্ত মনন করিয়া যাহা করা ও বলা যায় তাহাকে নিয়েৎ কহে।

৬। নিয়েৎ করিয়া হস্তদ্বয়কে যে নাভিমূলে বন্ধন করা যায় তাহাকে "তহরিমা" বলে।

৭। তহরিমা বান্ধিয়া ছুরা পড়ার পূর্ব্বে যাহা পড়া যায় তাহাকে ছানা, আউজ ও তছমিয়া বলে।

৮। ছুরা পড়ার পর হাটুতে হস্ত রাখিয়া সম্মুখদিকে নত হওয়াকে রুকু কহে।

৯। রুকু দেওয়ার পর সোজাভাবে দাড়ানকে "কেয়াম" কহে। তৎপর পশ্চিমদিকে (কেবলাদিকে) ললাট, নাসিকা মৃত্তিকা সংলগ্ন করিয়া যথা নিয়মে মস্তক অবনত করাকে সেজদা কহে।

১০। দুই সেজদায় এক রেকাত নমাজ হয়, এবং দুই রেকাত নমাজ পড়া হইলে উপবেশন করিয়া যাহা পাঠ করা যায় তাহাকে "কায়দা" বলে।

১১। সালাম ফিরাণের পূর্ব্বে যে বৈঠক করিয়া পাঠ করা যায় তাহাকে আখেরি (শেষ) কায়দা বলে।

১২। শেষ কায়দার পর দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে দৃষ্টি করিয়া যে দোওয়া পাঠ করতঃ নমাজ শেষ করা যায় তাহাকে "সালাম ফিরাণ" বলে।

১৩। নমাজান্তে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট যে প্রার্থনা করা যায় তাহাকে "মোনাজাৎ" কহে।

১৪। কোরাণ শরিফের ও হদিছের আদেশ মত যাহা পান ভোজন ও ব্যবহার করা সিদ্ধ তাহাকে "হালাল" ও যাহা নিষিদ্ধ তাহাকে "হারাম" কহে। (কেহ হারামকে হারাম বিবেচনা না করিলে কাফের হইবে)।

১৫। সকল এমাম যাঁহাকে মন্দ জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাকে "মকরুহ তহরিমি" কহে, ইহা ব্যবহার করিলে কাফের হইবে না বটে কিন্তু পাপী হইবে।

১৬। সকল এমাম যাহাকে মন্দ বলিয়া স্বীকার করেন নাই তাহাকে মকরুহ তনজিহি বলে, ইহা হালালের নিকটবর্ত্তী বটে।

১৭। যে বালক, বালিকা সয়ামত্তবয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে নাবালগ ও নাবালিগা (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) কহে।

১৮। নাবালগ ও নাবালিগার ন্যায় যাহার প্রতি সয়ামত অর্পিত হয় তাহাকে অলি, আছবা ও আসন্নবন্ধু কহে।

১৯। সন্তান জন্মিলে নামকরণ জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাহাকে আকিকা কহে।

২০। বৈধ, সন্তান জন্মানের ও সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে স্ত্রী, পুরুষের মধ্যে চুক্তি (ইজাব, কবুল) হয় তাহাকে পরিণয় (নেকা বা বিবাহ) বলে।

২১। বিবাহ কালীন বনিতাকে যে চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় তাহাকে কাবিন বলে। এবং বনিতাকে দাম্পত্য স্বত্ব রক্ষার জন্য যাহা দেওয়া যায় ও দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়া যায় তাহাকে দেন মাহার কহে, দেন মাহার দুই প্রকার।

১। মায়াজ্জল (আদায়)

২। মওয়াজ্জল (বাকী)

২২। মনুষ্যের মৃত্যু হইলে তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য যে নমাজ পড়া যায় তাহাকে জানাজা কহে। এবং মৃতাকে যে কাপড় পরান হয় তাহাকে কাফন কহে।

২৩। ইদেল ফেতেরের সময় প্রত্যেক স্বাধীন (আজাদ) ব্যক্তিকে যে দান করিতে হয় তাহাকে ফেতরা ও বৎসরান্তে ধন সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান-করাকে জাকাৎ কহে।

২৪। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যাহা দেওয়া যায় তাহাকে "ছদকা" কহে।
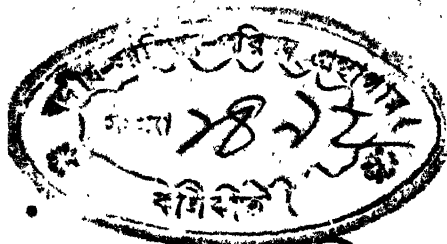
মোহম্মদীয় ধর্ম্ম সোপান।

১ম পরিচ্ছেদ।

এস্‌লামের মূল পাঁচ কার্য্যের বিবরণ। (১ নং)

১ সরা। কলেমা (২ নং) এস্‌লাম ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশ করিবার ১ম সোপান (অঙ্গ)। পবিত্র কলেমা পাঠ ব্যতীত পুণ্য কার্য্য সুসম্পন্ন করা অসাধ্য। পবিত্র কোরাণ শরিফে ও মহাত্মা হজরত মোহম্মদ (দং) হইতে প্রকাশ (ধর্ম্ম মূল) কলেমা পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য (ফরজ)।

২ সরা। নমাজ (সালাত)—ইহা এস্‌লাম ধর্ম্মের ২য় অঙ্গ। নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দৈনিক পাঁচবার নমাজ পড়া ফরজ (কর্ত্তব্য কর্ম্ম); তদ্ব্যতীত অন্যান্য নমাজ সোন্নত, ওয়াজেব ও নফল, তাহাও আদায় করা কর্ত্তব্য। ৩ নং

---

১ নং টীকা।—সকল ব্যক্তিকেই প্রশংসিত পঞ্চ ক্রিয়া সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা নরকাগ্নি হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক, জড়, উন্মাদ প্রভৃতি আপত্তিকারীর আপত্তি (বিশেষ কারণে) গ্রহণীয় হইবে।

২ নং টীকা।—নমাজের বিবরণ এই খণ্ডে এবং কলেমা, রোজা, হজ, জকাৎ বিষয় মোহম্মদীয় ধর্ম্ম সোপানের ১ম, ৩য়, ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৩ নং টীকা।—এই কেতাব সম্বন্ধীয় মছলা যে যে কেতাব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্বিষয় প্রত্যেক স্থানে উল্লেখ করিতে হইলে পুনঃ২ বর্ণনায় বিস্তার হইয়া পড়ে, ইহাতে আবশ্যকীয় প্রচলিত মছলা ভিন্ন কিছু নহে। সুতরাং যে যে কেতাব হইতে মছলাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার নাম ইতঃপূর্ব্বে এক স্থানে দেওয়া হইল, আবশ্যক হইলে উল্লিখিত মূল গ্রন্থ সকল দেখিয়া লইবেন।

৩ সরা। রোজা (উপবাস ব্রত) এস্‌লাম ধর্ম্মের ৩য় অঙ্গ, ইহা পালন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, রমজান মাসের ৩০ রোজা ফরজ তদ্ব্যতীত অন্যান্য রোজা নফল মধ্যে পরিগণিত।

৪ সরা। হজ্জ ইহা এস্‌লাম ধর্ম্মের ৪র্থ অঙ্গ, বয়ঃপ্রাপ্ত সুস্থকায় স্বাধীন ও অর্থশালী ব্যক্তির প্রতি জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ, তৎপর উহা সোন্নত।

৫ সরা। জাকাৎ ইহা এস্‌লাম ধর্ম্মের ৫ম অঙ্গ। প্রতিবৎসর উপার্জ্জিত ও গচ্ছিত সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান করা কর্ত্তব্য। (ক)

ইমানের বিবরণ। (৪ নং)

৬ সরা। ইমান (ধর্ম্ম বিশ্বাস) সকল প্রকার পুণ্য কার্য্যের মূল। ইমান স্থিরতর না হইলে কেহ কোন প্রকার পুণ্য কার্য্যের ফল ভোগ করিতে পারিবে না এবং সেই পুণ্য সঞ্চয় না হইলে নরকাগ্নি হইতে উদ্ধারের আশা নাই, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ইমান স্থিরতর করা কর্ত্তব্য। ইমান দুই প্রকার যথা:—

১। মোজম্মল। ২। মোফচ্ছল।

৭ সরা। ইমান মোজম্মল—সৃষ্টিকর্ত্তা (আল্লাহতালা) কে ও তাঁহার সমস্ত আদেশকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ও এস্‌লাম ধর্ম্মকে এবং তন্মধ্যে

ক, টীকা।

হদিস শরিফে প্রকাশ নিম্নোক্ত দশটী কার্য্য এছলাম ধর্ম্মাবলম্বীর চিহ্ন। ১। গোঁপ (মোছ) কাটা। ২। দাড়ী রাখা। ৩। দাঁতন করা। ৪। নাকে জল দেওয়া। ৫। ধৌত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে করা। ৬। বগলের চুল পরিষ্কার করা। ৭। নখ কাটা। ৮। গোপনীয় স্থানের চুল পরিষ্কার করা। ৯। মল, মূত্র ত্যাগান্তে, কুলুখ ও জল ব্যবহার করা। ১০। কুলকুচি করা।

৪ নং টীকা।—মনে, মুখে সত্য জানা ও বলা (কেকা ২ পৃঃ।)

যে সমস্ত কার্য্য আছে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার ও ধর্ম্ম বিরোধীয় কার্য্য সমুহকে অস্বীকার করা। যে ব্যক্তি মুখে স্বীকার করে কিন্তু অন্তঃকরণে বিশ্বাস করে না, সে ব্যক্তি কেবল মনুষ্যের নিকট মোসলমান কিন্তু জগৎপাতার নিকট কাফের বলিয়া গণ্য। আর যে ব্যক্তি এস্লাম ধর্ম্মের নিয়মাবলীকে অন্তঃরের সহিত বিশ্বাস করে কিন্তু মৌখিক স্বীকার করে না ঐ ব্যক্তি দয়াময়ের নিকট ধার্ম্মিক, কেবল লোক সমাজে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হইবে। অতএব প্রকৃত মোসলমান হইতে হইলে এস্লাম ধর্ম্ম পদ্ধতির বিষয় সমুহ অন্তরের সহিত বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

৮ সয়া ইমান মোফচ্ছল।

নিম্নোক্ত বিষয় সমুহের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও মুখে স্বীকার করা।

১। যিনি এই সৌর জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও প্রলয় করিবেন তাঁহার নাম আল্লাহতালা (পরমেশ্বর) তিনি আদিম অবিনাশী, নিত্য, নির্ব্বিকার, অখণ্ড, অক্ষয় অনন্ত ও মুক্ত স্বভাব। তিনি সর্ব্ব স্থানে সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী, তিনি অদৃশ্য তাঁহার অদৃশ্য কিছুই নাই। তিনি সর্ব্ব বিষয় কার্য্য কর্ত্তা ইত্যাদি বিষয় বিশ্বাস করা। ৫নং

২। তাঁহার ফেরেশ্তা (স্বর্গীয় দূত) সকলের অস্তিত্ব সত্য, তাঁহারা স্ত্রী, পুরুষ কিম্বা নপুংসকাদি কিছুই নহেন, তাঁহারা নিষ্পাপ, সদাচার, তাঁহাদের কাম, ক্রোধ, লোভাদি কোন রিপুই নাই, এবং তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার নাম জপ ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা অহোরাত্র এবাদত আরাধনায় (তপস্যায়) অনুরক্ত থাকিয়া দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ পালন

---

৫ নং টীকা।—যে সকল বিষয় বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য তাহা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিলে কিম্বা দয়াময় সৃষ্টি কর্ত্তার গুণ গরিমা অসম্ভব বিবেচনা করিলে বা তৎসঙ্গে অংশী স্থাপন করিলে কাফের (বিধর্ম্মী, পাপী) হইতে হইবে। অতএব হে এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতা ভগিনীগণ সাবধান হউন! (ইমান ধর্ম্মের মুল না থাকিলে নাহি কুল।)

করিয়া থাকেন। তাঁহারা নুর (ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ) দ্বারা সৃজিত। যথেচ্ছা গমনাগমন ও নানাপ্রকার রূপ ধারণ তাঁহাদের ক্ষমতাধীন। স্বর্গীয় দুতদিগের মধ্যে জেব্রাইল, মেকাইল, ইস্রাফিল ও আজ্রাইল এই চারিজন সর্ব্বপ্রধান। যাবতীয় ফেরেশ্‌তাগণ নানা উদ্দেশ্যে সৃজিত।

৩। স্বর্গীয় কেতাব তৌরিত, জবুর, ইঞ্জিল, কোরআন ও সহিফা প্রভৃতি গ্রন্থ সকল দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেরিত এবং তাহা মহা পুরুষগণের প্রতি আসিয়াছিল এতদ্ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪। পয়গাম্বর অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষগণ এবং শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ মহাত্মা হজরত মোহম্মদ মোস্তফা (ছঃ আঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মাধারী এইরূপ ধারণা রাখা ও শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের মেয়েরাজ শরিফ বিষয় বিশ্বাস করা এবং তাঁহার ছাহাবী (ধর্ম্মবন্ধু) গণ অপর পয়গাম্বর ব্যতীত সকল মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপে অন্তরে স্থান দেওয়া ইমানের একটী অঙ্গ।

৫। শেষ বিচারের দিনের (কেয়ামতের) প্রতি বিশ্বাস করা।

৬। সৎ ও অসৎ মুল পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি, কিন্তু সৎ কর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সন্তুষ্ট ও অসৎ কর্ম্মাবলম্বনকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তিনি যাহার ভাগ্যে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়।

৭। মরণের পর পুনরায় তিনি জীবিত করিবেন এবং স্বয়ং বিচার কর্ত্তা হইয়া বিন্দু বিন্দু পাপ পুণ্যের বিচার করতঃ পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গে ও পাপীকে তিরস্কার স্বরূপ নরকে বাস করাইবেন।

৯ সবা। নমাজের উপকারিতা বিষয়।

নমাজ সর্ব্বপ্রকার আরাধনার (বন্দিগির) মুল এবং মহম্মদীয় দিনের (ধর্ম্মের) স্তম্ভ। হজরত রছুল (দঃ) আদেশ করিয়াছেন:—

"আচ্ছালাতো এমাদোদ্দিনে ফমন আকামহা ফকদ আকামাদ্দিনা ওয়ামান তারাকাহা ফাকাদ হাদামদ্দিনা" অর্থাৎ

নমাজ দিনের স্তম্ভ, যে ব্যক্তি নমাজ পড়ে সে আপন ধর্ম্মকে (দিনকে) স্থিরতর রাখে, এবং যে ব্যক্তি নমাজ ত্যাগ করে সে ব্যক্তি আপন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে। নমাজ বেহেশ্‌তের কুঁজি, নমাজের কুঁজি পবিত্রতা, উক্ত পবিত্রতার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

যেহেতু তালাবিহীন বাক্স ও পবিত্রতা বিহীন শরীর উভয় তুল্য। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পবিত্র হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পবিত্রতা অভাবে মানবের সকল পুণ্য কার্য্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তজ্জন্য পবিত্রতার পরে অন্যান্য বিষয় ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইতেছে। (নমাজ বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মল, মূত্রের (বাহ্যি প্রস্রাবের) পবিত্রতার বিবরণ। (৬ নং)

১০ সরা। এস্তেব্রা ও এস্তেঞ্জার বিষয়।

এস্তেব্রা অর্থে অবশিষ্ট প্রস্রাব নির্গত করা এবং মল মূত্র ত্যাগ করিয়া বাহ্যি ও প্রস্রাবের দ্বার জলদ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করাকে এস্তেন্জা কহে। প্রস্রাব করিয়া তিনবার উপস্থ (পুরুষাঙ্গ) গাভীর বাঁটের মত দোহন করিতে ও গলা খাঁকার দিতে হইবে, উহাতে প্রস্রাবাদি নির্গত হইয়া থাকে। প্রস্রাবের অঙ্গ মৃত্তিকা ও ঢেলাদি লইয়া মোছাহ্ করতঃ বেড়াইয়া (টহলিয়া) অবশিষ্ট প্রস্রাব নির্গত করাইতে হইবে (৭ নং)। তৎপর প্রস্রাবের অঙ্গ তিনবার বাম হস্তের অঙ্গুলিসহ তালুকা দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিবে। ভ্রমণ (টহলন) সম্বন্ধে বিদ্বান (আলেম) ব্যক্তিবর্গের অনেক মতভেদ আছে।

কোন আলেম ৪০০ পদ, কেহ ৩০০ পদ কেহ বা যত বৎসর বয়ঃক্রম হইবে ততপদ গমনাগমন করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাহ্যি, প্রস্রাব করিয়া পবিত্র না হইলে শরীর অপবিত্র থাকিবে ও তাহাতে অজু নষ্ট হইয়া সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের ক্ষতি হইবে বরং জলাভাবে কেবল কুলুখ (ঢেলা) লইলেই যথেষ্ট হইবে। কুলুখ গ্রহণান্তে কুলুখ সংস্পৃষ্ট স্থান জলদ্বারা

---

৬ নং টিকা।—প্রচলিত ভাষায় মলত্যাগকে বাহ্যি করা বলে, তদনুসারে স্থানে২ বাহ্যি শব্দ ব্যবহার করা গেল মলত্যাগ ও প্রস্রাবের বিষয় ফতোয়ায় আলমগিরি (৪৬। ৪৭। ৪৮ পৃঃ) দেখ।

৭ নং টীকা।—প্রস্রাবান্তে উদি নির্গত হইয়া থাকে ত বিষয় বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, এতদ্বিষয় অজুনষ্টের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রক্ষালন করিবে। প্রক্ষালন কার্য্য শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকুল, কারণ মল মূত্র শরীরে লাগিলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা।

১১ সবা। মল মূত্র ত্যাগ করা বিষয়।

লোকের বসিবার ও দাঁড়ানের স্থানে এবং বাগানবাড়ী, মেওয়া বৃক্ষের নীচে, রাস্তা, ঘাটে ও চন্দ্র সূর্য্যদিকে তাকাইয়া প্রস্রাব ও বাহ্যি করা নিষেধ। নির্জ্জন গোপনীয় স্থানে বসিয়া কাপড় উঠাইতে হইবে, বসার পূর্ব্বে কাপড় খোলা নিষেধ। প্রস্রাব ও বাহ্যি করিবার জন্য গমন কালে গাত্রে পিরহানাদি থাকিলে হাতুলি উঠাইয়া বামহস্তে ৩।৪ টী ঢেলা (কুলুখ) লইয়া যাইতে হইবে। মল মূত্র ত্যাগার্থে উপবেশন কালে বামপদ, বামহস্ত দ্বারা ধৃত করতঃ ত্যজ্য মল মূত্রের দুর্গন্ধ পরিহারার্থ বায়ুর গতি বিবেচনা করিয়া উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মুখে বসিতে হইবে, মুখ কিম্বা পৃষ্ঠ পশ্চিমদিক (কাবারোখ) করিতে হইবে না। সৃষ্টি কর্ত্তার নাম অথবা কোরাণ শরিফের আয়েত এবং তদ্রূপ বিষয় যে বস্তুতে লিখা থাকে তাহা দ্বারা কুলুখ করা ও খোলা মস্তকে যাওয়া নিষেধ। দৈত্য (শয়তান ও জেন) হইতে অদৃশ্য থাকা এবং পরিত্রাণ জন্য দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া "বেচমিল্লা হের্রাহ্মা নের্রাহিম" ইত্যাদি দোওয়া পাঠ করতঃ বসিতে এবং বাহ্যি করিবার স্থানে জল শৌচ না করিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া কুলুখ গ্রহণান্তে জলশৌচ করিতে হইবে, শৌচ কালীন পদদ্বয় পৃথক করিয়া উপবেশন করতঃ মধ্যমাঙ্গুলি বা ২।৩ অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধৌত কার্য্য শেষ করা বিধেয়। নখদ্বারা ধৌত করা নিষেধ, তাহাতে অর্শরোগ জন্মিতে পারে, জলশৌচান্তর পরিষ্কারক দ্রব্য দ্বারা উত্তমরূপে হস্ত ধৌত করা কর্ত্তব্য। (৮ নং)।

১২ সবা। কুলুখ লওয়ার নিয়ম।

গ্রীষ্মকালে পুরুষের পক্ষে প্রথমতঃ সম্মুখ দিক হইতে কুলুখ লইয়া পিছন দিকে, তৎপর অন্য কুলুখ পিছন দিক হইতে সম্মুখ দিকে আনিতে হইবে। এইরূপ অগ্র পশ্চাৎ করিয়া কুলুখের কার্য্য শেষ করিতে হইবে এবং শীতকালে

---

৮ নং টীকা।—কুলুখ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, সংখ্যার নির্ণয় নাই। নিম্নোক্ত মতানুসারে যাহাতে পরিষ্কার হইয়া যায় তাহাই বিধেয়।

উক্ত নিয়মের বিপরীত করা বিধেয়; কারণ শীতকালে মুষ্ক (খুছিয়া) ছোট হইয়া যায়, তাহাতে মল মূত্র লাগার আশঙ্কা থাকে না।

১৩ মছলা। স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা।

স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু—তাহাদিগের পক্ষে সম্মুখ দিক হইতে পিছন দিকে ক্রমান্বয় কুলুখ লওয়া বিধি। অনাবশ্যক রূপে অত্যধিক কুলুখ লওয়া অন্যায়।

১৪ মছলা। কুলুখের বিষয়।

কুলুখ মৃত্তিকা ঢেলা ইত্যাদি (বালু, প্রস্তর, তুলা, পুরাতন কাপড় প্রভৃতি) পবিত্র দ্রব্যে সিদ্ধ। কিন্তু হাড়, ইষ্টক, কাঁচ, কয়লা, লবণ, গোবর, সাদা কাগজ, ধারাল খড়ি ইত্যাদি দ্বারা নিষিদ্ধ। (৯ নং টীকা)

ঋতুর বিবরণ।

১৫ মছলা। ঋতুমতী রমণীর বিষয়।

স্ত্রীলোকের ৯ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর, কাহার মতে ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বেদনা বিহনে জরায়ু হইতে যোনিদ্বার দিয়া প্রতিমাসে যে শোণিত পাত হয় তাহাকে ঋতু (হায়েজ) কহে। বালিকাগণ ৯ম বৎসরে ঋতুমতী হইলে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যায় ও ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বৃদ্ধা শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকে। বৃদ্ধা হইলে স্বাভাবিক নিয়মে ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। (ফতোয়ায় আলম গিরি ৩৪।৩৫ পৃষ্ঠা ও জাহেদী)।

১৬ মছলা। ঋতুর সময় ও বর্ণ।

ঋতুর মিয়াদ মধ্যে সাদা রঙ্গ ব্যতীত যে কোন রঙ্গের রক্তপাত হউক, তাহা ঋতু মধ্যে গণ্য হইবে। ঋতুর রক্ত লাল, কাল, সবুজ, হরিদ্রা (জরদ) ঘোলা ও মেটে এই ছয় রঙ্গের হইয়া থাকে, কিন্তু যে রক্ত জরায়ু হইতে নির্গত হয় না, অথবা জরায়ু হইতে বেদনার সঙ্গে নির্গত হয়, এবং ৬০ বৎসর কিম্বা

---

৯ নং টীকা।—সাদা কাগজে পবিত্র কোরাণ, হদিছ লিখা হইয়া থাকে, তজ্জন্য তদ্বারা কুলুখ গ্রহণ অনুচিত।

৫৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পর যে রক্তপাত হয় তাহা ঋতু মধ্যে পরিগণিত নহে। উহা পীড়া মধ্যে গণ্য হইবে (মুহিত)।

১৭ ছবা। ঋতু ও পীড়ার প্রভেদ।

ঋতুর সময়ের ন্যূন সংখ্যা তিন দিবা রাত্রি ও উর্দ্ধ সংখ্যা দশ দিবা রাত্রি। অর্থাৎ যাহার যেরূপ অভ্যাস তদনুসারে গণ্য হইবে। কিন্তু তিন দিবা রাত্রির ন্যূন ও দশ দিবা রাত্রির অধিক হইলে তাহা ঋতু মধ্যে পরিগণিত না হইয়া পীড়া বলিয়া গণ্য হইবে ও সে অবস্থায় যে সময়ের নমাজ কজা করিয়াছে তাহার কজা (১০নং) আদায় করিতে হইবে। যে রমণী স্বামী সংসর্গ করিয়াছে অথবা যে করে নাই কিম্বা যাহার প্রথমে রক্তপাত হয় সকলেরই এক ব্যবস্থা; "য়েছে আয়াছ" অর্থাৎ ৫৫ বৎসর বা কাহার মতে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ঋতু হওয়ার সীমা; তৎপর গাঢ়কাল ও লালবর্ণের রক্তপাত হইলে ঋতু মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু সবুজ হরিদ্রা ও মেটে রঙ দৃষ্ট হইলে তাহাকে "এস্তেহাজা" জানিতে হইবে। (১১ নং)

১৮ ছবা। পবিত্রতার বিষয়।

রমণীগণ এক ঋতু হইতে পবিত্র হইয়া অন্য ঋতু পর্য্যন্ত যতদিন পবিত্র থাকে তাহাকে "তোহর" বলে তোহরের ন্যূন সংখ্যা ১৫ দিন, উর্দ্ধ সংখ্যার নির্ণয় নাই। যাহার যে কয়েক দিবস মিয়াদ আছে তন্মধ্যে ঋতু বন্ধ থাকিলেও পবিত্র হইবে না। ঋতু ও নেফাছের ম্যাদগতে স্নানান্তে পবিত্র হইয়া এবং এস্তেহাজা হইতে উদ্ধার পাইয়া নিয়মিত রোজা নষ্ট হইলে তৎপরিবর্ত্তে কজা করিতে হইবে কিন্তু নমাজের কজা পড়িতে হইবে না।

---

১০ নং টীকা। কজা শব্দে যে রোজা নমাজ বাদ পড়িয়াছে তৎ পরিবর্ত্তে রোজা করা ও নমাজ পড়া।

হদিছ শরিফে প্রকাশ মানব পিতা আদম (আঃ) ঈশ্বরাদেশ ব্যতীত মাতা হাওয়া (আঃ) কে ঋতু অবস্থায় রোজা কজা করিতে নিষেধ করায় রোজার কজা করার আদেশ হইয়াছে কিন্তু নমাজের কজা (আদেশ ক্রমে হওয়াতে) নাই

১১ নং টীকা। রক্তপাত কালে যে রঙ থাকে তাহাই বর্ত্তব্য, শেষ কিংবা মিশ্রিত রঙ বর্ত্তব্য নহে।

১৯ সবা। ঋতু ও নেফাছের নিষেধ ও কর্ত্তব্য বিধি।

নেফাছ ও ঋতুমতী রমণী (১) কোরাণ শরিফ স্পর্শ ও পাঠ করিতে (২) মসজিদে প্রবেশ করিতে (৩) কাবা শরিফের তওয়াফ্ (ভ্রমণ) করিতে (৪) নমাজ পড়িতে (৫) রোজা রাখিতে (৬) সহবাস করিতে পারিবেক না; কিন্তু রক্ত নিঃসৃতি নিবারিত হওয়া মাত্র তাহার প্রতি স্নান করা ওয়াজেব হইবে। এবং তৎপূর্ব্বে নাভী হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত শরীরাংশ ভিন্ন অন্যান্য অবয়ব তাহার স্বামির পক্ষে স্পর্শ ও চুম্বনাদি করা নিষিদ্ধ নহে। যদি কেহ সিদ্ধ জানিয়া ঐ অবস্থায় সংসর্গ করে তাহা হইলে পাপী হইবে। কেহ ভ্রম বশতঃ করিলে এক দিবা রাত্রি "আস্তাগফার" দোওয় পাঠ করা এবং প্রায়শ্চিত্ত (কাফারা একদিনার) স্বর্ণ ৪॥০ মাসা বা ২।০ মাসা দান করা তাহার প্রতি-বর্ত্তিত (মোস্তহাব) হইবে (১২ নং)

২০ সবা। ঋতুমতী রমণীর কর্ত্তব্য।

হদিছ শরিফে প্রকাশ যে ঋতুমতী রমণী প্রত্যেক নমাজের সময় অজু করিয়া ৭০ বার আস্তাগফার দোওয় পাঠ করিলে পুণ্যাধিকারিণী হইবে।

২১ সবা। সংসর্গ ও নমাজ বিধি।

ঋতুর পূর্ণ মিয়াদ ১০ দিন উক্ত সময় গত হইয়া রজঃস্রাব বন্ধ হইলে স্নানের পূর্ব্বে সঙ্গম করা সিদ্ধ, কিন্তু ঋতুর ন্যূন সংখ্যা মিয়াদ যাহা ধার্য্য আছে সেই সময় গত হইয়া পবিত্র হওতঃ অজু অন্তে নমাজের তকবিরা বান্ধার উপযুক্ত পরিমাণ সময় থাকা পর্য্যন্ত যদি শোণিত দৃষ্ট না হয় তাহা হইলে স্নানের পূর্ব্বে সঙ্গম সিদ্ধ হইবে (১৩ নং)

---

১২ নং টীকা। ঋতুর প্রথমাবস্থায় কিম্বা রক্ত লোহিত বর্ণ থাকিতে সঙ্গম করিলে এক দিনার অন্যাবস্থায় অর্দ্ধ দিনার বিধেয় কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকের শোণিতপাত ঋতু মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

১৩ নং টীকা। কোন রমণীর ১০ দিবসান্তে ঋতু বন্ধ হইলে তৎসহ স্নানের পূর্ব্বে স্বামী বা প্রভুর সঙ্গম সিদ্ধ এবং কোন রমণীর ঋতু বন্ধের নিয়ম ৩ দিব-সান্তে থাকিলে ঐ তদনুসারে বন্ধ হইলে যদি দিবা দ্বিপ্রহর সময় বন্ধ হয় তাহা হইলে জোহরের নমাজের শেষ সময় পর্য্যন্ত (অর্থাৎ স্নান করিয়া নমাজের তহ-রিমা বান্ধা যাইতে পারে এরূপ সময়তক) অপেক্ষা করিয়া সঙ্গম করিলে সিদ্ধ হইবে নতুবা না।

নেফাছের (সূতিকার) বিবরণ।

২২ সয়া। নেফাছের বিবরণ।

সন্তান প্রসূত হইলে যে রক্তস্রাব হয় তাহাকে নেফাছ বলে। তাহার ন্যুনাধিক সময় নির্ণয় নাই, উর্দ্ধ সংখ্যা ৪০ দিন। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিষয় স্মৃতি রাখা কর্ত্তব্য। (ফতওয়ায় আলমগিরি ৩৬—৩৯ পৃঃ)

২৩ সয়া। যে স্থানে নেফাছ ধর্ত্তব্য হইবে।

গর্ভপাত হইলে দেখিতে হইবে যদি সন্তানের কোন অঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সন্তান প্রসব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এবং প্রসূতির তদবস্থা নেফাছ বলিয়া পরিগণিত ও যমজ সন্তানের প্রথম সন্তান প্রসবের সময় হইতেই নেফাছ ধর্ত্তব্য হইবে।

২৪ সয়া। যে যে কার্য্য নিষেধ।

ঋতুতে যে২ কার্য্য স্বামীর পক্ষে ও দাসীর কর্ত্তার পক্ষে নিষেধ, নেফাছেও তদ্রূপ। হায়েজ, নেফাছের চরম মিয়াদ, অর্থাৎ হায়েজের ১০ দিন ও নেফাছের ৪০ দিনান্তে রক্ত বন্ধ হইলে যদি স্নানের (গোছলের) পূর্ব্বে সঙ্গম করে তাহা সিদ্ধ (হালাল) হইবে। কিন্তু ঋতুর রক্ত ১০ দিনের ন্যূন ৫।৭ দিনের মধ্যে কিম্বা নেফাছের রক্ত ৩০।৩৫ দিন মধ্যে অভ্যাসমত বন্ধ হইলেও স্নানের পূর্ব্বে অবিলম্বে তৎসঙ্গে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। কাহারও অভ্যাসমত ন্যূন মিয়াদ মধ্যে ঋতু কিম্বা নেফাছ (রক্ত) বন্ধ হইলে যদি তৎপর স্নানান্তে অজু করিয়া নমাজের "তহরিমা" বান্ধার পরিমাণ সময় গত হইলেও রক্তপাত না হয় তাহা হইলে স্নানের পূর্ব্বে সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যে কোন অবস্থায় হউক স্নানের পূর্ব্বে রোজা, নমাজ করিলে সিদ্ধ হইবে না।

২৫ সয়া। রোজা নমাজ আদি বিষয়।

যদ্যপি কাহার চিরাভ্যস্ত সময়ের পূর্ব্বে (৩ দিন হইতে ৯ দিন মধ্যে) ঋতু জনিত রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় রক্তস্রাব হয় এই আশঙ্কায় সে নমাজের শেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্নান করিবে। কিন্তু অবগাহনে এরূপ বিলম্ব করিতে হইবে না যাহাতে নমাজের সময় মকরূহ হইয়া যায়, কেবল রোজাহার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। রোজাদের কজা করিতে

হইবেক না)। মিয়াদ মধ্যে হায়েজ নেফাছের রক্ত বন্ধ হইলেই বৈধাবগাহন কতঃ পবিত্র হইয়া রীতিমত রোজা রাখিবে এবং নমাজ পড়িতে হইবে। তাহাতে হায়েজে ১০ দিনের ও নেফাছে—৪০ দিনের অপেক্ষা করিতে হইবেক না। এতদ্দেশীয় অজ্ঞ লোক হায়েজ ও নেফাছ হইতে পরিষ্কার হওয়ার পরও শেষ নিয়মিত কাল অর্থাৎ হায়েজে ১০ দিন ও নেফাছে ৪০ দিন পূর্ণ না হইলে রোজা নমাজে ত্রুটী করে সুতরাং এরূপ কার্য্য নিষেধ, ইহাতে পাপগ্রস্থ হইতে হয়।

এস্তেহাজার বিবরণ।

২৬ সরা। এস্তেহাজার ধর্ম্ম কার্য্য বিষয়।

হায়েজ ও নেফাছে যাহার যে অভ্যাস আছে তদপেক্ষা অধিক দিন অথবা ঋতুতে ৩ দিবসের কম রক্তপাত হইলে কিম্বা গর্ভাবস্থায় রক্তপাত হইলে সেই পীড়াকে আরবী ভাষায় "এস্তে হাজা" বলে, কিন্তু তদবস্থায় রোজা রাখিতে নমাজ পড়িতে ও অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে ও সঙ্গম করিতে পারিবে (মুহিত্ত হেদায়া।)

২৭ সরা। এস্তেহাজার পরিচয়।

যে স্ত্রীলোকের প্রথম হায়েজ কিম্বা নেফাছ হয় এবং অধিক দিন রক্তপাত হইয়া থাকে তাহাতে তাহার হায়েজে ১০ দিন ও নেফাছে ৪০ দিন বাদে অবশিষ্ট দিন এস্তেহাজা মধ্যে গণ্য হইবে ও তাহাতে পূর্ব্ব রূপ নিয়ম খাটিবে। ৯ বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা ৫৫ বৎসর (কাহার মতে ৬০ বৎসর) পরে কোন স্ত্রীলোকের রক্তপাত হইলে এস্তেহাজা মধ্যে পরিগণিত হইবে (আপত্তিকারী বা মাজুরের বিবরণ দ্রষ্টব্য)

অপবিত্র (নাজাছত) হইতে পবিত্র করার বিবরণ।

২৮ সরা। অপবিত্র দ্রব্য পবিত্র করার বিধি।

যে সকল নাজাছতের চিহ্ন থাকে (গুলদার) যথাঃ—রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি, তাহা কাপড়াদিতে কিম্বা শরীরে লাগিলে পবিত্র জল অথবা তরল পবিত্র জলীয় দ্রব্য (সেরকা গোলাব জল ইত্যাদি) দ্বারা ধৌত করিয়া চিহ্ন দুরীভূত করিলে পবিত্র হইয়া যাইবে, কিন্তু যে সকল অপবিত্র দ্রব্য এরূপ যে সাবান ব্যতীত ধৌত করিলে চিহ্ন রহিত হয় না (মেহেদির রঙ্গ কিম্বা তৈলে অপবিত্র দ্রব্য মিলিত হইলে) তাহা পবিত্র জলাদি দ্বারা তিনবার উত্তমরূপে ধৌত করিলেই পবিত্র হইয়া যাইবে, যদিও চিহ্ন থাকে তথাপি কোন ক্ষতি হইবেক না, কিন্তু ইহাতে তরল জলীয় পদার্থ অথবা জল পবিত্র হওয়া আবশ্যক এবং তাহা এরূপ ভাবের হওয়া চাই যে, তদ্দ্বারা ধৌত হইলে পরিষ্কার হয়। তৈল, দুগ্ধ ইত্যাদি তরল পবিত্র পদার্থ হইলেও তদ্দ্বারা কোন পদার্থ ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা অসম্ভব সুতরাং তদ্দ্বারা ধৌত কার্য্য চলিতে পারে না।

২৯ সরা। জলীয় দ্রব্য হইতে পবিত্র করা।

যে সকল অপবিত্র দ্রব্য শুষ্ক হইলে চিহ্ন থাকে না (প্রস্রাব, সরাব ইত্যাদি) তাহা শরীরে লাগিলে কেবল তিনবার ধৌত করিলেই পবিত্র হইবে। কিন্তু বস্ত্রাদিতে লাগিলে তাহা তিনবার বিশুদ্ধ জলে কাচিতে হইবে। এবং প্রত্যেক বারে উত্তমরূপে নিংড়াইয়া জল শূন্য করিতে হইবে।

৩০ সরা। চাটাই মৃত্তিকাদি পবিত্র করার নিয়ম।

যে সকল দ্রব্য জলে ধৌত করিয়া কোন প্রকার কৌশলে জল শূন্য করা যায় না (চাটাই মৃত্তিকা ইত্যাদি) তাহা ক্রমাগত জলদ্বারা ধৌত করিয়া পবিত্র করিতে হইবে, অর্থাৎ জলদ্বারা ধৌত করিয়া ছাড়িতে হইবে, ক্রমে জল নিঃসৃত হইয়া গেলে পুনরায় জল দ্বারা ধৌত করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এইরূপে তিনবার ধৌত করিলে পবিত্র হইবে।

৩১ সরা। গোবর প্রভৃতি ঘন দ্রব্য লাগিলে তাহার বিধি।

যে বস্তু তরল নয় (গোবর, বিষ্ঠা ইত্যাদি) তাহা জুতা কিম্বা অন্য দ্রব্যে লাগিলে উত্তমরূপে মৃত্তিকাদিতে মুছিয়া লইলেই পবিত্র হইবে। কিন্তু যাহা প্রস্রাব বা সরাবের ন্যায় তরল, তাহা লাগিলে ধৌত করিয়া পবিত্র করিতে হইবে। বীর্য্যাদি (মনি, মজি) লাগিলে ধৌত করিলেই পবিত্র হয়। কিন্তু শুষ্ক হইলে তাহা মর্দ্দন করিয়া উঠাইয়া দিলেও পবিত্র হইয়া যায়। যে সকল

পদার্থ নিরেট অর্থাৎ যাহার ভিতরে অপবিত্র দ্রব্য প্রবেশ করিতে পারে না (ছোরা, তরবারি, দর্পণ, লোটা ইত্যাদি) তাহা মৃত্তিকায় ঘর্ষণ করিলে কিংবা জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিলেই পবিত্র হইবে। মৃত্তিকা কিম্বা ইষ্টকে অপবিত্র দ্রব্য থাকিলে যদি তাহা শুষ্ক হইয়া মিশিয়া গাইয়া থাকে তবে তদুপরি নমাজ সিদ্ধ হইবে কিন্তু তদ্দারা তৈয়ম্মম সিদ্ধ হইবে না। বৃক্ষ, তৃণাদি মৃত্তিকায় বদ্ধমূল থাকিলে তদুপরিস্থ অপবিত্র দ্রব্য শুষ্ক হইলেই পবিত্র হয়, অথচ উন্মূলিত অবস্থায় অপবিত্র পদার্থ সংস্পৃষ্ট হইলে তাহা বিনা প্রক্ষালনে পবিত্র হইবে না।

৩২ সরা। তরল দ্রব্য পবিত্র বিধি।

তরল দ্রব্য (মধু, দুগ্ধ, সেরকাদি) অপবিত্র হইলে তাহাতে সেই পরিমাণ পবিত্র জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করতঃ পূর্ব্ব পরিমাণে পরিণত করিতে হইবে, অর্থাৎ একসের মধু অপবিত্র হইলে তাহাতে একসের জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে তাহাকে একসেরে পরিণত করিতে হইবে, ক্রমান্বয় ৩ বার এইরূপ করিলে তাহা পবিত্র হইয়া যাইবে।

দাবাগতের বিবরণ।

৩৩ সরা। চর্ম্মাদি পবিত্র বিধি।

দাবাগত দুই প্রকার যথা—(১) প্রকৃত অর্থাৎ কোন ঔষধাদি দ্বারা চর্ম্মকে পবিত্র করা। (২) অপ্রকৃত অর্থাৎ মাটি লাগাইয়া কি সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা পবিত্র করা। দাবাগত করা দ্রব্য ব্যবহার নিয়মাদি যথা:—

(ক) দাবাগত করা চর্ম্মপাক এবং ঐ চর্ম্ম পাতিয়া কিম্বা পরিধান করতঃ নমাজ পড়া ও জলপাত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা অজু করা সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য ও শূকরের চর্ম্ম কখনই পবিত্র নয় এবং তদ্দারা উপরোক্ত কার্য্য করা সিদ্ধ হইবে না। প্রকৃত দাবাগত করা চর্ম্ম ভিজিলেও অপবিত্র হইবে না। (মজমেরাত, জাহেদী, আলমগিরি ২৩-২৪ পৃঃ।)

(খ) কোন ঘটী, বদনা যে পর্য্যন্ত অপবিত্র বলিয়া জানা না যায় সে পর্য্যন্ত তদ্দারা কোন মটকা হইতে জল উত্তোলন করিলে ঐ জল অপবিত্র হইবে না। ঘাটে জল খাওয়া গেলে ও অপবিত্র বলিয়া সন্দেহ না থাকিলে তদ্দারা

অজু সিদ্ধ হইবে ।

(১৪ নং) রুমাল ঘর্ম্মে আর্দ্র হইলেও তদ্দ্বারা নমাজ সিদ্ধ হইবে

৩৪ সরা । খাদ্যাবশিষ্ট দ্রব্য খাওয়া বা অজু করা বিষয় ।

মনুষ্যের এবং যে সকল জন্তু ও পক্ষীর মাংস পবিত্র (হালাল) তাহার খাদ্যাবশিষ্ট (ঝুটা) দ্রব্যও পবিত্র যথা—ছাগ, পায়রা ইত্যাদির এবং তাহাদের উচ্ছিষ্ট জলপান করা ও তদ্দ্বারা অজুর কার্য্য সিদ্ধ। ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পবিত্র, কিন্তু তাহাতে অনেক বিদ্বানের মত ভেদ আছে, (আলমগিরি ২২-২৩ পৃঃ ।)

৩৫ সরা । অখাদ্য জন্তুর ঝুটা বিষয় ।

চতুষ্পদ, শিকারী হিংস্র জন্তু (কুকুর, শৃগাল, বানর, শূকর, ব্যাঘ্র ইত্যাদি) এবং অখাদ্য জীবের ও সরাব খোরের মুখে সরাবের গন্ধ থাকিলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট বস্তু অপবিত্র, এবং তাহাদের উচ্ছিষ্ট বস্তু আহার করা ও উচ্ছিষ্ট জলে অজু, অবগাহন করা নিষিদ্ধ ।

৩৬ সরা । হাঁস, মুরগী ইত্যাদির ঝুটা বিষয় ।

গৃহপালিত জীবের (হাঁস, মুরগী, বিড়াল, শিকারী পাখী ইত্যাদি) এবং সর্প ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট মকরুহ । পবিত্র জলাভাবে মকরুহ জলে অজু সিদ্ধ, তদাবস্থায় তৈয়ম্মম সিদ্ধ হইবেক না । গর্দ্দভ ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র নয় উহা মশকুক ; (সম্পূর্ণ অপবিত্রও নয়) । মশকুক জল ব্যতীত অন্য জল না থাকিলে উক্ত জলে অজু করতঃ পুনরায় তৈয়ম্মম করিতে হইবে । পূর্ব্বে তৈয়ম্মম করিয়া তৎপর অজু করিলেও কোন ক্ষতি নাই । মশকুক জলের পবিত্রতার বিষয় কোন স্থিরতা নাই । এমতাবস্থায় অজু তৈয়ম্মম উভয় করিলে কোন সন্দেহ থাকিবেক না ।

৩৭ সরা । গর্দ্দভ ও খচ্চর প্রভৃতির ঝুটা ।

যে সকল জন্তুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, তাহার ঘর্ম্মও পবিত্র । গর্দ্দভ ও খচ্চরের মুখের জল কিম্বা ঘর্ম্ম অল্প জলে পড়িলে উহা অপবিত্র হইবে, কিন্তু কোন কাপড়ে অল্প পরিমাণ (দেরেমসরার কম) লাগিলে তদ্দ্বারা নমাজ সিদ্ধ হইবে । চর্ম্ম চটিকার প্রস্রাব কি বিষ্ঠা জলে পড়িলে কিম্বা কাপড়ে লাগিলে অপবিত্র হইবে না । মশা, মধুমক্ষিকা, বৃশ্চিক, মৎস্য, ব্যাঙ ও কর্কটাদির জলে মৃত্যু হইলে জল অপবিত্র হইবে না । অপবিত্র ধূলি জলে পড়িলেও জল অপবিত্র

১৪ নং টীকা । এতদ্বিষয় জলের বিবরণ দ্রষ্টব্য ।

হওয়ার আশঙ্কা নাই, কিন্তু অশুদ্ধ মৃত্তিকা পড়িলে অপবিত্র হইবে। খড় কুটা কিম্বা কোন কাষ্ঠে মল ও গোবরাদি লাগিলে তাহা দগ্ধ করাতে উহার কিঞ্চিৎ ছাই স্বল্প জলে নিক্ষিপ্ত হইলেও উক্ত জল অপবিত্র হইবে না; এইরূপ মনুষ্যের চুল, অস্থি, দন্ত, নখর আদিও জলে পড়িলে পবিত্র থাকিবে, কিন্তু মনুষ্যের চর্ম্ম ক্ষুদ্র পরিমাণ জলে পড়িলে জল অপবিত্র হইয়া যাইবে।

৩৮ সরা। মৃগনাভী ও মনুষ্যের ঝুটা বিষয়।

মৃগনাভী পবিত্র। জোনব, ঋতুমতী, নেফাছওয়ালী এবং কাফের সমুদয়ের উচ্ছিষ্ট পবিত্র বটে,' কিন্তু অন্য স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট অপর পুরুষের জন্য ও অপর পুরুষের উচ্ছিষ্ট অন্য স্ত্রীলোকের জন্য পবিত্র নহে (মকরুহ)। (১৫)

অপবিত্রের (নজছের) বিবরণ।

৩৯ সরা। নজছ ও তাহা যত প্রকার।

নজছ দুই প্রকার যথা।— ১। হুকুমি অর্থাৎ অজুর মধ্যে হস্ত পদাদি ধৌত করা, অবগাহনে সমস্ত শরীর আর্দ্র করা ইত্যাদি।

২। হকিকী ইহার মধ্যে দুই প্রকার যথা—গলিজা ও খফিফা আবার ইহার মধ্যেও দুই প্রকার আছে। (ক) মরই অর্থাৎ দৃষ্টি গোচর হয় যথা রক্ত, বিষ্ঠা ইত্যাদি। (খ) গয়র মরই যাহা দৃষ্টি গোচর হয় না যথা প্রস্রাব ইত্যাদি যাহা কাপড়ে কি শরীরে লাগিলে অপবিত্র হয় তাহাকে নজছ বলে। উহা দুই প্রকার যথা নজছে গলিজা যাহা অত্যন্ত অপবিত্র পদার্থ ও নজছে খফিফা যাহা অল্প অপবিত্র।

৪০ সরা। নজছ গলিজা।

নজছ গলিজা দেরেম সন্নইর পরিমাণ (১৬) বিস্তৃত হইয়া শরীর কিংবা কাপড়ে লাগিলে তাহা পরিষ্কার অসাধ্য হইলে তৎসহ নমাজ পড়া সিদ্ধ ও তৎ পরিমাণের অধিক হইলে নমাজ পড়া অসিদ্ধ।

---

১৫ নং টীকা। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন ও সন্তান আদি স্নেহভাজন ব্যক্তিগণের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে।

১৬ নং টীকা। দেরেম সন্নই অর্থ হস্তের তালুকা বিস্তৃত করিলে মধ্য ভাগে যে নিম্ন স্থানে জল আবদ্ধ হয় ঐ পরিমাণ স্থান বুঝাইবে।

৪১ সবা। যে যে বস্তু নজছে গলিজা।

১। যে সকল বস্তু মনুষ্যের শরীর হইতে নির্গত হইলে অজু গোছল করা আবশ্যক হয় সেই সকল বস্তু নজছে গলিজা, যেমন—মল, মূত্র, বীর্য্য, মজি ওদি, পুজ, মরারক্ত মুখভরা বমি ইত্যাদি।

২। ঋতুরক্ত, নেফাছ রক্ত, এস্তেহাজা রক্ত, বালক বালিকা দুগ্ধপোষ্য হইলেও তাহদের মূত্র।

৩। তরলরক্ত, মৃত এবং যে জন্তু আহার্য্য নহে তাহার মূত্র বিষ্ঠা ও গোবিট গর্দ্দভবিট, খচ্চরবিট, কুকুরের বিষ্ঠা, কুক্কুট, হংস, রাজ হংস, মোরগাবী ও খালিহাসের বিষ্ঠা, শিকারী পশু, বিড়াল, মুষিক প্রভৃতির বিষ্টা।

৪। মুষিক, বিড়ালের মূত্র, সর্পের বিষ্ঠা, মূত্র, জোকের বিষ্ঠা, কুচ ও গিরগিটের তরল রক্ত, নজছে গলিজা।

৪২ সরা। নজছে খফিফা বিষয়।

নজছে খফিফা কাপড়ের চতুর্থাংশের ন্যূন স্থানে লাগিলে অর্থাৎ কোরতা, চাপকান, দামান, আস্তিন প্রভৃতি পরিধেয় বস্ত্রের চতুর্থাংশের ন্যূনস্থানে লাগিলে এবং শরীরের মধ্যে হস্ত ও পদাদিতে লাগিলে নমাজ সিদ্ধ হইবে।

৪৩ সরা। যে যে বস্তু নজছে খফিফা।

যাহার মাংস খাওয়া সিদ্ধ (হালাল) তাহার প্রস্রাব, ঘোটকের প্রস্রাব এবং যে পক্ষীর মাংস হালাল তাহার বিষ্ঠা এবং সহিদের রক্ত শরীর হইতে পৃথক হইলে নজছে খফিফা কিন্তু শরীরে লক্তাবস্থায় থাকিলে পবিত্র মধ্যে পরিগণিত। (সরে মোক্তার ও আলমগিরি ৪৪। ৪৫ পৃঃ)।

৪৪ সরা। প্রস্রাব ও খফিফা বস্তু বিষয়।

প্রস্রাব কাপড়ের স্থানে২ কি শরীরে সূচীর অগ্রভাগ পরিমাণ লাগিলে অপবিত্র হইবে না। তদ্রূপ নজছে খফিফা কাপড়ে লাগিলে উহা খফিফা মধ্যে ধর্ত্তব্য কিন্তু জলে নয়। বাহরুররায়েক মতে এইরূপ সূচ্যগ্র পরিমাণ মূত্রের ছিটা কাপড়ে কিংবা কোন স্থানে পতিত হইলে অপবিত্র হইয়া যাইবে।

৪৫ সরা। মনুষ্য, হস্তী, ব্যাঘ্রাদির মুখের লাল ও উদ্গার বিষয়।

নিদ্রিত ব্যক্তির মুখের লালী পবিত্র কিন্তু মৃতার লালী অপবিত্র বলিয়া গণ্য। কুকুর কামড়াইয়া ধরিলে যদি দষ্ট স্থানে আর্দ্রতা পাওয়া না যায়, এবং শুষ্ক কুকুর মসজেদের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিছানার (খাড়া, চাদর ইত্যাদি) বস্ত

কুকুর স্পর্শ বলিয়া অপবিত্র হইবেক না কিন্তু ভিজা কুকুর দাঁড়াইলে যদি নজছের চিহ্ন পাওয়া যায় তাহা হইলে অপবিত্র হইবে, চিহ্ন পাওয়া না গেলে অপবিত্র হইবে না।

হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুকের মুখের ও হস্তী শুণ্ডের জল কাপড়ে লাগিলে অপবিত্র হইবে। পশু, পক্ষীর উদ্‌গারও বিষ্ঠার তুল্য গণ্য হইবে।

৪৬ সরা। বিষ্ঠা গোবর ও নাদি সম্বন্ধে বিধি।

রেশমের কীট ও তাহার জল এবং বিষ্ঠা ও কপোত, চড়ুই, বাবই প্রভৃতি পক্ষী ও তৎতুল্য পক্ষীর বিষ্টা বস্ত্রাদিতে লাগিলে তাহা অপবিত্র হইবে না। মুষিকের নাদি মিশ্রিত গম দ্বারা আটা প্রস্তুত করিলে নাদি ভগ্ন হইয়া গেলে উক্ত আটা না পাক, কিন্তু ভগ্ন হইয়া না গেলে উক্ত আটা পাক থাকিবে এবং তৈলে ঐ নাদি পড়িলে তৈলের স্বাদ পরিবর্ত্তন না করিলে তৈলও পাক থাকিবে। বিষ্ঠা গোবর জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার ছিটা কাপড়ে পড়িয়া চিহ্ন দৃষ্ট হইলে কাপড় অপবিত্র হইবে নচেৎ না।

পায়খানার মাছি কাপড়ে বসিলে অপবিত্র হইবে না, কিন্তু অধিক বসিলে যদি সন্দেহ হয় তবে অপবিত্ররূপে গণ্য হইবে। রুটী মধ্যে ইন্দুরের নাদী শক্ত অবস্থায় পাইলে উহা ফেলিয়া রুটী খাইবে নচেৎ না, দোহণী মধ্যে ইন্দুরের নাদি পড়িলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দুগ্ধ পাণ সিদ্ধ, কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন হইলে উক্ত দুগ্ধ অপবিত্র হইবে।

৪৭ সরা। নাজাছত বিষয়।

সর্পের চর্ম্ম নজছ মধ্যে গণ্য, কিন্তু 'ছলখ' (খোষা) পবিত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। গর্দ্দভীর দুগ্ধ পাক, কিন্তু খাওয়া নিষেধ (১৭) জলে হওয়া জন্তুর রক্ত কাপড়ে লাগিলে অপবিত্র হইবে না। মশা, খোলতা, ছারপোকা ও কীটাদির রক্ত পবিত্র এবং মৎস্যের রক্ত কাপড়ে লাগিলে অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা নাই; তদ্রূপ জল জন্তুর রক্ত লাগিলেও অপবিত্র হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

৪৮ সরা। কাপড়াদি বিষয়।

কোন অপবিত্র তৈল কাপড়ে লাগিয়া এক টাকা পরিমাণের অধিক স্থান

---

১৭ নং টীকা কোন কোন বিদ্বানেরমতে বসন্ত রোগে প্রাণ রক্ষার্থ গর্দ্দভীর দুগ্ধ ঔষধ স্বরূপ খাওয়া যাইতে পারে।

ব্যাপিয়া গেলে তদ্দ্বারা নমাজ সিদ্ধ নহে ।

নজচ সংযুক্ত কাপড় পবিত্র কাপড়ের মধ্যে জড়িত করিয়া রাখিলে যদি পবিত্র কাপড়খানা ভিজিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ হয়, কিন্তু নিষ্পীড়ন করিলে ফোঁটা২ জল না পড়ে তবে উক্ত কাপড় অপবিত্র হইবে না। তদ্রূপ অপবিত্র অল্প আর্দ্র বিছানায় পা দিলে নাপাক হওয়ার আশঙ্কা নাই; কিন্তু তরল অপবিত্র দ্রব্য বিছানায় থাকিলেও তাহার উপর সুধু পা পড়িলে অপবিত্র হইবে।

যে অশ্বের পদে নজচ আছে সে জলে গমন কালে জলের ছিটা কাপড়ে লাগিলে কাপড় অপবিত্র হইবে। কর্দ্দম দিয়া চলিয়া গেলে, কর্দ্দমযুক্ত পদে নমাজ সিদ্ধ, কিন্তু নজছ দৃষ্ট হইলে নমাজ সিদ্ধ হইবে না। পাক মাটী নজছ জল দিয়া কিম্বা নজছ মৃত্তিকা, পাক জল দিয়া কর্দ্দম প্রস্তুত করিলে ঐ কর্দ্দম অপবিত্র হইবে।

৪৯ সরা। ভিজা দ্রব্য বিষয়।

গোবর মিশ্রিত কর্দ্দম দ্বারা ঘর লেপিলে শুষ্ক হওয়ার পর ভিজা রুমাল উহার উপর রাখিলে কিংবা শুষ্ক গোবর ও নজছ মৃত্তিকা উপরে বায়ু বহিয়া কোন কাপড়ে লাগিলে উহা অপবিত্র হইবে না, কিন্তু নজছের চিহ্ন কাপড়ে পাইলে কিম্বা ভিজা কাপড়ে নজছের বায়ু লাগিয়া কাপড়ে গন্ধ অনুভূত হইলে অবশ্য উক্ত কাপড় অপবিত্র হইয়া যাইবে। এইরূপ নজছের ধূম কাপড়ে কি শরীরে লাগিলেও অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা নাই। ঐরূপ ধূম কোন দ্রব্যে লাগিয়া জলবৎ হইয়া কাপড়ে লাগিলে যদি নাজাছতের চিহ্ন পাওয়া না যায় তবে অপবিত্র হইবে না। গোশাল মধ্যে ভিজা কাপড় শুষ্ক করিলে অপবিত্র হইবে না।

আপত্তিকারী (মাজুরের) বিবরণ। (১৭ নং)

৫০ সরা। মাজুরের অর্থ।

যে ব্যক্তি আপত্তি অনুসারে অজু রাখিয়া (সরাসত) কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হয় তাহাকে ওজরদার বা মাজুর বলে।

৫১ সরা। মাজুর ও তাহার কার্য্যের বিধি।

যাহার এস্তেহাজা হয় তাহার কিম্বা যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ঘা (জখম) গুরুতর হয় যে তাহা হইতে সর্ব্বদা রক্ত পুঁজাদি নির্গত হয়, অথবা সর্ব্বদা প্রস্রাব পড়িয়া থাকে কিম্বা নাসিকা হইতে রক্ত পড়িয়া থাকে অথবা পেট হইতে বায়ু বহির্গত হইতে থাকে এবং তাহা বন্ধ করা অসাধ্য হয়, অথবা অন্যান্য প্রকারের পীড়া যাহা বন্ধ করা অসাধ্য তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক নমাজের সময় (অক্তে) অজু করিয়া পবিত্র হইয়া তদ্দ্বারা সেই অক্তের শেষ সময় পর্য্যন্ত (ফরজ, সোন্নত, নফলাদি যাহা ইচ্ছা) নমাজ পড়িতে পারিবে। কিন্তু অক্ত শেষ হইলেই উক্ত অজু শেষ হইয়া যাইবে এবং অক্তের পূর্ব্বে ও মধ্যে অজু করিলেও তদ্দ্বারা অক্ত পর্য্যন্ত কার্য্য চলিতে পারিবে অত্রাবস্থায় এক অজু দ্বারা দুই সময় দুই অক্তের নমাজ পড়িলে সিদ্ধ হইবেক না। রক্ত পুঁজ পড়িলে এবং বাতকর্ম্ম সতত হইলেও অজু নষ্ট হইবে না কিন্তু যে বিষয় মাজুর তাহা ছাড়া অন্য কার্য্য দ্বারা অজু নষ্ট হইলে আপত্তি খাটিবেক না। যথা—সতত প্রস্রাব পড়া আপত্তি থাকিলে বাৎকর্ম্ম হওয়াতে অজু করিতে হইবেক তাহাতে উক্ত আপত্তি খাটিবেক না।

৫২ সরা। সর্ব্বদা ও বিকল্পে অজু নষ্ট হইলে তাহার বিষয়।

যদি কোন ব্যক্তি সতত ওজরদার থাকে কোন সময়েই অবকাশ পায় না এরূপ হয় তাহা হইলে সে মাজুর স্বরূপ কার্য্য করার উপযুক্ত হইবে। কিন্তু যদি কেহ প্রায় সকল সময় সুস্থ থাকিয়া কখন২ অসুস্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে, নমাজের শেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নমাজ পড়িবে আর যদি শেষ অক্ত কি তৎপর অক্ত পর্য্যন্ত আপত্তি পরিহার করিতে না পারে, তাহা হইলে মাজুর গণ্য হইয়া তদনুসারে নমাজ আদায় করিতে পারিবে। কিন্তু ২য় সময় (অক্ত) পর্য্যন্ত আপত্তি স্থায়ী না থাকিলে (সম্পূর্ণ এক অক্তের নমাজের সময়) ঐ পূর্ব্বকৃত নমাজ পুনরায় কাজা পড়িতে হইবে।

৫৩ সরা। মাজুরের মন্তব্য।

কাহার সতত প্রস্রাব ঝরিলে অথবা রক্ত পুঁজাদি ঐ রাস্তায় নির্গত হইলে কিম্বা ঘা ইত্যাদি হইতে রক্ত পুঁজ সতত পড়িলে অথবা কোন রমণী এস্তেহাজায় আবদ্ধ থাকিলে কিংবা কাহার নাসিকা হইতে রক্ত পড়িতে থাকিলে, কিম্বা কাহারও এরূপ কোন পীড়া হয় যে সতত তাহাতে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তি সেই অবস্থায় প্রত্যেক নমাজের সময় নূতন অজু করিয়া শেষ অক্ত

পর্য্যন্ত নমাজ পড়িতে পারিবে। কিন্তু যদি কোন মাজুর জোহরের সময় অজু করিয়া ইদের নমাজ পড়ে তবে ঐ অজুতে জোহরের নামাজও সিদ্ধ হইবে (১৮নং)

জলের (পানির) বিবরণ। ১৯ নং

৫৪ সরা। পবিত্র জল বিষয়।

যেং স্থানের জল পবিত্র।

১। স্রোতের জল
২। স্থির জল
৩। কূপের জল
৪। বৃষ্টির জল।
৫। পর্ব্বতাদির ঝরণার জল।
৬। নহরের জল।
৭। বরফের জল।

৫৫ সরা। জলের স্বাভাবিক লক্ষণ যথা—

১। জলের বর্ণ (রঙ্গ)।
২। " গন্ধ (বোয়)।
৩। " স্বাদ (মজা)।

৫৬ সরা। জলের গুণের ব্যতিক্রম বিষয়।

জলের স্বাভাবিক তিন গুণের কোন একটীর বৈলক্ষণ্য হইলেই তদ্দ্বারা অজু ও স্নানাদি সিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু মৃত্তিকা সম্ভূত পবিত্র দ্রব্যাদি (প্রস্তর বালু সোরমা হরিতাল ইত্যাদি) মিশ্রিত হইয়া উল্লিখিত গুণত্রয়ের অন্যথা না ঘটাইলে সিদ্ধ হইবে এবং দীর্ঘকাল জল আবদ্ধ থাকিলেও যদি তাহার কোন গুণের ব্যতিক্রম না হয় তাহা হইলেও পবিত্রতার ক্ষতি হইবেক না। সাবান

---

১৮ নং টীকা। কোন নমাজের ১ম হইতে শেষ সময় পর্য্যন্ত আপত্তি বর্ত্তমান থাকিলে মাজুর মধ্যে ধর্ত্তব্য হইবে এবং ঐরূপ আপত্তিকারী একবার অজু করিয়া ঐ সময়ের সমুদয় নমাজ পড়িতে পারিবে। কিন্তু এক অক্তের কতক সময় ও তৎপরবর্ত্তী অক্তের কতক সময় আপত্তি থাকা হেতু পূর্ব্বের অক্তের নমাজ এক অজুতে পড়িলে ২য় অক্তের আপত্তি ভঞ্জন হেতু পূর্ব্ব অক্তের নমাজের কাজা করিতে হইবে।

১৯ নং টীকা। জলের বিবরণী অতি বিস্তৃত, এস্থলে আবশ্যকীয় বিষয় লিখিত হইল।

জাফ্রান ইত্যাদি পবিত্র দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া জলের বর্ণ ঘ্রাণ ও স্বাদ পরিবর্ত্তন করিলেও তাহাতে জলীয় ভাগ অধিক থাকিলে তদ্দ্বারা স্নানাদি সিদ্ধ হইবে এবং যে পবিত্র জলে অজুর কার্য্য হইবে তদ্দ্বারা পান ও ভোজনের কার্য্যাদি চলিতে পারিবে। কিন্তু অখাদ্য বস্তু মিশ্রিত হইলে কিংবা মকরূহ ও মশকুক জল হইলে তদ্দ্বারা পানাদি কার্য্য চলিবেক না।

৫৭ সবা। যে যে জলীয় পদার্থে অজু সিদ্ধ নয়। (২০ নং)

১। গোলাব　　২। শশার জল

৩। অন্যান্য ফলের জল　　৪। দুগ্ধ

৫। মধু　　৬। সেরকা

৭। সরাব　　৮। লবণের জল ইত্যাদিতে অজু গোছল সিদ্ধ নয়। এবং ফিটকিরি, মাজু ফল কসিদ্রা, জাফরাণ প্রভৃতি জলে মিশ্রিত হইয়া জলের ভাগ অধিক না হইলেও কাগজে লিখিলে বর্ণ প্রকাশ পাইলে অজু স্নান সিদ্ধ হইবেক না কিন্তু সেরকা, দুগ্ধ প্রভৃতির জল মিশ্রিত হইলে যদি জলের ভাগ অধিক হয় তবে তদ্দ্বারা অজু স্নান সিদ্ধ হইবে।

৫৮ সরা। মিশ্রিত জলের বিষয়।

মৃত্তিকা চূর্ণ প্রভৃতি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যদি জলের তরলতা হ্রাস করতঃ গাঢ় হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাতেও অজু সিদ্ধ হইবেক না। (কাজিখান, ফতোয়ায়ে আলমগিরি ২০ পৃ)।

১। স্রোত জলের বিবরণ।

৫৯ সবা। স্রোত জলের পরিচয়।

স্থির জল ব্যতীত যে জল প্রবাহিত হইয়া নৌকা, তৃণ ইত্যাদি দ্রব্য ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহাকে স্রোত জল কহে।

৬০ সরা। স্রোত জল বিষয়।

স্রোত জলের স্বাভাবিক তিন গুণের কোন গুণের ব্যত্যয় না হইলে অপবিত্র হইবেক না। জলে মৃত কুকুর, শূকর ইত্যাদি ও দুর্গন্ধ বস্তু থাকিলে যদি তাহার

---

২০ নং টীকা। গোল+আব—গোলাব; গোল অর্থে ফুল আব অর্থে পানি (জল) ফুলের জল সুতরাং গোলাব বলিলেই যথেষ্ট; গোলাব জল বলা অতিরিক্ত মাত্র।

উপর দিয়া অধিক জল গড়িয়া না যায় কিম্বা জলের লক্ষণের ব্যত্যয় না হয়, তাহা হইলে পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। এবং মৃতার ভাটীদিকে কিছু সরিয়া অজু, স্নান করিলে সিদ্ধ হইবে। উজানদিকে কোনই সন্দেহ নাই কিন্তু অর্দ্ধেকের অধিক স্থানে মৃতাদি থাকিলে জল অপবিত্র হইয়া যাইবে ও তদ্দ্বারা অজু অবগাহনাদি সিদ্ধ হইবেক না। পাকা গৃহাদির ছাতের উপর হাওজ আদি থাকিলে যদি বৃষ্টির জল পতিত হইয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জল ও তত্রস্থ বিষ্ঠাদি ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং তাহাতে যদি জলের ত্রিবিধ গুণের ব্যতিক্রম কি অধিকাংশ জল নষ্ট হইবার আশঙ্কা না থাকে তাহা হইলে উহা পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ এমাম আবু ইউছফ সাহেবের মতানুসারে যে পর্য্যন্ত জলের স্বাভাবিক লক্ষণ ব্যত্যয় না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহাতে অজু ও গোছলাদি চলিতে পারিবে।

৬১ সরা। স্রোত জলের ন্যায় হইলে কার্য্য বিধি।

অজু অবগাহনাদিতে ব্যবহৃত জল নলদ্বারা কিম্বা নালা কাটিয়া বাহির করতঃ (স্রোত করিয়া) পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলেও পবিত্র থাকিবে। হাওজের একদিক দিয়া জল আসিয়া যদ্যপি অন্যদিক্ দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ হাওজের (নালার) সকল পার্শ্বেই অজু সিদ্ধ হইবে। যদি ছোট হাওজে জল প্রবেশের পথ থাকে কিন্তু জল নিঃসরণের পথ না থাকে তাহা হইলে ক্রমশঃ চম্বুদ্বারা জল উঠাইয়া ব্যবহার করিলে পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে, নতুবা হইবে না। ধীর স্রোত জলে অজু করা কালীন এক অঙ্গের ধৌত জল বহিয়া গেলে দ্বিতীয় অঙ্গ ধৌত করিতে হইবে।

২। স্থির জলের বিবরণ।

৬২ সরা।

বিল, খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় (স্নান করার হাওজ, হাম্মাম) মাঠ-ক্ষেত্র ইত্যাদিতে যে জল স্রোত বিহীন অবস্থায় থাকে তাহাকে স্থির জল বলা যায়। স্থির জলের পবিত্রতার বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

৬৩ সরা। স্থির জল ব্যবহার নিয়ম।

কোন বড় জলাশয় মধ্যে অধিক জল থাকিলে, যদি তাহার এক পার্শ্বে অপবিত্র বস্তু থাকিলেও জলের ত্রিবিধ গুণের কোন ব্যত্যয় না হয় তাহা হইলে

স্রোত জলের ন্যায় উক্ত স্থির জলের ব্যবহার হইতে পারিবে। কাহার হস্তে অপবিত্র দ্রব্য লক্ত হইলে যদি হাম্মামের জলে সে হস্ত নিমগ্ন করে তাহা হইলে দেখিতে হইবে উহাতে কোন প্রণালীদ্বারা জল আসিয়া মিলিত হয় কি না? এবং লোকে ঘটী বাটীদ্বারা উক্ত জল উঠাইয়া ব্যবহার করে কি না? যদি ঐরূপ ব্যবহার করে ও প্রণালী দ্বারা জল আসিয়া অপবিত্রতা দুর করে তাহা হইলে উক্ত জল সকল সময় পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ব্যবহার করিলেও যদি কোন প্রণালী দ্বারা জল আসিবার উপায় না থাকে তাহা হইলেও ঐ জল অপবিত্র বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

৬৪ সরা। হাউজের পরিমাণ ও তদ্বিষয় বিধি।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হাউজের পরিমাণ যথা—

হাউজ দীর্ঘে চারি হস্ত (২৪ আঙ্গুল বা ১৮ ইঞ্চ হাতের) ও প্রস্থে চারি হস্ত পরিমিত হইলে তাহাকে ক্ষুদ্র ও উভয়দিকে ১০।১০ হস্ত পরিমাণ কিম্বা গোলাকার পরিধি ৪৮ হস্ত পরিমিত হইলে তাহা বৃহৎ হাউজ (দাহদরদাহ) বলিয়া গণ্য ও বৃহৎ জলাশয় হইলে তাহার জল স্রোতের জলের ন্যায় পরিগণিত হইবে। ক্ষুদ্র হইলে বদ্ধ জলের ন্যায় গণ্য হইয়া সন্দেহ দূরীকরণ ব্যতীত ব্যবহার যোগ্য হইবেক না, এবং যে পর্য্যন্ত পবিত্র জলের লক্ষণাদির অভাব না হইবে সে পর্য্যন্ত পবিত্রই থাকিবে।

৬৫ সরা। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয়ের চিহ্ন।

অজু করা কালে যাহার ধৌত জল এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যায় তাহা ক্ষুদ্র ও ধৌত জল অপর পার্শ্বে না গেলে তাহা বৃহৎ জলাশয় মধ্যে পরিগণিত হইবে। গভীরতা সম্বন্ধে কোন পরিমাণ নাই, কেবল অঞ্জলি দ্বারা জল উঠাইলে যদ্যপি তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকা দৃষ্ট না হয় তাহা হইলেই চলিতে পারিবে।

৬৬ সরা। জলের অবস্থা অজ্ঞাত থাকিলে তদ্বিষয় বিধি।

কোন জলাশয় বা শুষ্ক পুষ্করিণী প্রভৃতিতে মনুষ্য ও পশ্বাদি মলত্যাগ করিলে যদি বর্ষাকালে তাহাতে জল পূর্ণ হয় তাহা হইলে দেখিতে হইবে প্রথমতঃ জল কিরূপ স্থানে জমা হইয়াছে। যদ্যপি পবিত্র স্থানে প্রথমে জমিয়া থাকে তাহা হইলে জল পবিত্র হইবে, এবং অপবিত্র স্থানে জমিয়া থাকিলে স্থির অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। (ফতেহল কদির) কিন্তু অধিক জলে করা অসাধ্য হইলে এবং অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হইয়া জলে কিয়ৎ পরিমাণে দুর্গন্ধ হইলে যদি সেই অপবিত্র বস্তুর বিষয় অজ্ঞাত থাকে তাহা হইলে সেই জল

পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে (কাজিখান)। মাঠে উভয় দিক্ ১০।১২ হাত পরিমাণ বা ততোধিক পরিমাণের স্থানে জল থাকিলে তাহা বড় হাওজের ন্যায় গণ্য হইয়া তাহার জল ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এবং দাম, দল, শৈবালাদিতে পরিপূর্ণ থাকিলে, যদি সরাইলে সরিয়া পরিষ্কার হয় তবে তাহাতে অজু স্নান সিদ্ধ নতুবা সিদ্ধ হইবে না।

৩। কূপ জলের বিবরণ।

৬৭ সয়া। কূপ জলের বিধি।

কূপ জল পবিত্র, কেবল কোন অপবিত্র বস্তু সম্মিলিত হইলে তাহা অপবিত্র (নাপাক) হইয়া থাকে, কিন্তু পতিত দ্রব্যাদি ও বিশেষ নিয়মে জল উত্তোলন করিয়া ফেলিলে পুনরায় পবিত্র হইয়া যায়।

মূষিক, বিড়াল, কুকুট ইত্যাদি পতিত বস্তু জীবিতাবস্থায় উঠাইলে যদি তাহা অপবিত্র জন্তু না হয় এবং শরীরেও অপবিত্র দ্রব্য না থাকে তাহা হইলে তজ্জন্য জল অপবিত্র হইবে না।

কূপে কোন অপবিত্র বস্তু পতিত হইলে, প্রথমে তাহা উত্তোলন করতঃ জল উঠাইয়া ফেলা ওয়াজেব।

উষ্ট্র ও ছাগের নাদী অল্প পরিমাণ পতিত হইলে জল অপবিত্র হইবে না, কিন্তু অধিক পরিমাণে পড়িলে অবশ্য অপবিত্র হইবে। জল উঠান ঘটির প্রত্যেক ঘটিতে নাদী দৃষ্ট হইলে (এবং লোকে অধিক বলিলে তাহাকে) অধিক বলা যাইবে নচেৎ অল্প বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৮ সয়া। মৃত বস্তু ও বিষ্ঠা পতিত হইলে তদ্বিষয় বিধি।

কুকুর, বিড়াল, মনুষ্য, ছাগল, পশু, পক্ষী ইত্যাদি মৃতাবস্থায় পতিত হইলে বা পতিত হইয়া মরিলে, কিম্বা বিষ্ঠা ইত্যাদি শুষ্ক বা কাঁচা হউক, কিম্বা একত্র বা খণ্ড২ হইয়া যাউক এই সকল অবস্থায় জল অপবিত্র হইবে ও তাহাতে সমস্ত জল উঠান ওয়াজেব (কর্ত্তব্য) হইবে।

৬৯ সয়া। জীবিত পশু কূপে পতিত হইলে তদ্বিষয় বিধি।

ছাগ বা তত্তুল্য কোন জন্তুর (যাহা অপবিত্র নয়) শরীরে যদি নাপাকি না থাকে এবং মুখ জলে নিমগ্ন না করিয়া (এরূপ ভাবে) পতিত হইলে জল অপবিত্র হইবে না। কিন্তু কোন জন্তু মুখ জলমগ্ন করিলেও যদি তাহার উচ্ছিষ্ট

পবিত্র হয়, তাহা হইলে জল পবিত্র থাকিবে, নতুবা অপবিত্র। যে জন্তুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র নয়, (কিন্তু অপবিত্রও নয়) সেরূপ জন্তুর উচ্ছিষ্ট সন্দিগ্ধ বিধায় জল তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য হইবে। যে জন্তুর উচ্ছিষ্ট মকরুহ তৎসম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম তাহাতে জল উঠাইয়া ফেলা মোশ্‌তাহাব। শূকর, ব্যাঘ্র ইত্যাদি যে সকল জন্তু অপবিত্র (নজছে আয়েন) তাহা জলে পতিত হইলে মুখ জলে মগ্ন হউক বা না হউক জল অপবিত্র (নাপাক) হইবে। কুকুরের মুখ জল মগ্ন না হইলে জল অপবিত্র হইবে না। যে সকল হিংস্র পশু পক্ষীর মাংস হারাম তাহা কূপে পতিত হইলে যদি মুখ জলে মগ্ন না হয় ও জীবিতাবস্থায় উঠান যায় তাহা হইলে অপবিত্র হইবে না।

৭০ সরা। মৃতদেহ বিষয় বিধি।

বিধর্ম্মীর (কাফেরের) মৃতদেহ ধৌত হউক বা না হউক জলে পতিত হইলে তাহা অপবিত্র হইবে কিন্তু মোসলমানের মৃতদেহ স্নানের (গোছলের) পর পতিত হইলে জল অপবিত্র হইবে না। সন্তান জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়া বা চীৎকার করিয়া মৃত্যু হইলে, তাহার মৃতদেহ কূপে পতন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবে। কিন্তু মৃত সন্তান জন্মিয়া কূপে পতিত হইলে ধৌত হউক বা না হউক জল অপবিত্র হইবে।

শহিদের (ধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত) মৃতদেহ পতিত হইলে, অধিক বা অল্প জল থাকুক অপবিত্র হইবে না, কিন্তু তরল রক্তধারা বহিলে অবশ্য অপবিত্র হইবে।

৭১ সরা। সমস্ত জল উঠান না গেলে তদ্বিষয় বিধি।

যদি কূপাদিতে জল নির্গত হওয়ার পথ থাকা নিবন্ধন সমস্ত জল উঠাইতে অক্ষম হয় (যত উঠায় তত হয়) তাহা হইলে মধ্যমাকার ঘটির (ঠিলির) ২০০ ঠিলি জল উঠাইলেই পবিত্র হইবে, কিম্বা যাহারা বিশেষরূপ সমস্ত জলের পরিমাণ করিতে পারেন এরূপ দুই জন জ্ঞানী যে পরিমাণ জল উঠাইলে সাবেক জল উঠিয়াছে বলিবে সেই পরিমাণ উঠাইলে জল পবিত্র হইবে। (তবিন, কাফি)

৭২ সরা। মোরগী ইত্যাদি কূপে মরিলে জল উঠান বিধি।

কুক্কুট (মোরগী) বিড়াল, কপোত কিম্বা ঐ প্রকার জন্তু মরিলে কূপ জল অপবিত্র হইবে না। কিন্তু স্ফীত হইলে কিম্বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে ৪০ হইতে ৬০ ঠিলিয়া (ঘটি) জল উঠাইলেই পবিত্র হইয়া যাইবে।

৭৩ সরা। মূষিক চুঁচুই মরিলে জল উঠান বিধি।

মুষিক, চড়ুই ইত্যাদি কূপে মৃত হইলে যদিও স্ফীত হওয়ার পূর্ব্বে উঠান যায় তথাপি ২০—৩০ ঠিলিয়া জল উঠান মোত্তাবের। কিন্তু সেই মৃতদেহ উঠানের পূর্ব্বে যে জল উঠান হইয়াছে তাহা হিসাবে গণ্য হইবে না। কেহ যদ্যপি রহস্য করিয়া মুষিকের লেজ কর্ত্তন করিয়া কূপে নিক্ষেপ করে তাহা হইলে কূপের সমস্ত জল উঠাইতে হইবে, কিন্তু কর্ত্তন স্থানে মোমাদি লাগাইয়া রক্ত বন্ধ করিয়া দিলেও ২০—৩০ ঠিলি জল উঠাইতে হইবে। কোনং শাস্ত্রকারেরা কপোত, ছাগ, মেষ শাবক পড়িয়া মরিলে ২০ হইতে ৩০ ঠিলিয়া জল উঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। টিকটিকি মরিলে ৪০ ঠিলিয়া, শুকপাখী মরিলে ২০ হইতে ৩০ ঠিলিয়া উঠান বিধি। মুষিক ও কুক্কুটের মধ্যবর্ত্তী জীবের বিষয় হইলে মুষিকের নিয়মানুসারে ২০—৩০ ঠিলিয়া এবং কুক্কুট ও ছাগের মধ্যবর্ত্তী হইলেও ঐ কুক্কুট অনুসারে ২০—৩০ ঠিলিয়া জল উঠাইতে হইবে। অর্থাৎ মধ্যবিৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে ক্ষুদ্রটীর নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

৭৪ সরা। জল উঠান সঙ্গেং রসী আদি পবিত্র হওয়ার কথা।

অপবিত্র জল উঠাইয়া পবিত্র করণ কালে কূপ জলের সঙ্গেং সমস্তই রজ্জু, ঘটী ইত্যাদি পবিত্র হইয়া যাইবে এবং কোন অপবিত্র কাষ্ঠ খণ্ড কিম্বা বস্ত্রাংশ পতিত হইলে, যদি অনুসন্ধানে পাওয়া না যায় তবে তাহাও পবিত্র হইয়া যাইবে। অপবিত্র জল কোন কূপে পতিত হইলে ২০ ঠিলিয়া অথবা যে পরিমাণে পতিত হয় তাহা উঠাইলে পবিত্র হইবে। যদি ২টী কূপ এরূপ হয় যে তাহা হইতে জল উঠান উচিত তাহা হইলে-কমি বেশী যে প্রকারেই হউক একের জল অপরটীতে পতিত হইলে ঊর্দ্ধ সংখ্যাটী ধরিয়া জল ফেলিতে হইবে। মুষিক ইত্যাদি; পচা বস্তু কূপে পাওয়া গেলে যদ্যদি সেই কূপের কিঞ্চিৎ জল অন্য কূপে পতিত হয় তাহা হইলেও উভয়ের সমস্ত জল উঠাইয়া ফেলিতে হইবে (ফতোয়ায় আলমগিরি ১৮ পৃঃ)।

৭৫ সরা। অপবিত্র জলে অজু করিলে তদ্বিষয় বিধি।

মুষিক ইত্যাদি কোন বস্তু পতিত হইয়া যদি স্ফীত না হয় এবং অজ্ঞাতে তাহার জল দ্বারা অজু করিয়া নমাজ পড়িয়া থাকে, তবে সেই দিন হইতে এক দিবা রাত্রির নমাজ পুনরায় পড়িতে হইবে ও ধৌত বস্ত্র অন্য পবিত্র জল দ্বারা ধৌত করিতে হইবে, আর যদি স্ফীত হইয়া বা পচিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মতে তিন দিবা রাত্রির নমাজ পুনরায় পড়িতে হইবে। কিন্তু অন্য ইমাম [আবু ইউছফ, ইমাম মহম্মদের (রাঃ)] মতে

পতিত সময় নির্ণয় হইলে সেই সময় পর্য্যন্তের নমাজ পুনরায় পড়িতে হইবে। আটা (ময়দা) অপবিত্র জলে ভিজাইয়া ভক্ষণ করা নিষেধ, কিন্তু ভক্ষিত হইয়া থাকিলে উপায় নাই। মকরূহ জল কূপে পতিত হইলে ১০ ঘটি জল উঠান মোশ্‌তাহাব এরূপ অনাবদ্ধ কুক্কুট, বিড়াল পতিত হইলে মুখে জল লাগার আশঙ্কায় ৪০ ঘটি জল উঠান মোশ্‌তাহাব।

৪। বৃষ্টির জল বিষয়।

১৬ সরা। বৃষ্টির জল।

মেঘ হইতে যে জল পতিত হয় তাহাকে বৃষ্টির জল কহে। বৃষ্টির জল পবিত্র কিন্তু স্থান বিশেষে পতিত হইয়া বস্তু বিশেষের মিশ্রণে অপবিত্র হইয়া থাকে।

ছাদের উপর হাওজ থাকিলে যদি নর্দ্দমার রাস্তা দিয়া জল বাহির হয়, তাহা হইলে পাক হইবে; কিন্তু নর্দ্দমার নিকট পাখীর বিষ্ঠাদি থাকিলে সমস্ত জল কিম্বা অর্দ্ধেক পরিমাণ ঐ বিষ্ঠার সঙ্গে লগ্ন হইয়া যদি উক্ত রাস্তার বাহির হয় তাহা হইলে অপবিত্র হইয়া যাইবে। শিশির অধিক পরিমাণ পতিত হইলে বৃষ্টির জলের ন্যায় গণ্য হইবে।

ছাদে বিষ্ঠা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বৃষ্টির জলসহ পতিত হইলে স্রোতের জলের ন্যায় গণ্য হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল পতিত হইবে সে পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা স্রোতের জলের ন্যায় কার্য্য হইতে পারিবে।

৫। ঝরণার জল বিষয়।

১৭ সরা। ঝরণার জল।

পর্ব্বত ও প্রস্রবণাদি হইতে যে জল (নানা ধারায়) বহিয়া যায় তাহাকে ঝরণার জল কহে। ঝরণার জল স্রোতের জলের ন্যায় পবিত্র। তাহাতে স্রোত জলের নিয়ম খাটিবে।

৬। নহর জল বিষয়।

১৮ সরা। নহরের জল।

জল নিঃসরণের জন্য পরিষ্কার ভাবে যে ক্ষুদ্র নালা বা পগারের সৃষ্টি হয়

তাহাকে নহর কহে। নহরের জল পবিত্র। নহরের গর্ত্তে কিছু জল থাকিলে যদি সকলের কুলান না হয় তাহা হইলে গর্ত্তের একদিকে একটী নালা কাটিয়া ২য় গর্ত্তে পতিত করিতে হইবে। কিন্তু ২য় গর্ত্তে যাওয়ার পূর্ব্বে নালায় অবস্থান কালীন অজু করিলে সিদ্ধ হইবে। এইরূপে আবশ্যক মত নালা কাটিয়া গর্ত্ত করিলে অনেকের অজুর কার্য্য চলিতে পারিবে।

৭। বরফ জল বিষয়।

৭৯ সরা। বরফের জল।

জল জমিয়া গেলে তাহাকে বরফ কহে।

(ক) কোন হাওজে জল জমিয়া বরফ হইলে যদি নাড়া দিলে ভঙ্গ হয় তবে তদ্দারা অজু করা সিদ্ধ হইবে নতুবা অসিদ্ধ, এবং টোপ পড়া জলে অজু স্নান সিদ্ধ হইবেক না।

(খ) যদি বড় হাওজে বরফ জমে ও ছিদ্র করিয়া তদ্দারা অজু করে এবং ছিদ্র স্থানে নাপাক না থাকে তাহা হইলে অজু, স্নান সিদ্ধ হইবে।

(গ) বরফ খণ্ড কোন বস্ত্রে রাখিলে যে জল নিঃসৃত হয় তাহা পবিত্র জলের ন্যায় ব্যবহার হইতে পারিবে, এবং মাঠে গলিয়া গেলে স্থান বিশেষে স্থির জলও স্রোত জলের ন্যায় ব্যবহার হইবে (ফতোয়ায় আলমগিরি ১৮পৃঃ।)

আবে মোস্তমালার বিবরণ।

৮০ সরা। ধৌত জলের বিষয়।

অঙ্গ ধৌত জলকে 'আবে মোস্তমালা' বা ব্যবহৃত জল বলে। প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে উক্ত জল অপবিত্র। কিন্তু এমাম মোহম্মদ ও এমাম আবু হানিফা সাহেবের মতে বিশেষ নিয়মে উহা পবিত্র। যে জল দিয়া প্রস্রাব বিষ্ঠাদি দূর করা যায় কিম্বা এবাদতের মানসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করিতে ব্যয় হয় সরাতে তাহাকে আবে মোস্তমালা বলে। উক্ত জল দ্বারা অজু করা সিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মতে সিদ্ধ কাহারও মতে অসিদ্ধ।

৮১ সরা। জল মোস্তমালা হওয়ার বিষয়।

কোন ব্যক্তি দুই হস্ত ধৌত কালে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার হস্তের নিম্নে স্বীয়

হস্ত ধৌত করিলে তাহা সিদ্ধ নয়। মোহদেছ, জোনব (২১ নং) কিম্বা ঋতুমতীর হস্তে কোন অপবিত্র পদার্থ না থাকিলে, তাহারা অজু স্নানের আবশ্যক বশতঃ অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া জল উঠাইলে (যাহা হইতে উঠান হইয়াছে) তাহার জল মোস্তমালা হইবে না; কিন্তু হাত পা বিনা কারণে কোন জল পাত্রে প্রবেশ করাইলে, কিম্বা উহাতে কোন অপবিত্র পদার্থ লগ্ন থাকিলে ঐ পাত্রস্থ জল মোস্তমালা হইবে। জোনব ব্যক্তি, ঋতুমতী ও হায়েজওয়ালী রমণী ঘটি আদি উত্তোলন জন্য কূপে অবতীর্ণ হইলে এমাম আবু হানিফা সাহেবের মতে কূপের জল অপবিত্র হইবে, এবং সেই জোনব ব্যক্তিও অপবিত্র থাকিবে কিন্তু পবিত্র ব্যক্তি কূপে নামিয়া উঠিলে নিমগ্ন হেতু ঐ জল মোস্তমালা হইবে না।

৮২ সরা। যে স্থলে মোস্তমালা হয় না।

অজুর স্থান ব্যতীত অন্য স্থান যে জল দ্বারা ধৌত করা যায় তাহা এবং মোহদেছ ব্যক্তি কাহাকেও শিক্ষা দেওয়ার জন্য অজু করিলে ঐ জল মোস্তমালা হইবে না। জোনবের স্নানের জলের ছিটা কোন জলপাত্রে পড়িলে জল নষ্ট হইবে না কিন্তু গড়াইয়া পড়িলে অবশ্য অবপিত্র হইবে, এইরূপ হাওজে ছিটা পড়িলেও অপবিত্র হইবে না কিন্তু অধিকাংশ ধৌত জল হইলে অবশ্য অপবিত্র হইবে। মৃত শরীরে অপবিত্র পদার্থ সংলগ্ন থাকিলে তাহার ধৌত জল মোস্তমালা হইবে। ছেরকা ও গোলাব জলে অজু করিলে মোস্তমালা হইবে না।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

গোছলের (স্নানের) বিবরণ। (২২ নং)

৮৩ সরা। ফরজ গোছল বিষয়।

নিম্নোক্ত ঘটনা চতুষ্টয় হইলে বয়ঃপ্রাপ্ত (২৩ নং) স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রতি তৎক্ষণাৎ গোছল করা ফরজ (কর্ত্তব্য) হইয়া যায় যথা—

---

২১ নং টীকা। মহদেছ অর্থে যাহার অজু নাই, জোনব অর্থে যাহার স্নান করা কর্ত্তব্য।

২২ নং টীকা। সমস্ত শরীর আর্দ্র ও শরীর লগ্ন অপবিত্র দূর করাই স্নানের উদ্দেশ্য, কিন্তু শরীরের কোন স্থান কেশ প্রমাণ শুষ্ক থাকিলে পবিত্র হইবে না।

২৩ নং পুরুষের স্বপ্নদোষ হইলে কিংবা পুরুষাঙ্গের গোড়ায় লোম হইলে

(১) কামভাবে বীর্য্য নির্গত হইলে অর্থাৎ সহোয়াতের সঙ্গে জাগ্রিত বা নিদ্রাবস্থায় অধিক কি অল্প মণি বাহির হইলে।

(২) স্বপ্নদোষ (এহতেলাম) হইলে (নিদ্রা হইতে চৈতন্য হইয়া কাপড়ে বীর্য্যাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইলে)।

(৩) সঙ্গম (ছোহবত) কিংবা অস্বাভাবিক অভিগমন করিলে অর্থাৎ বাহ্যি ফিরার স্থানে (দোবরে) কিংবা স্ত্রীলোকের বস্তি অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে (কোরজে) পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (হসবা) প্রবেশ হইলে স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের প্রতি অবগাহন ফরজ হইবে। স্বীয় সহধর্ম্মিনীর গুপ্ত স্থানে সঙ্গম সিদ্ধ (হালাল) তদ্ব্যতিত অপর স্ত্রীলোকের সহবাস (জেমা) নিষেধ (হারাম)। পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের বাহ্যি ফিরার স্থানে (দোবরে) অস্বাভাবিক অভিগমন করা অতি পাপের কার্য্য (ও করা হারাম "না আউজ বিল্লাহে") ইত্যাদি কার্য্যের কোন কার্য্য হইলে।

(৪) হায়েজ (ঋতু) ও নেফাছ (সূতিকা) হইতে পবিত্র জন্য।

৮৪ সরা। অপবিত্রাবস্থায় স্পর্শ নিষেধ বিষয়।

অপবিত্র অবস্থায় বহুতর কার্য্য করা অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ নিম্নোক্ত ৫ পাঁচ কার্য্য করা একবারেই নিষেধ যথা—

১। নমাজ পড়া।

২। মক্কা শরিফে প্রদক্ষিণ করা (বয়তুল্লা শরিফের তওয়াফ্ করা)।

৩। মস্‌জিদের মধ্যে প্রবেশ করা।

৪। কোরাণ শরিফ স্পর্শ করা।

৫। কোরাণ শরিফ পাঠ করা (কিন্তু কাহার২ মতে আবশ্যক স্থলে ক্ষুদ্র আয়েতের অংশ মৌখিক পড়িতে পারে)

৮৫ সরা। ওয়াজেব গোছল বিষয়।

ওয়াজেব গোছল দুই প্রকার যথা—

১। মৃত ব্যক্তির স্নান দেওয়া (জীবিত লোকের প্রতি)

২। কাফের (বিধর্ম্মী) অপবিত্রাবস্থায় মোসলমান হইলে তাহার তৎ-

অথবা ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে; স্ত্রীলোকের হায়েজ কিংবা স্বপ্নদোষ হইলে এবং গুপ্ত স্থানে রোমাবলী অথবা ১০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বয়ঃপ্রাপ্তা বলিয়া গণ্য হইবে ও স্ত্রী পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতি রোজা, নমাজ ইত্যাদি (ফরজ কার্য্য) ফরজ হইয়া যাইবে।

অর্থাৎ গোছল করা ওয়াজেব কিন্তু পবিত্র থাকিলে মোস্তাহাব হইবে।

৮৬ সরা। ছোন্নত গোছল বিষয়।

ছোন্নত গোছল চারি প্রকার যথা—

১। জোমার দিন—(শুক্রবার নমাজের পূর্ব্বে)

২। আরফার দিন (ইদুজ্জোহার পূর্ব্ব দিন)

৩। বয়তোল্লা শরিফে—এহেরামের সময় (হাজিদের জন্য)

৪। দুই ইদের দিন (ইদেল ফেতের ও ইদুজ্জোহার দিন)।

৮৭ সরা। মোস্তাহাব গোছল বিষয়।

১। কাফের (বিধর্ম্মী) পবিত্রাবস্থায় মোসলমান হইলে।

২। অপ্রাপ্ত বয়স্কা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ স্বপ্নদোষ কিংবা স্ত্রীলোক ১০ বৎসর পুরুষ ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে।)

৩। সবেবরাতের স্নান (সাবান চান্দ্র মাসের ১৫ই তারিখ)।

৪। মক্কা শরিফে প্রবেশ সময়।

৫। মোজদালেফাতে (মক্কার স্থান বিশেষে) দাঁড়ানের সময়।

৬। পবিত্র মদিনা শরিফে প্রবেশ সময় (হাজিদের জন্য)।

৭। উন্মাদ গ্রস্থ (পাগল) আরোগ্য লাভ করিলে।

৮৮ সরা। অবগাহনে ফরজ তিন।

১। মুখে জল লইয়া তিনবার গর গরা করা।

২। জলদ্বারা নাসিকা রন্ধ্র তিনবার ধৌত করা।

৩। সমস্ত শরীর উত্তমরূপে আর্দ্র করা, যাহাতে সুচ্যগ্র স্থান শুষ্ক না থাকে। (২৪ নং)

---

২৪ নং টীকা। আঙ্গুলে আঠা (কামির) লাগিয়া তজ্জন্য শরীরে জল লাগার বাধা হইলে এবং নাসিকা ও কর্ণমূলে বালি (রিং) থাকা জন্য এবং আঙ্গুলে কষা আংটী থাকাতে ও কাতনা না হওয়া জন্য ভিতরে জল যাওয়ার বাধা হইলে জল প্রবেশের চেষ্টা করিতে হইবে কিন্তু কর্ণ ও নাসিকার ক্ষুদ্র ছিদ্রে সুচ কিংবা গোঁজা দ্বারা জল প্রবেশ জন্য কষ্ট করিতে হইবে না।

পুরুষের বেণী থাকিলে তাহা খুলিয়া ধৌত করিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রীলোকের মস্তকের বেণী খুলিয়া কেশ ধৌত করার প্রয়োজন নাই। কেশ দামের গোড়া জলদ্বারা আর্দ্র হইলেই পবিত্র হইবে এবং জট থাকিলে তাহা খুলিয়া জল প্রবেশ করা কর্ত্তব্য হইবে। স্ত্রীলোকের বেণী বিহীন কেশ ও পুরুষের সমস্ত কেশ ধৌত করা ছোন্নত, নতুবা পবিত্র হইবে না। জট রাখা নিষেধ।

৮৯ সরা। স্নানে ছোন্নত।

১। প্রস্রাবের দ্বার ধৌত করা।

২। হস্তদ্বয়ের কব্জা পর্য্যন্ত ধৌত করা।

৩। শরীরের কোন স্থানে অপবিত্র দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে, তাহা উত্তমরূপে ধৌত করা।

৪। অজু করা, কিন্তু পদে অপবিত্র জল লাগার আশঙ্কা থাকিলে স্নানান্তে পবিত্র স্থানে পদ ধৌত করা।

৫। অন্যূন ৩ বার শরীরে জল দিয়া কিংবা জলে ডুব দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করা।

৬। পবিত্র হওয়ার মননে গোছলের নিয়েত করা।

৭। বাহ্যি ও প্রস্রাবের আবশ্যক হইলে গোছলের পূর্ব্বে তাহা শেষ করা।

৯০ সরা। স্নানে মোস্‌তাহাব।

যথা— (২৫ নং)

১। স্নান কালীন শরীর মর্দ্দন করা।

২। স্নান আরম্ভ কালে নিয়েত করা।

৩। নিয়েত করার পর দুই হস্ত ধৌত কালীন "বিছমিল্লা" পড়া।

৪। স্নান করার সময় অনাবশ্যক কোন কথা না বলা।

৫। স্নানান্তে রুমাল দ্বারা শরীর পুছিয়া ফেলা। [২৬ নং]

---

২৫ নং টিকা। স্নানের পূর্ব্বে সঙ্গমকারী ব্যক্তি আহারাদি করিতে পারে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কুল্লি করিয়া দুই হস্ত ধৌত করা কর্ত্তব্য।

২৬ নং টীকা। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে মল মূত্রাদি ত্যাগ করিলে অবগাহন (গোছল) করিতে হয় না। কিন্তু মাণ [শুক্র] নির্গত হইলে অবগাহন [গোছল] করিতে হয় ইহার কারণ কি ?

[উঃ] ১। যদি মল মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া স্নান করিতে হইত, তবে লোকের অতি কষ্ট ও অসুবিধা হইত।

২। শুক্র নির্গত হইলে সমস্ত শরীরে সুখানুভব হয়, তাহার আধার নাই। কিন্তু মল মূত্র নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বাহির হয়। এবং চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যের ও রক্তের সারভাগ শুক্র তাহা অণ্ডকোষ ও শুক্রাধার হইতে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এবং উত্তেজনার সময় অণ্ডকোষ হইতে নির্গত হয় তজ্জন্য স্নান ফরজ; এইরূপ ঋতু রক্তও সমস্ত শরীরের আরষ্ট জন্য হয়েছে [ঋতুতে] স্নান ফরজ।

৯১ সরা। গোছলে মকরুহ, যথা—

১। নিয়েত [মনন] না করিয়া স্নান করা।

২। স্নানের পূর্ব্বে শরীর লক্ত অপবিত্র দ্রব্য ও কাপড় ধৌত না করা।

৩। স্নানের পূর্ব্বে দাঁতন [মেছওয়াক্] না করা।

৪। অজু ব্যতীত স্নান করা। এবং

৫। অপবিত্র জল পদের নীচে থাকিলে ও তথায় পদ ধৌত করিলে।

৬। ডুব দিয়া কিংবা উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে।

৭। শরীরে তিনবার জল না দিলে।

৮। স্নানের পূর্ব্বে প্রস্রাব ও বাহ্যি ফিরার আবশ্যক থাকিলেও তাহা না করিলে।

নিম্নোক্ত কয়েক কর্ম্মে গোছল নষ্ট হয় সুতরাং সকল এছলামি ধর্ম্মাবলম্বী-গণকে এতদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৯২ সরা।

১। শরীরের কোন স্থান লোম পরিমাণ শুষ্ক থাকিলে।

২। স্ত্রীলোক ব্যতীত পুরুষের মস্তকের চুল বান্ধা থাকিলে।

৩। পুরুষ কি স্ত্রীলোকের নাক, কাণের বালির বা অন্য প্রকারের ছিদ্র স্থানে জল প্রবেশ না করাইলে।

৪। নখের মধ্যে আঠা থাকিলে তাহা বাহির না করিয়া গোছল করিলে,

৫। রোজাদার ব্যতীত অজুকালীন গরগরা না করিয়া কুলী করিলে,

৬। অপবিত্র জলে স্নান করিলে,

৭। স্ত্রী-সংসর্গ করিয়া লিঙ্গের আলায়েশ [ক্ষাতনা হউক বা না হউক] উত্তমরূপে ধৌত না করিলে।

(৫ম পরিচ্ছেদ) অজুর বিবরণ।

৯৩ সরা। অজু ও তাঁহার উপকারিতা বিষয়।

সরার নিয়মানুসারে মুখ, হস্ত ও পদাদি ধৌত করাকে অজু বলে। অজুর মাহাত্ম্য অসীম, অধিকন্তু অজু দ্বারা মুখ ও শরীরাংশ পবিত্র ও ঐ সকল অঙ্গ-কৃত পাপক্ষয় হইয়া যায়, এবং শয়তানের দুরভিসন্ধি হইতে অন্তঃকরণ রক্ষাপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশ অজুর নিয়ম সকল সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিয়া অজু করিলে কেয়ামতের [শেষ বিচারের] দিন অজু স্থান সকল উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত

হইবে। বিশেষতঃ অজুর দ্বারা শরীর ধৌত হইয়া পরিষ্কার হওয়াতে সুশ্রী ও পীড়ার আশঙ্কা দুরীভুত হয়, অতএব মোসলমান ভ্রাতা ভগিনীগণ! শরীর অপবিত্র থাকিলে স্নান করিবে, এবং পবিত্র থাকিলে অজু করিবে। কেননা বিনা পবিত্রতায় কোন আরাধনার কার্য্য সিদ্ধ নহে, কিন্তু কোন আপত্তিতে অজু, গোছল করিতে অক্ষম হইলে তৈয়ম্মম করিয়া অজু, স্নানের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিবে, সুতরাং যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন [মাজুর ব্যতীত] অজু করিয়া পবিত্র থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

৯৪ নরা। অজুর ফল।

মানব জাতির সকল সময় পবিত্র থাকা উচিত. কারণ জীবন অস্থায়ী; অপবিত্র শরীরে (মালেকেলমউত) যম হস্তে পতিত হইলে অত্যধিক কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ অপবিত্র দেহ শয়তানের আবাস স্বরূপ; সেই দুষ্ট পাপী নানারূপ অমঙ্গল ঘটাইয়া পাপগ্রস্ত করাইয়া থাকে; পবিত্রদেহে দুষ্টমতি শয়তানের অধিকার নাই। সুতরাং সকল সময় সকল ব্যক্তিরই পবিত্র থাকা উচিত।

১। নিদ্রা হইতে উঠিলে কিংবা হস্ত অপবিত্র হইলে পবিত্র জলে উভয় হস্ত কব্জাতক তিনবার উত্তমরূপে ধৌত করা ছোন্নত।

২। মল মূত্র পরিত্যাগান্তে পরিষ্কার করিয়া হস্ত ধৌত করিতে হইবে, কিন্তু হস্ত ধৌত করা কালে জলপাত্র ও জলাশয় পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য।

৩। লোটা বদনা ইত্যাদি ছোট ভাঁড় হাতে উঠাইতে পারিলে বাম হস্তে উঠাইয়া দক্ষিণ হস্তে তিনবার ধৌত করিবে, তৎপর দক্ষিণ হস্তে ভাঁড় ধরিয়া বাম হস্ত তিনবার ধৌত করিবে।

৪। মটকা কিংবা বড় ভাঁড়ে জল থাকিলে ও তাহা নির্গত করিয়া ব্যবহারোপযোগী ছোট ভাঁড় না থাকিলে [হস্ত অপবিত্র থাকার আশঙ্কা থাকিলে] হস্তের অঙ্গুলি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া একহস্ত দ্বারা জল উত্তোলন করতঃ অপর হস্ত ধৌত করিয়া, তৎপর ধৌত হস্ত দ্বারা জল বাহির করতঃ অন্য হস্ত ধৌত করিয়া অজুর কার্য্য শেষ করিবে।

৫। নদী পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়ের জলে অজু করা গেলে জলাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া ও লোটা ঘটি ইত্যাদি দ্বারা অজু করিতে হইলে তাহা সম্মুখে লইয়া অজু করিতে হইবে (পবিত্র জলের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)

অজুর আবশ্যকতা।

৯৫ সরা। অজু অবস্থানুসারে ফরজ ওয়াজেব ছোন্নত, মোস্তাহাব হইয়া থাকে যথা।

১। ফরজ—নমাজ পড়ার ও কোরাণ শরিফ পাঠ [তেলাওত] করার নিমিত্ত যে অজু করা যায় তাহা।

২। ওয়াজেব—কাবা শরিফ প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) ও কোরাণ শরিফ স্পর্শ করা, জানাজা কিংবা হাদিছ পাঠ করা, জেয়ারত করা. ওয়াজ (ধর্ম্ম-বিষয় বক্তৃতা) করা. কোরাণ শরিফের আয়ত লিখা, এবং বিনা খাতনায় কাফের মোসলমান হইলে তজ্জন্য অজু করা।

৩। ছোন্নত—নিদ্রা যাওয়া, আলেমের (বিদ্বানের) সহিত সাক্ষাৎ করা, মছজেদে, প্রবেশ, স্ত্রী সহবাস করা ও পশু জবেহ করার জন্য।

৪। মোস্তাহাব—অজু থাকার জন্য অজু ভঙ্গমাত্র অজু করা, নিষ্ফলা কবিতা পাঠ করার পর; হা হা করিয়া হাঁসার পর, মৃতাকে স্নান করাইবার পূর্ব্বে, কাফেরকে মোসলমান করার পূর্ব্বে ও আজান দেওয়ার জন্য।

৯৬ সরা। অজুতে ফরজ।

অজুর মধ্যে চারি ফরজ, কিন্তু যাহার ঘনতর (শ্মশ্রু) দাড়ী তাহার জন্য পাঁচ ফরজ।

১। মুখমণ্ডল ধৌত করা যথা ললাটের উর্দ্ধে মস্তকের কেশের নিম্ন হইতে থুত্নির নিম্নভাগ পর্য্যন্ত এবং এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণমূল পর্য্যন্ত।

২। কনুই পর্য্যন্ত দুই হস্ত ধৌত করা, তদূর্দ্ধ চারি আঙ্গুল পর্য্যন্ত ধৌত করা ছোন্নত।

৩। দুই পায় সন্ধি স্থান পর্য্যন্ত ধৌত করা।

৪। মস্তকের এক চতুর্থাংশ মোছাহ করা (পুঁছিয়া ফেলা।)

৫। ঘনদাড়ী বিশিষ্ট ব্যক্তির দাড়ীর চতুর্থাংশ পরিমাণ মোছাহ করা।

৯৭ সরা। অজুতে ছোন্নত।

অজু মধ্যে ছোন্নত ১৪ টী যথা—

১। নিয়েত অর্থাৎ পবিত্র হওয়ার মনন করা।

২। বিছমিল্লা পড়া।

৩। কবজা (গিরা) পর্য্যন্ত উভয় হাত উত্তমরূপে তিনবার ধৌত করা।

৪। মুখে জল লইয়া তিনবার কুলকুলা (গরগরা) করা।

৫। তিনবার (এস্তেনসাক) নাসিকা ধৌত ও কুল্লি করা।

৬। দাঁতন করা (অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূলাকার ও ১২ অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা কোমল কাষ্ঠ দ্বারা) (২৭ নং)

৭। দাড়ি থাকিলে, দাড়ির খেলাল করা (দাড়ির নীচ হইতে আঙ্গুল সকল উপরে উঠানকে খেলাল কহে)।

৮। অঙ্গুলির খেলাল করা (দুই আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়া লইয়া যাওয়া)।

৯। প্রত্যেক স্থান তিন তিন বার ধৌত করা (প্রত্যেক বার সমভাবে ধৌত করিতে হইবে) ২৮ নং।

১০। সমুদয় মস্তক একবার মোছাহ করা,

১১। উভয় কর্ণ মোছাহ্ করা (কর্ণ ছিদ্রের বহির্ভাগ)

১২। তরতিব অর্থাৎ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা,

১৩। অজুর স্থান সকল ধৌত করা।

১৪। এস্তেঞ্জা করা (আবশ্যক হইলে পূর্ব্বে করিবে)

---

২৭ নং টীকা। অজুতে যেং কার্য্য করা ফরজ তাহার কোন একটী পরিত্যক্ত হইলে অজুসিদ্ধ হইবে না, ছোন্নত ছাড়িলে পাপী হইবে। মুখ ধৌত করা ফরজ স্বত্বে ও প্রথমে হস্ত তৎপর কুলকুচি, তদন্তর নাকে জল দেওয়া প্রভৃতি ছোন্নত কার্য্য অগ্রে করার তাৎপর্য্য এই যে হস্তে জল লইলে উহার রং; কুলকুচি করিতে স্বাদ; এবং নাসিকা রন্ধ্রে জল দিলে গন্ধ অর্থাৎ জলের স্বাভাবিক গুণত্রয় অনুভব করিয়া জল বিশুদ্ধ বলিয়া বোধগম্য হইলে তৎপর ফরজ ধৌত কার্য্যাদি করিতে হইবে; বিধায় এরূপ প্রক্রিয়া হইয়াছে।

২৮ নং টীকা। অজু মধ্যে দাঁতন করার মাহাত্ম্য অসীম তন্মধ্যে ১৫টী প্রধান যথা।

(১) মুখ পরিষ্কার হয় (২) আল্লাহতায়ালা সন্তুষ্ট হয় (৩) শয়তান অসন্তুষ্ট হয় (৪) কেরামন কাতেবিন ফেরেশ্তাদ্বয় ভালবাসেন (৫) দাঁতের গোড়া শক্ত হয় (৬) দাঁতের শ্লেষ্মা দুরীভুত ও পরিষ্কৃত হয় (৭) মুখের দুর্গন্ধ যায় ও সৌরভ বৃদ্ধি পায় (৮) পিত্ত নাশ হয় (৯) চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয় (১০) মন-মালিন্য দুরীভূত হয় (১১) মৃত্যু-কষ্টের লাঘব হয়

২৮ মসলা। অজুতে মস্তাহাব।

অজুতে দুই মস্তাহাব আছে যথা—

১। দক্ষিণ (দাহিন) দিক হইতে ধৌত কার্য্য আরম্ভ করা।

২। ঘাড় মোছেকরা (পুছিয়া ফেলা)। এতৎ ব্যতীত অজুকরা জল ঘটিতে না পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা ওয়াজেব এবং অজুর সময় হস্তে পদে গোবর ধূলা ও আটা প্রভৃতি লাগিলে তাহা পরিষ্কার করা, তৎব্যতিত অজুর জল চলিয়া যাওয়া বিষেয় দৃষ্টি রাখা অজুর সম্মানের (আদবের) কার্য্য।

অজুতে মকরুহ।

২৯ সলা।

অজুতে চারি মকরুহ আছে যথা।

১। অজুর জল জোরে মুখে মারা—(যাহাতে ছিটিয়া যায়)।

২। বিনা আপত্তিতে বামহস্তে মুখে জল দেওয়া।

৩। অজু কালীন সাংসারীক বিষয় আলোচনা করা (অর্থাৎ অজুর কার্য্য ব্যতিত অন্য কার্য্য করা বা বলা)।

৪। অজুর স্থান তিন বারের অধিক ধৌত করা। (২৯নং টীঃ)

২৯নং টীকা। (ক) নুতন জল লইয়া তিনবার মোছাহ করা মকরুহ কিন্তু অজুর পর রুমাল দ্বারা পুছিলে মকরুহ হইবে না।

(খ) অজুর জন্য লোটা ঘটি স্থিরতর করা ও নামাজের জন্য মশজিদের কোন স্থান নির্দিষ্ট করা মকরুহ।

(গ) মৃত্তিকা ও ধাতু ঘটিত জল পাত্রাদি অজু গোছলে ব্যবহার সিদ্ধ যথা—ঘটি, বদনা, ঘড়া ইত্যাদি, কিন্তু যাহার মধ্য ভাগ দৃষ্টি গোচর হয়না যেরূপ ঝারি প্রভৃতি তাহা উপযুক্ত নয়। তদ্রূপে কলাই করা দ্রব্যাপেক্ষা পিত্তলের বস্তু শুদ্ধ নহে।

এইরূপ আরোও কতক মকরুহ আছে।

(ঘ) নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রস্রাব করার আবশ্যক হলেও প্রস্রাব নাকরা ও কুলুপ না লওয়া।

(ঙ) অজুর সময় অত আলাপ করিলে ও অনাবিশ্যক রূপে এদিক ওদিক দেখিলে।

(চ) নিয়েত না করিয়া অজু করিলে ও চক্ষু বন্ধ করিয়া মুখে জল দিলে।

(ছ) মেসওয়াক্ কিংবা আঙ্গুলে দাঁত না মাজিলে।

(জ) নাকে জল না দিলে ও অজুর জল কোন খানে কোন স্থানে কম বেশী দিয়া ধৌত করিলে।

(ঝ) লজ্জা না ঢাকিয়া অজু করিলে।

১০০ সরা। অজু নষ্টের বিবরণ।

অনেক কারণে অজু নষ্ট হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ,—যথা

(ক) প্রস্রাবের স্থান দিয়া কোন বস্তু নির্গত হইলে :—

১। প্রস্রাব (মূত্র)।

২। মজি (মস্তির অবস্থায় প্রস্রাবের রাস্তায় যে মল জল বাহির হয়)।

৩। মণি—(মাজির বিপরীত অর্থাৎ উহা বাহির হইলে ইচ্ছা কমিয়া যায় সেই জল)।

৪। ওদি (প্রস্রাবের পরে সাদা রঙ্গের যে জল বাহির হয়।)

৫। পাথরি (পাথরের ন্যায় কঠিন দ্রব্য কিংবা কীট বাহির হইলে অজু নষ্ট হইবে কিন্তু বায়ু নির্গত হইলে অজু নষ্ট হইবে না)

(খ) মলদ্বার দিয়া যথা—

১। মল (বিষ্ঠা)।

২। কীট (কীড়া, সূত্রকার কেচু, পোকা ইত্যাদি)।

৩। বায়ু বাহির হইলে অজু নষ্ট হইবে।

(গ) শরীরের অন্য স্থান দিয়া—

(১) রক্ত।

(২) পুঁজ

(৩) ফোড়া ইত্যাদির জলাদি বাহির হইলে অর্থাৎ রক্ত পুঁজ ফোড়ার জলাদি বাহির হইয়া সেই স্থান হইতে যদি অজু গোছলে যে স্থান ধৌত করা জরুর তথায় পড়িয়া যায় তাহা হইলে অজু নষ্ট হইবে (৩০ নং)

(ঞ) কনুইর উপর চারি আঙ্গুল পরিমাণ ধৌত না করিলে।

(ট) প্রস্রাবের স্থানে বসিয়া তৎকালে জল লইলে ও অজু করিলে।

(ঠ) জলে থু, থু, ফেলিয়া সেখায়া অজু করিলে এবং বিনা প্রয়োজনে জোরে ক্রিয়া উক্ত জলে অজু করিলে।

(ড) অজুর স্থান দুইবার না তিনবারের অধিক কিংবা কামার ঘর পাকাকে না রানে রাখিয়া অজু করিলে।

(ঢ) অজু কালীন কাহাকা বাক্যির হানিজে ইত্যাদি।

৩০নং টীকা স্থক খারা ছিন্ন করিলে কিম্বা অন্যান্য রক্ত বাহির হইয়া গড়িয়া না পড়িলে, কিম্বা চক্ষু হইতে রক্ত বাহির হইয়া চক্ষুতে থাকিলে অথবা নাসিকা হইতে মসুর কলাইয়ের ন্যায় রক্ত বাহির হইলে এবং মুখ হইতে থু, থু অপেক্ষা কম রক্ত মিশ্রিত হইয়া বাহির হইলে, অজু নষ্ট

(৫) অন্ন, জল এবং রক্ত মিশ্রিত বমন মুখ ভরিয়া করিলে অজু নষ্ট হইবে, কিন্তু তরল রক্ত বমন করিলে যদ্যপি থুথুর অপেক্ষা রক্তাংশ কম থাকে তাহা হইলে মুখ ভরিয়া না হইলে অজু থাকিবে আর রক্ত ও থুথু সমভাগ বমন হইলে অজু নষ্ট হইয়া যাইবে।

১০১ সংখ্যা। নিদ্রা ও অজ্ঞান বিষয়।

(১) বালিস (তাকিয়া) কিম্বা অন্য দ্রব্যে ভর দিয়া যদি কেহ এরূপ ভাবে নিদ্রা যায় যে সে ব্যক্তির, ঠেস দেওয়া দ্রব্য টানিয়া লইলে পড়িয়া যায় তাহা হইলে তাহার অজু নষ্ট হইবে, কিন্তু নমাজের অবস্থায় দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া যদি কেহ নিদ্রা যায় তাহাতে তাহার অজু নষ্ট হইবে না।

(২) এস্তে হাজা অবস্থাপন্ন ও আপত্তিকারী ব্যক্তি অজু করিলে তাহা নমাজের শেষ সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে তৎপর তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়।

(৩) অজ্ঞান কিম্বা ক্ষিপ্ত হইলে অথবা অজ্ঞান কারক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া যদ্যপি এরূপ অজ্ঞান হয় যে তাহার ব্যবহার ও কার্য্য কলাপে ভ্রম জন্মিয়া যায় তাহা হইলে তাহার অজু নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৪) রুকু সেজদা যে নমাজে আছে তাহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি হা, হা, করিয়া কাহাকা মারিয়া হাস্য করিলে অবশ্য অজু নষ্ট হইবে। কিন্তু নাবালগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ব্যক্তি হাস্য করিলে অজু নষ্ট হইবে না এবং জানাজার নমাজে ও তেলাওয়াৎ সেজদাদায় বালক, বৃদ্ধ, যুবা কোন ব্যক্তি হাস্য করিলে অজু নষ্ট হইবে না কিন্তু যে নমাজে হাস্য করিবে সেই নমাজ ও তেলাওৎ সেজদা নষ্ট (বাতেল) হইয়া যাইবে (৩১ নং)

হইবে না, কিন্তু থু অপেক্ষা রক্তাংশ অধিক হইলে কিম্বা থু, থু ও রক্ত সমভাগ হইলে অজু নষ্ট হইবে। আর অজুদার ব্যক্তি দন্ত দ্বারা কোন দ্রব্য কর্ত্তন করাতে কিম্বা দাতন করাতে রক্তানুভব করে তবে তাহাতেও অজু নষ্ট হইবে না।

৩১নং টিকা—হাসি তিন প্রকার তন্মধ্যে দুই প্রকারে অজু নামাজের ক্ষতি করিয়া থাকে যথাঃ—(১) কাহ্কাহ্ (হা, হা) করিয়া হাস্য করা, যাহা নিজে ও নিকটস্থ লোকে শুনিতে পারে তাহাতে অজু নষ্ট ও নমাজ ভঙ্গ হইয়া যায়।

২। জাহাক (নিজে শুনে কিন্তু নিকটস্থ লোক শুনিতে পায় না) তাহাতে নামাজ ভঙ্গ হইয়া যায় কিন্তু অজু থাকিবে।

৩। তাবাস্সুম (মুচকি) হাস্য করা অর্থাৎ দন্তের স্থান বাহির হইয়া সাদা দৃশ্য হয়, নিজে কিম্বা অপরে না শুনে তাহাতে নামাজ অজু নষ্ট হইবে না।

৫। মেবা সেরাগ কাহেসা করা অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ আন্দাজ মত উলঙ্গ হয় ও পুরুষাঙ্গ স্ত্রীলোকের ভগে স্পর্শ করায় কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করে ও এজাল (মণি) বাহির না হয় তাহাতে অজু নষ্ট হইবে। অথব (বা) আদি হইতে কীট কিম্বা স্ত্রীলোকের স্তন হইতে দুগ্ধ বাহির এবং ঘর্ম্ম ও চক্ষুর জলাদি বাহির হইলে অজু নষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া কীট বাহির হইলে অজু থাকিবে না।

অজুর প্রক্রিয়া।

১০২ সরা। অজুর বিষয়।

অজুর ফরজ, ছোন্নত ইত্যাদি বিষয় স্মরণ রাখিয়া অজু আরম্ভ করিতে হইবে। পবিত্র জল দ্বারা উভয় হস্ত গিরা (কব্জা) পর্য্যন্ত উত্তমরূপে তিন বার ধৌত করিবে ও অজুর কলেমা (৩৬নং দোওয়া) পড়িতে থাকিবে। তৎপর আঙ্গুল পরিমাণ স্থূল ও অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ লম্বা তিক্ত কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা দন্ত মর্দ্দন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অঞ্জলি করিয়া মুখে জল দেওতঃ সেই জল দ্বারা গরগরা (কুলকুলা) পূর্ব্বক ফেলিয়া দিতে হইবে। ক্রমে তিনবার এইরূপে মুখে জল দিয়া কুল্লি করতঃ ফেলিতে হইবে। তৎপর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তিনবার নাসিকার উভয় রন্ধ্রে জল দেওতঃ বাম হস্তের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা ধৌত করিতে হইবে, তাহার পর মুখমণ্ডল ললাটের ঊর্দ্ধ চিকুরের মূল হইতে শ্মশ্রুর (থুতির) নিম্ন স্থান পর্য্যন্ত এবং এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্য্যন্ত তিনবার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জল দিয়া তিনবার উভয় হস্ত দ্বারা উত্তম রূপে ধৌত করিবে। এবং দাড়ী ঘন থাকিলে উভয় হস্তাঙ্গুলী দাড়ীর নিম্নদেশ হইতে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া (খেলাল) আঁচড়াইয়া লইতে হইবে, কিন্তু ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে লওয়া অবৈধ। তৎপর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জল লইয়া উক্ত হস্তের আঙ্গুল মস্তক হইতে কনুই পর্য্যন্ত তিনবার ক্রমান্বয় জল লইয়া বাম হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে, তৎপর বাম হস্ত ঐরূপে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তিনবার ধৌত করিবে। অতঃপর উভয় হস্ত পবিত্র জল দ্বারা ধৌত করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা মোছাহ কার্য্য আরম্ভ করিবে।

১০৩ সরা। মোছাহ করার প্রক্রিয়া।

উভয় হস্তের অঙ্গুলির মস্তক একত্র করিয়া হস্তের তালুকা সম্মুখবর্ত্তী রাখিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা এই ছয় আঙ্গুল দ্বারা

ললাটের উপরিস্থ চিকুর মূলে আরম্ভ করিয়া সম্মুখ হইতে পিছন দিকে মোছাহ করিবে।

(ক) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনি অঙ্গুলি উভয় হস্তের যাহা হস্তের কথকাংশ সহ বক্রভাবে ছিল তন্মধ্যে উভয় অঙ্গুষ্ঠা (বুড়া আঙ্গুল) দ্বারা উভয় কর্ণ পৃষ্ঠ এবং উভয় তর্জ্জনি অঙ্গুলি দ্বারা উভয় কর্ণ বন্ধ মোছাহ করতঃ অঙ্গুলি সকলের পৃষ্ঠ দ্বারা ঘাড় মোছাহ্ করতঃ বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তের কনুই স্থানে মুষ্ট করিয়া অঙ্গুলি মূলে লইয়া যাইতে হইবে, এইরূপে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্ত মোছাহ্ করিতে হইবে। উভয় হস্তাঙ্গুলি সকল পরস্পর সংযোগ করিয়া অঙ্গুলি খেলান করিতে হইবে তৎপর দক্ষিণ পা গাঁট (জোড়া) পর্য্যন্ত তিনবার দক্ষিণ হস্ত বা নলাদি দ্বারা জল দেওতঃ বাম হস্ত দ্বারা ধৌত ও পদাঙ্গুলির মধ্যে হস্তাঙ্গুলি প্রবেশ পূর্ব্বক খেলান করিয়া ধৌত করিতে হইবে যাহাতে কোন স্থান শুষ্ক না থাকে এইরূপে বাম পদের ধৌত কার্য্য শেষ করিবে।

(খ) এবম্প্রকারে হস্ত নাসিকা মুখ ও পদ ধৌত করতঃ এবং কোন স্থান ধৌত করিতে অক্ষম হইয়া মোছাহ্ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা মোছাহ্ করতঃ মোছাহ্ অন্তে অজুর কার্য্য শেষ করিতে হইবে। (তৎপর কমেলা খণ্ডের ৩৭ নং দোওয়া পাঠ করিবে)।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মোজার মোছেহ বিবরণ (৩২ নং)।

১০৪ সরা। মোজার (ষ্টকিং) উপর মোছেহ্ করার বিষয়।

মোজাপরা লোককে অজুর সকল সময় মোজা খোলার প্রয়োজন নাই মোছাহ্ করিলে সিদ্ধ হইবে। মোছাহ্ সম্বন্ধে অনেক নিয়ম আছে যথা:—

১। মোজার বহির্ভাগ মোছাহ্ করা।

(৩২ নং টীকা) চর্ম্ম নির্ম্মিত মোজা পদ গ্রন্থে আবৃত করার উপযুক্ত লম্বা হইয়া ক্রমাগত চলিয়া যাওয়ার উপযুক্ত হইলে তাহাতে মোছাহ্ সিদ্ধ হইবে, নতুবা সূতা কিম্বা রেশম ইত্যাদির মোজার মোছাহ্ সিদ্ধ হইবে না। মোজা কয়েক প্রকার আছে যথা:—

১। জওরাবে মজালাদ (যে মোজার উর্দ্ধাধঃ উভয় দিকে চর্ম্ম নির্ম্মিত তাহা)

২। তিন অঙ্গুলি পরিমাণ মোছাহ্ করা।

৩। অজু করার পর মোজা পরা ও পরিধানের পর অজু নষ্ট হওয়া।

৪। মোছাহ্ করার নিয়মিত কাল মধ্যে মোছাহ্ করা।

৫। মোজা কাটা না হওয়া।

৬। এক কিম্বা দুই অঙ্গুলির অধিক পদ কিম্বা টখনু (পায়ের জোড়া) দেখা গেলেও তাহার উপরে মোছাহ্ সিদ্ধ।

৭। জরমুকের উপরেও মোছাহ্ করিলে অজু সিদ্ধ হইবে, যদি তাহা চর্ম্ম কি তত্তুল্য কোন বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়া মোজা রক্ষার জন্ত মোজার উপর পরা যায় এবং গোড়ালিতক আবৃত করা যায়। কিন্তু সূত্র নির্ম্মিত হইলে তদুপরি মোছহ্ সিদ্ধ হইবে না।

৮। পাওতাবার উপরেও মোছাহ সিদ্ধ যদি উহা শক্ত ভাবে নির্ম্মিত হয় এবং বিনা বন্ধনে গোড়ালির উপর থাকে খুলিয়া না যায়।

৯। অজু থাকা অবস্থায় মোজা পরিলে তৎপর অজু নষ্ট হইলে মোজার পর মোছাহ্ সিদ্ধ সুতরাং অজুহীন অবস্থায় মোজা পরিলে কিম্বা স্নানের প্রয়োজন হইলে মোছাহ্ সিদ্ধ হইবে না।

১০। তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোছহ্ করা বিধি এবং তাহাতে ছোন্নত এই যে পায়ের আঙ্গুল হইতে হস্তাঙ্গুলী স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখিয়া মোছাহ্ শুরু করতঃ ক্বিলিতক ভিজা হস্ত টানিয়া লইতে হইবে ; মোস্তাহাব এই যে মোজার উপরে মোছাহ করার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

১০৫ সরা।

মোছাহ্ করার নিয়ম যথা :—

মস্তক মোছাহ্ করিয়া তৎপর পবিত্র জল দ্বারা হস্ত আর্দ্র করতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যে তিন অঙ্গুল দক্ষিণ পদের, ও বাম হস্তের মধ্যে তিন আঙ্গুল বাম পদের মোজার উপর সোজাভাবে রাখিয়া পদাঙ্গুলির মস্তক হইতে উভয় হস্তাঙ্গুলি পদ নালা পর্য্যন্ত আনিতে হইবে এবং পদের উপরদিক ভিন্ন নিম্ন

২। জওরাবে মজাদ (যে মোজার জুতার তাঁর নিচে চর্ম্ম থাকে তাহা)

৩। জওরাবে ছাবিন (যে মোজা বিনাবন্ধনে পদ নালাকে আবৃত করিয়া খাড়া হইয়া থাকে ভিতরে কিছু দেখা যায় না তাহা

৪। মর্কাব (যে মোজা অপরিষ্কার হয় তাহা)

দিকে মোছাহ্ করা হইতে হইবেক না। এবং একবার মাত্র মোছাহ্ করার নিয়ম আছে, আর যদি মোজার উপর ফাঁক এরূপ থাকে যে, উহার মধ্য দিয়া পা দেখা যায় তাহা হইলে তাহাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু এক পায়ের তিন আঙ্গুল প্রমাণ গাঁট্টা খোলা থাকিলে তাহার উপর মোছাহ্ সিদ্ধ হইবেক না।

২০৬ সরা। গৃহী ও প্রবাসীর এবং ছেঁড়া মোজা বিষয়।

স্ত্রী পুরুষ সকল ব্যক্তির উপর মকিম (স্বগৃহবাসী) হইলে এক দিবারাত্র, এবং মোছাফের (প্রবাসী) হইলে তিন দিবারাত্র মোজার উপর মোছাহ্ সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ যে সময় হইতে সুরু হইবে সেই সময়ে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যথা কোন স্বরবাসী ফজরের সময় অজু করত মোজা পায়ায় জোহরের পর অজু নষ্ট হইলে পরদিন জোহর পর্য্যন্ত সে মোজা পরিধানে মোছাহ্ করত অজুর কার্য্য করিতে পারিবে। মোছাহের সময় গত হইলে অজু থাকিলেও পা ধৌত করিতে হইবে আর যে, যে, কারণে অজু নষ্ট হইবে তাহাতে মোছাহ্ও নষ্ট হইয়া যাইবে।

১। এক কি দুই পদের মোজা খুলিয়া ফেলিলে কিম্বা মুদ্দৎ (সময়) গত হইলে মোছাহ নষ্ট হইবে তখন উভয় পদ ধৌত করা ফরজ হইবে।

২। জল এক কিম্বা দুই পদে যাইয়া যদ্যপি এক পদের অর্দ্ধেকের বেশী ভাগ ভিজিয়া যায় তাহা হইলে মোছাহ নষ্ট হইবে, এবং অজু না করিয়া কেবল পদ দ্বয় ধৌত করিতে হইবে। আর যদি পদে জল যাইয়া তিন অঙ্গুল পরিমাণ কিম্বা কিছু কম শিক্ত হয় তাহা হইলে মোছাহ নষ্ট হইবে না।

৩। পদের গোড়ায় অর্দ্ধেকের অধিকাংশ জিল্লির দিক বাহির হইলে তাহাতে মোজা খুলিয়া ফেলার নিয়ম ঘটিবে (মোজা মোছাহ্ দেখ) এবং তিন অঙ্গুলি পরিমাণ প্রত্যেক মোজা ছেড়া থাকিলে মোছাহ্ সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু তিন অঙ্গুলের কম ছেঁড়া হইলে এবং পায়ের ছোট তিন অঙ্গুলি পরিমাণ ছেঁড়া থাকিলে যদ্যপি তাহা খসিয়া ফেলা ব্যতীত দৃষ্টি না হয় তাহা হইলে তদুপরি মোছাহ্ সিদ্ধ হইবে। আর যদি তাহা গমনকালে তিন অঙ্গুলি পরিমাণ ফাড়া দৃষ্ট হয় এবং ক্ষুদ্র২ ছেঁড়া একত্র করিলে যদ্যপি প্রত্যেক মোজার তিন অঙ্গুল পরিমাণ ফাড়া হয় তাহা হইলে তদুপরি মোছাহ্ সিদ্ধ হইবেক না।

৪। হেঁড়া আমামা কিম্বা দস্তনা, বোরকা আস্তিন ইত্যাদি উপর মোছাহ সিদ্ধ নয় (৩৩ নং)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জখমের (চালি) পর মোছহ বিবরণ।

১০৭ সয়া। ভাঙ্গা ও জখম হওয়া স্থান ধৌত করা কষ্টদায়ক হইলে ধৌত না করিয়া তাহা মোছাহ্ করিতে হইবে। ভগ্ন অঙ্গে যে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা বান্ধিয়া দেয় তাহাকে টিক্‌টি বা চান্দি অথবা ব্যাণ্ডেজ বলে। অজু গোছলে সেই চালি ও পটির উপর মোছহ্ করিলেই সিদ্ধ হইবে এবং আরোগ্য হওয়ার পূর্ব্বে টিকটি খশিয়া পড়িলে তদুপরি মোছাহ্ চলিবে, কিন্তু আরোগ্য হওয়ার পর খশিয়া পড়িলে তদুপরি মোছাহ্ চলিবে না। আর যদ্যপি টিকটি কিম্বা পটির উপর মোছাহ্ করাও ক্ষতিকারক ও কষ্টদায়ক হয় তবে তাহার এদিক ওদিক ধৌত করিয়া পটি আদি ধৌত করিলে সিদ্ধ হইবে, এবং নিজে মোছাহ্ বা ধৌত করিতে অক্ষম হইলে অন্যের সাহায্য লইতে পারিবে।

২। পটি ও টিকটী অজু কিম্বা গোছলের হাজত (প্রয়োজনীয়) অবস্থায় হউক বান্ধিলেও তদুপরি মোছাহ্ সিদ্ধ এবং অজু কিংবা গোছলে হউক মোছাহ্ করিলে পবিত্র হইবে।

৩। শরীরের কাটা স্থান জল দ্বারা ধৌত করা কষ্ট দায়ক হইলে কেবল জল দ্বারা আর্দ্র করিবে, তাহাতে কষ্ট দায়ক হইলে, মোছাহ্ করিবে এবং মোছাহ্ করিতে অক্ষম হইলে তাহা ছাড়িয়া চতুর্দ্দিকে ধৌত করিবে।

৮ম পরিচ্ছেদ।

তৈয়ম্মম বিবরণ।

১০৮ সয়া। তৈয়ম্মম বিষয়।

জলাদি দ্বারা ধৌত করিয়া (সয়ানুসারে) অজু স্নান ব্যতীত শুষ্ক ও পবিত্র মৃত্তিকাদি দ্বারা পবিত্র হওয়াকে তৈয়ম্মম বলে।

৩৩নং টীকা—১। আমামা—মস্তকের উষ্ণিশ, পাগড়ি ইত্যাদি।

২। দস্তনা—অঙ্গুলি সহ কব্জা আবৃত করিয়া রাখার বস্ত্র।

৩। বোরকা—মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত আবৃত করা।

অন্ত কোন নবির (প্রেরিত পুরুষের) সময় তৈয়ম্মম করার নিয়ম ছিল না, হজরত (দঃ) ছাহেবের মদিনা যাওয়ার পর মরিসি নামক স্থানের যুদ্ধে হজরত বিবি আয়শার (রাঃ) কণ্ঠহার হারাইয়া যায় তাহা অন্বেষণ করিতে করিতে নমাজের সময় উপস্থিত হয়, কিন্তু নিকটে জল না থাকায় সকলে অজু করিতে অক্ষম হওয়ায় আবুকর ছিদ্দিক (রাঃ) স্বীয় কন্যা আয়শাকে তিরস্কার করেন, তাহাতে তৈয়ম্মম করার জন্য খোদাতালা আদেশ পাঠান।

নিম্নোক্ত সাত কারণে তৈয়ম্মম সিদ্ধ যথা :—

১। এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে জল পাওয়া না গেলে (কিন্তু আলম-গিরি মতে ১৩০৩ হস্ত পরিমাণ স্থানে)।

২। যদি অল্প জল থাকে এবং তদ্দ্বারা অজু করিলে মনুষ্য ও সঙ্গীয় জন্তু পিপাসায় কষ্ট পায়,

৩। জল এরূপ সঙ্কটাপন্ন স্থানে থাকে যে, তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিলে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা হয় কিম্বা সঙ্গীহীন হওয়া যায়,

৪। কূপ নিকটে থাকে কিন্তু জল উত্তোলনের উপকরণ না থাকিলে,

৫। সঙ্গীয় লোকের নিকট জল থাকিলে এবং বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া না গেলে, কিম্বা মূল্য থাকিলেও যদ্যপি এতাধিক মূল্যের দাবি করে যে তাহাতে ক্রেতার ক্ষতি হয়।

৬। অজু কিম্বা অবগাহন করিলে যদি পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে,

৭। দুই ইদের দিনে যদি জমাত দাঁড়াইয়া যায় ও অজু করিলে জমাতের নমাজ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে,

৮। জানাজা পড়ার জন্ত লোক দাঁড়াইলে যদি কোন ব্যক্তির প্রতি এরূপ হয় যে অজু করিতে গেলে জমাতে সামিল হইবার সম্ভাবনা না থাকে তবে এরূপ অবস্থায় তাহার প্রতি তৈয়ম্মম সিদ্ধ কিন্তু মৃতের অলি (কর্ত্তা) কাজি ও রাজ্যেশ্বর হইলে তাঁহাদের সিদ্ধ হইবেক না; কারণ তাহাদের জন্ত নমাজিগণ অবশ্য অপেক্ষা করিবে। এই সকল স্থলে তৈয়ম্মম করা কর্ত্তব্য (মোহদেছ ও জোনব উভয়েরই তৈয়ম্মম সিদ্ধ)।

৯। জলের স্থানে নিষেধ বা আশঙ্কা থাকিলে।

১০। জল উঠাইলে কাদা উঠিলে, এবং বদ্ধ জল অপবিত্র হইলে,

১১। গাধা ও খচ্চরের পান করা জলে (মসমুক) অজু করিয়া তৈয়ম্মম করা।

১২। হস্ত পদ লুলো বা অন্ধ হইলে কিংবা প্রাচীন ব্যক্তি চলৎ শক্তি হীন হইলে ও কেহ জল না দিলে।

১১৭ মস্‌লা। তৈয়ম্মমে ফরজ।

তৈয়ম্মমে তিন ফরজ যথা :—

১। নিয়েত করিয়া দুই হস্ত মৃত্তিকার উপরে মারা, এবং দোওয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য (কলেমা খণ্ডের ৩৮ নং দ্রষ্টব্য)।

২। সেই ধুলি মিশ্রিত হস্ত দ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মুছিয়া ফেলা (যে প্রকার অজুতে করিতে হয়)।

৩। দ্বিতীয় বার ধূলিতে হস্ত দ্বয় মারিয়া বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্তের কনুই পর্য্যন্ত মোছাহ্ করা। কিন্তু হস্তের অঙ্গুলির খেলাল করা ছোন্নত।

১১৮ মস্‌লা। তৈয়ম্মম করার প্রক্রিয়া।

প্রথমে উভয় হস্ত পবিত্র মৃত্তিকার উপরে মারিয়া তদ্দ্বারা মুখমণ্ডল মোছাহ্ করিতে হইবে, যে স্থান অজুতে ধৌত করা ফরজ। দ্বিতীয় বার হস্ত মারিয়া বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত তৎপর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্ত মোছাহ্ করিতে হইবে অর্থাৎ বাম হস্তের তালুকা সহ মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগের পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনুই পর্য্যন্ত আনিতে হইবে ও অবশিষ্ট অঙ্গুলি ও তালুকা দ্বারা খুন্তা করিয়া মোছাহ্ করতঃ উপরদিকে অঙ্গুলির অগ্রভাগে আনিতে হইবে। কোন স্থান বাকী থাকিলে তৈয়ম্মম সিদ্ধ হইবেক না। এইরূপে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্তের মোছাহ্ করিতে হইবে।

১১৯ মস্‌লা।

নিম্নোক্ত বস্তু দ্বারা তৈয়ম্মম সিদ্ধ।

১। মৃত্তিকা।
২। বালুকা।
৩। ইষ্টক।
৪। সোরা সম্ভূত মৃত্তিকা।
৫। সোরমা।
৬। চুন প্রস্তরচিহ্ন।
৭। হরিতাল।
৮। গিরিমাটী।
৯। [illegible]।
১০। পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য, আকিক, এয়াকুত, প্রভৃতির উপর ধূলি থাকিলে।
১১। প্রবাল।
১২। পাকা ইষ্টক ও খাপরায় হইবে কিন্তু তদুপরি মৃত্তিকা কণা থাকা আবশ্যক।

১৩। পার্ব্বতীয় লবনে কিন্তু জলীয় লবনে হইবেক না।

১৪। সুতার কাপড়েও, বালিস, জৈল, কাথায়, ধূলি থাকিলে হইবে।

১১২ সয়া। যে যে দ্রব্যে তৈয়ম্মম অসিদ্ধ।

১। যাহা মৃত্তিকা জাতীয় নহে তাহাতে।

২। স্বর্ণ, রৌপ্যে মৃত্তিকা মিশ্রিত না থাকিলে।

৩। গোধুম, যবে ধুলা না থাকিলে।

৪। ছাই, কয়লা ইত্যাদিতে।

এতদ্দেশে শীতের ওজর করিয়া তৈয়ম্মম করিলে চালবে না, যে দেশে বরফ জমিয়া যায় তথায় অবশ্য সিদ্ধ হইবে, কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির ও পীড়া হওয়া সম্ভবের আপত্তি স্থলে তৈয়ম্মম সিদ্ধ। কয়েদি ব্যক্তি তৈয়ম্মম করিতে পারিবে, কিন্তু গৃহী ব্যক্তি প্রবাসী না হইয়া তৈয়ম্মম করিলে পুনরায় নমাজ দোহরাইতে হইবে।

১১৩ সয়া। অন্যান্য বিষয়।

কাহার হাতে কোন কার্য্য থাকা প্রযুক্ত ধুলি লাগিলে তৈয়ম্মমের ধারা মত মোছাহ্ করিলে সিদ্ধ হইবে। জল ও ধুলি বিহীন স্থানে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কর্দ্দমাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে কাপড়ে কিম্বা শরীরে কর্দ্দম লাগাইয়া শুষ্ক করতঃ তদ্দ্বারা তৈয়ম্মম করিলে সিদ্ধ হইবে। ৩০০—৪০০ হাত পর্য্যন্ত জল অনুসন্ধান করা ওয়াজেব। নমাজের পূর্ব্বে তৈয়ম্মম করা সিদ্ধ। মহদেছ ও জোনবের অধিকাংশ শরীরে ক্ষত থাকিলে অক্ষত স্থান ধৌত না করিয়া কেবল তৈয়ম্মম করিলে চলিবে কিন্তু অল্প ক্ষত থাকিলে অক্ষত স্থান ধৌত করত তৈয়ম্মম করা সিদ্ধ। যতক্ষণ তৈয়ম্মম থাকে তাহার মধ্যে ফরজ, ছোন্নত, ওয়াজেব ও নফল নমাজ পড়া যাইতে পারে।

তৈয়ম্মম ভঙ্গের বিষয়।

১১৪ সয়া। যে যে কারণে অজু নষ্ট হয় তাহাতে তৈয়ম্মমও নষ্ট হইয়া যায়

১। জল ব্যবহারের সক্ষম হইলে তৈয়ম্মম নষ্ট হইবে অর্থাৎ পীড়াদি হইতে আরোগ্য লাভ করিলে তৈয়ম্মম সিদ্ধ হইবে না।

৯ম পরিচ্ছেদ।

নমাজের সৃষ্টি বিবরণ।

১১৫ সমা। নমাজ ফরজ হওয়ার বিষয়।

যে উপাসনা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে মন ও আত্মার উন্নতি সাধিত হয় তাহাকে নমাজ বলে। নমাজ সর্ব্ব প্রকার এবাদতের (আরাধনার) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হজরত মোহাম্মদ (দং) নবি হইবার সময় নমাজ ফরজ হয়। "একরা বেছমে" ও ফাতেহা ছুরার তফসিরে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপত হজরত জিব্রাইল (আঃ ছঃ) হজরত নবিকে অজু ও এস্তেঞ্জা এবং ছুরা "ফাতেহা" ও নমাজের নিয়মাদি শিক্ষা দিয়া নমাজ পড়াইয়া ছিলেন, ঐ সময় হইতে মেয়েরাজের সময় পর্য্যন্ত ফজর ও মগরেবের নমাজ ফরজ ছিল, যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন সন্ধা ও প্রাতে পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন কর"। পরে মেয়েরাজের পর হইতে পাঁচ সময়ের নমাজ ফরজ হয়। ফরজ হইবার কারণ এই, হজরত নবি (দং) কর্ত্তৃক কথিত আছে যে মেয়ে-রাজের সময় পশ্চাৎপদ পরম দয়ালু পরমেশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রত্যহ ৫০ অক্তের নমাজ পড়িতে আদিষ্ট হন। তাঁহার অনুসরণকারী (ওম্মতগণ) দুর্ব্বল ও উহা প্রতিপালনে অশক্ত হইবে বলিয়া হজরত মুছা (আঃ) উহা কমাইয়া লইবার জন্য হজরত রছুল (দঃ) কে পরামর্শ দেন। হজরত রছুল (দঃ) সেই পরামর্শ ক্রমে দয়াময় বিশ্বপতির নিকট অনুরোধ করায় প্রথমে দশ ওক্ত কমের আদেশ হয়, কিন্তু বারম্বার অনুরোধ ও প্রার্থনা করিয়া শেষে ৫ পাঁচ ওক্ত পড়ার জন্য আদিষ্ট হন (৩৩ নং)।

---

৩৩ নং টীকা। পাঁচ ওক্ত হইতেও কমাইবার জন্য হজরত মুছা (আল) প্রার্থনা করিতে বলেন, গুণনিধি পয়গাম্বর (দং) এক বিষয় বারম্বার প্রার্থনা করিয়া ৫০ স্থলে ৫ ওক্তে পরিণত হইলেও পুনঃ কমানের প্রার্থনা করা লজ্জাবোধ ও অক্তই অবনত মস্তকে মানিয়া লইলেন কিন্তু উল্লিখিত প্রাত্যহিক উপাসনার সংখ্যার হ্রাস হওয়ায় তদীয় পুণ্য হইতে উম্মত (অনুসরণকারী) গণ বঞ্চিত হইবে বলিয়া তিনি বিমর্ষ চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইলে, পরম করুণাময় খোদাতায়ালা প্রিয় সম্বোধনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নবি। (দং) অন্য হর্ষের পরিবর্ত্তে বিমর্ষ চিত্তে আমার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ কি? নবি (দং) কহিলেন হে করুণা-সিন্ধু আমার উম্মত অধিক পুণ্য হইতে বঞ্চিত হওয়াই আমার এরূপ মনোমালিন্যতার

১১৬ সরা।

অন্যান্য নবিদের প্রতিও নমাজ ফরজ ছিল। মেয়েরাজ শরিফ হইতে হজরত রছুল (দং) প্রত্যাগমন সময় ১৩০ ফরজ এসলাম ধর্মাবলম্বীর প্রতি অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে নমাজে ১৩ ফরজ সন্নিবেশিত আছে (৩৪ নং)।

নমাজ চারিপ্রকার যথা :—

১। ফরজ নমাজ (আল্লা তায়ালার আদেশে যাহা আদায় করা কর্তব্য, না করিলে পাপ আছে)।

ফরজ নমাজ দুই প্রকার, যথা :—

(ক) ফরজ আইন (যাহা সকলের প্রতি করিবার আদেশ আছে যথা ৫ অক্তের নমাজ রমজানের রোজা ইত্যাদি)।

(খ) ফরজ কেফায়া (যাহা করিবার হুকুম আছে কিন্তু সকলের প্রতি পৃথকরূপে নহে, যথা জানাজার নমাজ ও ছালামের জবাব ইত্যাদি) (৩৫নং)।

২। ওয়াজেব (যাহা হজরত রছুল (দং) করিয়াছেন ও অন্যকে করিতে আদেশ করিয়াছেন, না করিলে পাপী হইবে যথা বেতেরের নমাজ।

৩। ছোন্নত (ছোন্নত নমাজ দুই প্রকার) যথা—

(ক) মওয়াক্কেদা (যাহা হজরত রছুল (দং) সততই করিয়াছেন ও তাঁহার উম্মতগণকে করিতে আদেশ করিয়াছেন)।

(খ) গয়ের মওয়াক্কেদা (যাহা হজরত রছুল (দং) কখন কখন করিতেন)।

৪। নফল (যাহা বিদ্বানেরা [আলেমগণ] করিতেন উহা করিলে পুণ্য হইবে কিন্তু না করিলে পাপী হইবে না)।

১১৭ সরা। নমাজের উপকারিতা বিষয়।

নমাজের গুণে মনুষ্যের সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। হজরত নবি (দং) কহিয়াছেন, ঝড়ে যেরূপ গাছের শুষ্ক পত্র ঝড়িয়া পড়ে, নমাজ দ্বারা সেইরূপ

কারণ। উত্তর পাইলেন "আমি এক সৎকার্যের পরিবর্তে দশগুণ পুণ্য প্রদান করিয়া থাকি, অতএব তোমার উম্মতের পরিশ্রমের লাঘব করিলাম মাত্র, পুণ্য ৫০ অক্তেরই পাইবেক সন্দেহ নাই।

৩৪ নং টীকা। উপক্রমণিকায় ১৩০ ফরজের বৃত্তান্ত দেখ।

৩৫ নং টীকা জমাতের মধ্যে এক জন ছালামের জবাব দিলে ও জানাজার নমাজের সামিল হইলে ফরজ আদায় হইবে। কিন্তু সামিল না হইলে ও ছালামের জবাব না দিলে জমাতের সকলেই পাপী হইতে হইবে(উপক্রমনিকায় ছুন্নত,ওয়াজেব ইত্যাদির বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)

পাপ সমূহ ঝড়িয়া পড়ে। নমাজি ব্যক্তি হঠাৎ কোন পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না এবং শয়তান তাহার নিকট আসিতে ভয় করে।

৮৯৮ নং। যে নমাজ যে সময় সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিষয়।

কোরাণ শরিফে নমাজের জন্ত বিস্তর তাকিদ আছে। কেয়ামতে (শেষ দিবসে) নমাজের জন্ত প্রথম প্রশ্ন হইবে। নমাজে এছলামের মূল পাঁচ কার্য্য (অর্থাৎ কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ, জাকাত) আদায় হইয়া যায় এবং শ্রেণী ভেদে নানা প্রকার নমাজ আছে। এই অসার জগতে জীব জন্তু সকলই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে (৩৬ নং)।

১। হজরত আদম ছফিউল্লার প্রতি ফজরের নমাজের আদেশ হয়।
২। „ এব্রাহিমের (আঃ) „ জোহরের „ „ „
৩। „ ইয়াকুবের (আঃ) „ আছরের „ „ „
৪। „ দাউদের (আঃ) „ মগরেবের „ „ „
৫। „ ইউনছ নবির (আঃ) „ এসার „ „ „

তাঁহারা আপন আপন সময়ে আল্লাহ্ পাকের আদিষ্ট সময়ে নমাজ পড়িতেন। নবিকুলতিলক হজরত মোহম্মদ (দঃ) সকল নবি ও রছুলগণের শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টিকর্ত্তা যে সমস্ত গুণ গ্রাম, মাহাত্ম্য, ক্ষমতা, মান ও মর্য্যাদা ইত্যাদি পয়গাম্বরগণকে পৃথক পৃথক প্রদান করিয়াছিলেন ঐ সকল এবং আরও বহুবিধ সংগুণ ও অলৌকিক কার্য্য হজরত রছুল করিম (দঃ) কে অর্পণ করিয়াছেন, এই হেতু তাঁহার প্রতি ঐ ফজর নমাজ পড়ার আদেশ হয়। জোনাব হজরত নবি (দঃ) মদিনায় গমন করার পর জোহর, আছের ও এসার নমাজের আদেশ হয়।

৮৯৯ নং। ফজর নমাজের শেষে দুই রেকাত সংযোগ হওয়ার ও উপকারিতা বিষয়।

এবাদতের মধ্যে ফরজ নমাজ শ্রেষ্ঠ, উহা দুই রেকাত অল্প বিধায় হজরত রছুল (দঃ) মননিবেশ করতঃ সম্পন্ন করার নিমিত্ত দুই রেকাত যোগ করিলেন। মহামূল্য মণি উপযুক্তরূপ আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে হয়

৩৬ নং টীকা। নমাজে পাঁচ কার্য্য হওয়ার কারণ এই যে, কলেমা পাঠে, কওমায়, পরম করুণাকর সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি আসক্ত হইয়া একান্ত করায়; নমাজ এবং নমাজের সময় কোন দ্রব্য আহারাদি করা হয় না বলিয়া রোজা-র অজ্ঞাত ক্রিয়া দ্বারা হয়, জাকাতের ফল পাওয়া যায়।

বলিয়া তাহার পশ্চাতে আর দুই রেকাত যোগ করিয়া দিয়াছেন। নমাজের উদ্দেশ্য সৃষ্টি কর্তার প্রতি ভক্তি হওয়া, দুই রেকাত নমাজ অতি অল্প ও উহা পড়িতে সময় অল্প লাগে, কি জানি অল্প সময় আন্তরিক ভক্তি রসের উদয় না হয় একারণ হজরত আরও দুই রেকাত বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এবং মূলাপেক্ষা শাখা পরিবর্দ্ধিত হওয়া অনুচিত ও মূল করজ দুই রেকাত বিধায় দুই রেকাতই বৃদ্ধি করিলেন। এছলাম ধর্ম্মে উন্নতি আরম্ভ হইলে লোকের মনে তখনও ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে নাই। বেশী নমাজ পড়ায় কষ্ট বোধ করিবে বিবেচনায় হজরত মক্কাশরিফে থাকা সময় ঐ দুই রেকাত নমাজ বৃদ্ধি করেন নাই। যৎকালে শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত ও উপাসনা করিতে আশক্ত দেখিলেন তখন হজরত রছুল করিম (দং) উল্লিখিত করজ নমাজে আরও দুই রেকাত সংযোগ করিলেন। ফজরের নমাজের সময় অধিক করিয়া কেরাত পড়ার আদেশ আছে তজ্জন্য দুই রেকাতই রহিল এবং ফজরের সময় আলস্য কিছু বেশী হয়, শুইয়া উঠিতে বিলম্ব হইলে দুই রেকাত শীঘ্র পড়িতে পারিবে, চরি রেকাত হইলে সময় বেশী লাগিবে তাহাতে সূর্য্যোদয় হওয়া সম্ভব ইত্যাদি কারণে বৃদ্ধি হয় নাই।

মগরেবের নমাজ দিনমানের নমাজের বেতের স্বরূপ, এজন্য উহা তিন রেকাত হইয়াছে। মগরেবের সময় রাত্রে পরিগণিত বটে কিন্তু সূর্য্যের কোন কোন লক্ষণ লালবর্ণ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকা বশতঃ সন্ধ্যা দিবসে পরিগণিত। চারি রেকাত করজ নমাজে প্রথমে দুই রেকাত মূল শেষ দুই রেকাত শাখা স্বরূপ সুতরাং শাখা ও মূলে প্রভেদ থাকায় জন্য শেষ দুই রেকাতে কেরাত সংযোগ হয় নাই, উহাতে ছুরা ফাতেহা কিম্বা ছোবহান্ আল্লা তিনবার পাঠ করা ছোন্নত। উহা পাঠ না করিয়া ঐ পরিমাণ সময় চুপ করিয়া থাকিলেও নমাজ সিদ্ধ হইবে।

১২০ সরা। প্রবাসীর জন্য বৃদ্ধি না হওয়ার বিষয়।

পথে ক্লেশ, শত্রুভয়, ক্লান্ত প্রযুক্ত নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া প্রবাসীগণের প্রতি দুই রেকাত নমাজ (কছর) করজ হইয়াছে। দয়াশীল হজরত নবি (দং) প্রবাসীগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া যাহা প্রচলিত করিয়াছেন তাহা অবহেলা করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি আদেশ অমান্য করিয়া নমাজ পড়িবে সে পাপী হইবে।

১২১ সরা। পূর্ব্ব নমাজের বৃত্তান্ত।

মেয়েরাজের পূর্ব্বে হজরত রছুল মকবুলের প্রতি ফজর ও এসার নমাজ ফরজ ছিল কোরাণ শরিফে ছুরা হুদের ১০ রুকুতে বণি এস্রাইলের ৮রুকুতে এবং অন্যান্য আয়েত সকল দ্বারা দিবা রাত্রিতে ৫ বার নমাজ পড়িবার আদেশ প্রমাণিত হইয়াছে।

১২২ সরা। নমাজের ফল।

দিবসে ৮ রেকাত ফরজ হইবার তাৎপর্য্য এই যে উহা পড়ায় জন্য ৮টী বেহেশ্তের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। এবং রাত্রে ৭ রেকাত ফরজ হওয়ার মর্ম্ম এই যে উহা সম্পন্ন করিলে ৭ নরকের দ্বার রুদ্ধ হইবে, এবং ফজরের দুই রেকাত ফরজ হইবার কারণ এই যে উহা আদায় করিলে দিবা রাত্রির পাপ মার্জ্জনা হইয়া যাইবে।

১০ম পরিচ্ছেদ।

নমাজের শ্রেণী।

নানাপ্রকার নমাজের নাম।

১২৩ সরা। অক্রিয়া নমাজ বিষয়।

১। ফজর।

২। জোহর এবং জোম্মার নমাজ।

৩। আছর।

৪। মগরেব।

৫। এশা।

(ক) ওতর বা বেতের

পরিবর্ত্তিত ১। কছর।

২। কজা এতদ্ব্যতীত ওয়াজেব, ছোন্নত ও নফল নমাজ অনেক প্রকার আছে (৩৭ নং)।

---

৩৭ নং টীকা—দৈনিক নফল এবাদত।

১। তাহিয়াতল অজু
২ এস্তেকারা
৩। এসরাক
৪। চাস্ত
৫। জওয়াল
৬। হাফজোল ইমান
৭। কাবলে আছর
৮। হফুজোল ওয়ালে দাইন
৯। আওয়াবিন
১০। কাবলে এসা
১১। তহেজ্জিদ
১২। আহাজ্জ র

১১শ পরিচ্ছেদ।

নমাজের সময় বিবরণ।

১২৪ মছলা। নমাজের মোশ্তাহাব সময়ের বিষয়।

(১) উষাকালে যখন একটী শুভ্রবর্ণ আলো পূর্ব্ব দিকে প্রকাশ পায়, ঐ সময় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ফজরের নমাজ পড়া মোশ্তাহাব।

(২) বেলা দ্বিপ্রহরের পর হইতে ছায়ায় আছলি (মধ্যাহ্নের সময় যষ্টি দাঁড়করাইলে যে ছায়া দৃষ্ট হয়) ব্যতীত কোন যষ্টির সমতুল্য, কাহার মতে ছায়ায় আছলির দ্বিগুণ ছায়া হওয়ার সময় পর্য্যন্ত জোহরের সময়, কিন্তু গ্রীষ্ম কালে বিলম্বে ও শীতকালে শীঘ্র, শীঘ্র জোহরের নমাজ পড়া মশ্তাহাব।

(৩) জোহরের পর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বতক আছরের সময়, কিন্তু মেঘাবৃত দিনে শীঘ্র শীঘ্র ও অন্যান্য দিনে বিলম্বে পড়া মোশ্তাহাব।

---

৩৭ নং টীকা (ক)

বারওয়ারী নফল নমাজ।

১। শুক্রবারের
২। শনিবারের
৩। রবিবারের
৪। সোমবারের
৫। মঙ্গলবারের
৬। বুধবারের
৭। বৃহস্পতিবারের

সাময়িক নমাজ

১। কাজা উমরি
২। ছালাতুত্তছবি
৩। এস্তেহক্বা
৪। কছুফ
৫। খছুফ
৬। জানাজা

চান্দ্রমাসিক ও বার্ষিক নমাজ

১। মহরম, চন্দ্রমাহার নমাজ (ক) লায়লাতুল আশুরা
২। সফর (ক) আখেরী চাহার সোম্বা
৩। রবিওল আউয়াল (ক) ফাতেহায় দোয়াজ দাহম
৪। রবিয়স ছানি
৫। জমাদিয়ল আউয়াল
৬। জমাদিয়স ছানি
৭। রজব—(ক) শবে এছতেহকা (খ) শবে মেরেরাজ
৮। সাবান (ক) সবে বরাত
৯। রমজান, (ক) তারাবি (খ) এতেকাফ (গ) শবে কদর
১০। শওয়াল (ক) ইদেল ফেতের
১১। জেল কদ
১২। জেল হজ্জ (ক) আইয়ামে মালুমাত (খ) হজ্জ (গ) ইদুজ্জোহা

এই সমস্ত নমাজের বৃত্তান্ত ও উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় সকলিয়াত নামক অন্য খণ্ডে লিখিত হইবে।

(৪) সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম দিকে লোহিতবর্ণ থাকা পর্য্যন্ত মগরেবের সময়। উক্ত সময়ের মধ্যে শীঘ্র, শীঘ্র কিন্তু মেঘাবৃত দিনে কিঞ্চিৎ বিলম্বে মগরেবের নমাজ পড়া মোশ্‌তাহাব।

(৫) মগরেবের পর (পশ্চিমদিকে লোহিতবর্ণ বিলীন হওয়ার পর) হইতে ছোবেছাদেক পর্য্যন্ত এশার সময়, কিন্তু একচতুর্থাংশ রাত্রি পর্য্যন্ত ও বর্ষাকালে শীঘ্র শীঘ্র পড়া মোশ্‌তাহাব। বেতেরের নমাজও বিলম্বে পড়া মোশ্‌তাহাব কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গের বিশ্বাস না থাকিলে এশার সঙ্গে পড়া কর্ত্তব্য।

১২৫ সবা। নমাজের মকরুহ্ সময়ের বিষয়।

সূর্য্যোদয় সময় এবং ঠিক দ্বিপ্রহর ও সূর্য্যাস্তের সময় নমাজ পড়া, তেলাওত সেজদা করা এবং জানাজার নমাজ পড়া মকরুহ কিন্তু আছরের নমাজের এক রেকাত ঘটনা ক্রমে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পড়িয়া বাকী নমাজ মগরেবের পূর্ব্বে পড়িলেও সিদ্ধ হইবে। জোমার নমাজের খোত্‌বা পড়ার সময় সকল প্রকার নমাজ, তেলাওত সেজদা ও জানাজার নমাজ পড়া নিষেধ। ফজরের নমাজের পর সূর্য্যোদয়, এবং আছরের পর, মগরেবের পূর্ব্বে অন্য নমাজ পড়া মকরুহ কিন্তু জানাজা ও তেলাওত সেজদা করা সিদ্ধ। হজের সময় ব্যতীত এক সময়ে দুই অক্তের ফরজ নমাজ পড়া নিষেধ। কোন নমাজের শেষ অক্তে কোন স্ত্রীলোক পবিত্র হইলে কিম্বা কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ সময়ের ক'জা পড়া সিদ্ধ। (৩৮ নং)

১২শ পরিচ্ছেদ।

আজান।

১২৬ সবা। আজানের বিবরণ।

সকলকে নমাজের সময় জানান এবং তজ্জন্য আহ্বান করাকে আজান বলে (৩৯ নং) পাঁচ ওয়াক্ত ও জোমার নমাজের আজান দেওয়া পুরুষের প্রতি ছোন্নতে মওয়াক্কেদা, কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্য নয়। সকল আজানই নমাজের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেওয়া ছোন্নত। কিন্তু এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম

---

৩৮ নং টীকা—হজ্ব যাত্রিগণ সময় ও স্থানাভাবে দুই অক্তের ফরজ নমাজও এক সঙ্গে পড়িয়া থাকেন কিন্তু এথায় তাহা সিদ্ধ নহে।

৩৯ নং টীকা—কলেমা খণ্ডের ৪-নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

সাফীর (র) মতে ফজরের নমাজের আজান শেষ অৰ্দ্ধ প্রহর রাত্রি থাকিতে দেওয়া সিদ্ধ। যে ব্যক্তি নমাজের সময় ভালরূপে পরিজ্ঞাত সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য ইহাতে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়। আজানের সময় পশ্চিমাভিমুখীন আজান দেওয়া হইয়া শাহাদত অঙ্গুলি (তর্জ্জনি) দ্বয় দুই কর্ণে দিয়া আজানের দেওয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে কিন্তু "হাইয়ালাচ্ছালাত" বলিয়া স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে এবং "হাইয়ালাল ফালাহ্" বলিতে বাম পার্শ্বে মুখ ফিরাইতে হইবে। আজানের শব্দগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ও আস্তে আস্তে এবং কোন স্থানে কম বেশ না করিয়া জের জবরাদি শুদ্ধ রূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য। রাগিণী বা সুর করিয়া আজান দেওয়া নিষেধ।

১২৭ সরা। আকামত বিষয়।

একামত অর্থে উপস্থিত লোককে নমাজ পড়ার জন্য আহ্বান করা বুঝায় (কলেমা খণ্ডের ৪১ নং দোয়া) উহা ঠিক আজানের ন্যায়, কেবল "হাইয়ালাল ফালাহের" পর "কাদকামাতেচ্ছালাত" অতিরিক্ত বলিতে হয়। একামত কর্ণে অঙ্গুলি না দিয়া শীঘ্র শীঘ্র বলা সিদ্ধ এবং পার্শ্বে হস্ত রাখা বিধি, ইহাতেও কথা বলা নিষেধ। মোহ্দেছের একামত দেওয়া মকরুহ জোনবের ও আকামত দেওয়া অসিদ্ধ এবং অন্যান্য নিয়ম আজানের ন্যায় বটে।

১২৮ সরা। আজান, আকামতের উত্তর বিষয়।

আজানের প্রত্যুত্তরে শ্রবণকারী "জেল্লাসানহু" বলিয়া মওয়াজ্জন যাহা যাহা বলিবে তাহাই মনে মনে বলিবে। কিন্তু "হাইয়াল্লাচ্ছালাত" ইত্যাদি শুনিয়া তদুত্তরে কলেমা খণ্ডের ৪৩ নং দোওয়া পড়িতে হইবে। আজান ও একামত সৃষ্টি হইবার বিষয় অনেক কথা বর্ণিত আছে (৪০ নং)।

---

৪০ নং টীকা—(১) জোনাব হজরত মোহম্মদের (দং) পূর্ব্বে আজানের রীতি ছিল না, মেয়েরাজের শুভরাত্রে যখন হজরত আক্‌ছা মসজিদে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন তখন হজরত জিব্রাইল (আলা) আজান ও একামত কহেন এবং হজরত অপর নবিগণ সহ নমাজ আদায় করেন। পরে রছুলে করিম (দং) ঐ প্রথা নমাজের শর্ত্ত করিলেন। আজান ২য় হিজরীতে মদিনা শরিফে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। (২) আব্দুল্লা বেনে জয়েদ (রং) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন হজরত নবি (দং) নমাজার্থে লোক একত্রিত হইবার জন্য শিঙ্গা ফুকাইয়া শব্দ করিবার আদেশ দেন, তাহার অব্যবহিত পরে আমি নিদ্রাগত হইয়া স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে, একব্যক্তি শিঙ্গা লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম হে ভ্রাতঃ তুমি ইহা (শিঙ্গা) বিক্রয় করিবে? সে ব্যক্তি কহিল তুমি ইহা কি করিবে? তদুত্তরে

১৩শ পরিচ্ছেদ।

নমাজের আহ্‌কামের বিবরণ। (৪১নং)

১২৯ সয়া। আহকাম বিষয়।

নমাজের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত ছয় বিষয় সতর্ক হইয়া নমাজ পড়িতে হইবে। শরাতে ইহাকে নমাজের আহ্‌কাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা জানা ফরজ। ইহার মধ্যে কোন একটি ছাড়িলে নমাজ সিদ্ধ হইবে না।

১৩০ সয়া। আহকাম ১ম শর্ত্ত—তনপাক অর্থাৎ নমাজির শরীর পবিত্র হওয়া যথা:—

অবগাহন (গোছল) ও অজুর প্রয়োজন হইলে অবগাহন ও অজু করিয়া লইবে এবং শরীরে কোন অপবিত্র দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে তাহা ধৌত করিয়া পবিত্র হইবে।

১৩১ সয়া। আহকাম ২য় শর্ত্ত।

জামা পাক অর্থাৎ নমাজির কাপড় সকল পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

বিনা আপত্তিতে পবিত্র কাপড় ব্যতীত অপবিত্র কাপড় ব্যবহার করিলে নমাজ অসিদ্ধ হইবে অর্থাৎ $\frac{৩}{৪}$ চারি ভাগের তিন ভাগ কাপড় অপবিত্র আর এক ভাগ পবিত্র হয় এবং সেই কাপড় ভিন্ন যদি তাহার অন্য কাপড় না থাকে,

---

বলিলাম যে 'আমি ইহা দ্বারা শব্দ করিয়া নমাজের জন্য লোক আহ্বান করিব'। তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল, আমি তোমাকে এই কার্য্য সাধনার্থে ইহাপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট একটী সঙ্কেত শিক্ষা দেই। এই বলিয়া তিনি আমাকে আজ্‌ান দেওয়া শিক্ষা দিলেন। অতঃপর প্রাতঃকালে হজরত নবি (দঃ) সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমুহ বর্ণনা করায়, তিনি কহিলেন এই স্বপ্ন সত্য। অতএব যখন বিশ্বপতির অভিপ্রায় হইয়াছে, তখন তুমি যাহা স্বপ্ন যোগে শিক্ষালাভ করিয়াছ, অবিকল সেই আজান হজরত বেলাল (রঃ) কে শিক্ষা দাও। যেহেতু তাহার শব্দ তোমাপেক্ষা অতিশয় উচ্চ। তখন আমি দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং তদনুযায়ী বেলাল (রঃ) আজান কহিতে লাগিলেন। হজরত উমর (রঃ) স্বগৃহাভ্যন্তর হইতে তচ্ছ্রবণে বিকল চিত্ত হওতঃ পয়গাম্বর (দঃ) সদনে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে! জগৎপাতা প্রেরিত মহাপুরুষ (দঃ) আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এক্ষণে যাহা দর্শন করিতেছি অদ্য স্বপ্ন যোগেও আজ্‌ানের ব্যবস্থা অবিকল এই রূপই দর্শন করিয়াছি। হজরত কহিলেন সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বকর্ত্তাই প্রশংসনীয়।

৪১ নং টীকা—আহাকাম, আরকান নমাজের শরীর ও প্রাণ।

কিম্বা অপবিত্র কাপড় ধৌত করিয়া পবিত্র করার জন্ত জল কি পবিত্র করার দ্রব্য (ছেয়কাদি) না পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই কাপড় পরিয়া নমাজ পড়িলে সিদ্ধ হইবে কিন্তু তদাবস্থায় না পড়িয়া ক'জা করিলে নিশ্চয় পাপী হইবে উক্ত কাপড় পরিত্যাগ করতঃ উলঙ্গ হইয়া নমাজ পড়িলে নমাজ সিদ্ধ হইবেক না। অপবিত্র চারি ভাগের তিনভাগ অপেক্ষাও বেশী হইলে এবং পবিত্র এক ভাগেরও ন্যূন থাকিলে সেই কাপড় দ্বারা অথবা উলঙ্গ হইয়া নমাজ পড়িলে সিদ্ধ হইবে কিন্তু সেই কাপড় পরিয়া নমাজ পড়িলেই ভাল; কেন না পুরুষের নাভীদেশ হইতে হাঁটুর নিম্ন ও স্ত্রীলোকের মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকা ফরজ। যদ্যপি কেহ এরূপ বিপদে পতিত হয় যে ছতর ঢাকা কাপড় না থাকে কিম্বা সমস্ত কাপড় অপবিত্র থাকে তাহা হইলে অগত্যা উলঙ্গ হইয়া ইঙ্গিতে নমাজ পড়িয়া লইবে। দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া পড়া তাহার ইচ্ছাধীন, কিন্তু বসিয়া পড়াই মস্তহাব। কেন না উপবিষ্ট অবস্থায় তাহার ছতর ঢাকা থাকিবে এবং পাজামা, কোর্ত্তা, তহবন্দ, মোজা ইত্যাদিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক, এক কাপড় জানিতে হইবে।

১। নজছে গলিজা এক দেরেমের অধিক হইলে ধৌত করা ফরজ, দেরেম পরাই পরিমাণ হইলে ওয়াজেব এবং তাহা সহ নমাজ সিদ্ধ, আর যদি উহা হইতে কম হয় তাহা হইলে ধৌত করা ছোন্নত। কিন্তু নজছে খফিফা হইলে যে পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত না হয় সে পর্য্যন্ত নমাজ সিদ্ধ হওয়ায় বাধা হইবে না।

১৩২ সরা। আহ্‌কাম ৩য় শর্ত্ত।

জায় পাক অর্থাৎ নমাজ পড়ার স্থান পবিত্র হওয়া। দুই পা, দুই জানু (হাঁটু) রাখিয়া সেজদা করা যাইতে পারে, এরূপ স্থান পবিত্র থাকিয়া অন্য স্থান অপবিত্র হইলেও নমাজ সিদ্ধ হইবে। ক্ষুদ্র জায় নামাজ হইলে যদ্যপি মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সংকুলান না হয় এবং জমিতে অপবিত্র দ্রব্য থাকে তাহা হইলে জায়নামাজ পদের নিম্নে রাখিয়া শুধু মৃত্তিকাতে সেজদা করিলে সিদ্ধ হইবে কিন্তু কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ সেজদার স্থানে নমাজ পড়ার আসন (জায় নমাজ) রাখিয়া নমাজ পড়িয়া থাকে বস্তুতঃ তাহা সিদ্ধ নহে। পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি যদি এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে তৎকালে শয্যা পরিবর্ত্তন করিলেও, অপবিত্র হইয়া যায়, কিম্বা কষ্ট হয় তাহা হইলে তদবস্থায় সেই শয্যায় নমাজ সিদ্ধ হইবে। যে স্থানে সমস্ত জমি অপবিত্র থাকে কিম্বা কর্দ্দম ও কিম্বা

দ্রব্যের দ্বারা অপবিত্র থাকে, শুষ্ক স্থান না থাকে তাহা হইলে দাঁড়াইয়া ইশারায় নমাজ আদায় করিতে হইবে। (দোর মোখ্‌তার,আলমগিরি দ্রষ্টব্য।)

১৩৩ সংখ্যা। আহ্‌কাম ৪র্থ শর্ত্ত।

ছতর ঢাকা অর্থাৎ নমাজির শরীর আবৃত রাখা, যাহা স্ত্রী পুরুষের আবৃত রাখা ফরজ যথাঃ—পুরুষের নাভীর নিম্ন হইতে হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত আবৃত করা কিন্তু নাভীর উপর হইতে ঢাকাই ভাল। স্বাধীনা স্ত্রীলোকের মুখ দুই পদের, দুই হাতের কব্জা ও গোড়া এবং উপরিস্থ সন্ধি স্থান এই তিন স্থান ব্যতীত সমুদয় শরীর আবৃত করা ফরজ। চিকুর ঢাকাও ফরজ। ঐ সকল অঙ্গ অনাবৃতাবস্থায় নমাজ সিদ্ধ কিন্তু অনাবৃত দেখিলে লোকের মনে কুপ্রবৃত্তির উদয় হয় এই জন্য ঐ সকল স্থানও আবৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য। দাসীর জন্য পুরুষের ন্যায় আবৃত করা ও তদতিরিক্ত পেট ও পৃষ্ঠ ঢাকা ফরজ। নপুংসক দাস সম্বন্ধে দাসীর যে পরিমাণ ঢাকা উচিৎ তাহারাও সেই পরিমাণ কর্ত্তব্য। পাতলা কাপড় পরিধান করিলে যদি শরীর দৃষ্ট হয় তবে তদ্দ্বারা নমাজ পড়া অসিদ্ধ এবং ছতরের চতুর্থাংশের অধিক খুলিয়া গেলে নমাজ সিদ্ধ হইবেক না। পয়োধর, বক্ষঃস্থল, গুপ্ত স্থান প্রভৃতি প্রত্যেকে একটী করিয়া ছতর। ইহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে ঐ নিয়ম কিন্তু সমস্ত খোলা স্থান একত্রিত করিয়া যদ্যপি অঙ্গের চতুর্থাংশের বেশী হয় তাহা হইলেও নমাজ নষ্ট হইবে। নমাজে অন্য লোকের দৃষ্টি হইতে ছতর আবৃত রাখাই ফরজ।

বিশেষতঃ কাপড় থাকা সত্বেও যদ্যপি কেহ অন্ধকার স্থানে বিবস্ত্র হইয়া নমাজ পড়ে তবে তাহার নমাজ অসিদ্ধ হইবে।

১৩৪ সংখ্যা। আহ্‌কাম ৫ম শর্ত্ত।

কাবারোক অর্থাৎ পশ্চিম মুখ হইয়া নমাজ পড়া (৪২ নং) বিনা আপত্তিতে কাবা মুখে নমাজ না পড়িলে অসিদ্ধ অর্থাৎ শীত এবং গ্রীষ্ম কালে যে স্থানে সূর্য্যাস্ত হয়; এই দুই স্থানের মধ্য স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ স্বীয় ডাহিন দিকে একভাগ বাম দিকে রাখিয়া তাহার মধ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া নমাজ পড়িতে হইবে কিন্তু যদ্যপি শত্রুর ভয়ে অভিভূত হইয়া কাবাভিমুখে নমাজ পড়িতে না পারে কিম্বা কোন হিংস্র জন্তু এরূপ ভাবে বসিয়া থাকে

৪২ নং টীকা—আমরা ভারত বাসী আমাদের জন্য ইহা সিদ্ধ বটে, কিন্তু যাহারা কাবার পশ্চিম দক্ষিণ বা উত্তর দিকে আছে, তাহাদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। তাহারা কাবার অভিমুখ হইয়া নমাজ পড়িবে।

যে কাবাভিমুখীন হইলে তাহাকে আক্রমন করিতে পারে তাহা হইলে সে ব্যক্তি সুবিধা মত যে দিক ইচ্ছা দণ্ডায়মান, উপবেশন কিম্বা শয়নাদি করিয়া নমাজ পড়িতে পারিবে। যদ্যপি কোন নূতন স্থানে দিক্ ভ্রম হওয়া বশতঃ পশ্চিম দিক নির্ণয় করিতে অক্ষম হয়, তবে তজ্জন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করত নমাজ পড়িতে হইবে। বিনা জিজ্ঞাসায় পশ্চিম দিক্ ব্যতীত অন্য দিকে নমাজ পড়িলে অসিদ্ধ হইবে। বস্তুতঃ সন্দিগ্ধচিত্তে কাবাভিমুখে নমাজ পড়িলে সিদ্ধ হইবে না কিন্তু কাহাকেও তথায় উপস্থিত না পাওয়া গেলে মনে মনে যে দিক কাবা বলিয়া মনের বিশ্বাস জন্মিবে সেই দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িলেই সিদ্ধ হইবে ও পরে স্থির হয় যে অন্যদিক কাবা ছিল তথাপি নমাজ পুনঃ পড়িতে হইবে না, কারণ কাবাদিকেই তাহার চিত্ত স্থির ছিল।

১৩৫ সরা।

যদি কেহ মনে মনে পশ্চিম মুখ স্থির করিয়া এক রেকাত নমাজ পড়ার পর সন্দেহপ্রযুক্ত অন্য দিকে দ্বিতীয় রেকাত এইরূপে চারি দিকে চারি রেকাত পড়ে তথাপি তাহার নমাজ সিদ্ধ হইবে। অন্ধকার রাত্রে কতকগুলি লোক কোন স্থানে নমাজ পড়ে কিন্তু কেব্‌লা কোন্ দিকে ইহা অবগত না হয় ও তাহারা আপনাপন মনের ধারণানুসারে কাবা দিক মনন করিয়া সেই দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়ে, এমামের মুখ কোন দিকে আছে ইহা অবগত না হয় (কিন্তু এমাম তাহাদের পশ্চাতে না থাকে) এবং ঐরূপে নমাজ পড়ার পর কোন্ দিকে পশ্চিম মুখ ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তথাপি উপরোক্ত নমাজ পুনঃ পড়িতে হইবে না কিন্তু যদি কেহ নমাজের মধ্যে কেবলার বিষয় বলে, কিংবা ভ্রম দূর হইয়া যায়, তাহা হইলে তদবস্থায় কেবলাভিমুখীন হইলেই হইবে। অপরিচিত সহরে উপস্থিত হইলে তথাকার মেহরাব দৃষ্টে ও জনশূন্য মাঠে দিক্ নির্ণয়ের যন্ত্র কিংবা নক্ষত্র দৃষ্টে কেবলা দিক্ নির্ণয় করিয়া নমাজ পড়া সিদ্ধ।

১৩৬ সরা। আহ্‌কাম ৬ষ্ঠ শর্ত্ত।

নিয়েত করিয়া নমাজ পড়া অর্থাৎ যে সময়ের জন্য যে নমাজ পড়িতে হইবে তাহা মনন করিয়া পড়া। অন্তঃকরণে মনস্থ করা ফরজ, মুখে বলা মোস্তহাব, কিন্তু নমাজি যে অক্তের নমাজ পড়িবে তাহা মনে মনে স্থির করিয়া পড়িলে সিদ্ধ হইবে নতুবা মনে (দেলে) না করিয়া কেবল মুখে বলিলে নমাজ সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং মনে ও মুখে নিয়েত বলা উচিত।

১৩৭ সবা।

মনন বিষয়—সমস্ত ছোন্নত, নফল ও তাবাবি নমাজে শুধু নমাজের মনন করিলে সিদ্ধ হইবে, যদ্যপি কেহ যে সময়ের ছোন্নত তাহা কিম্বা ছালাতে বা আরবা না বলিয়া খোদায় নমাজ পড়ি বলে তাহাতেও সিদ্ধ হইবে কিন্তু ফরজ নমাজ হইলে যে সময়ের পড়িবে তাহা মনন করিয়া পড়িতে হইবে। মুখে অন্য সময় অন্য নমাজের নাম নির্গত হইলেও অসিদ্ধ হইবেক না। ইমামকে ইমামতির নিয়েত না করিলে চলিতে পারে, কেননা কেহ একা নমাজ পড়িলে, তাহার পিছনে অন্য ব্যক্তি এক্তেদা করিলেও ইমামের নমাজ অসিদ্ধ হইবেক না কিন্তু যে ব্যক্তি পিছনে এক্তেদা করিয়া নমাজ পড়িবে তাহাকে অবশ্য নিয়েত বলিতে হইবে। যদ্যপি ইমাম রুকু মধ্যে যায় ও মোক্তাদি (যে এক্তাদা করে) নিয়েত করিবার সময় না পায় তাহা হইলে হিন্দিতে বা বাঙ্গালায় বলিবে যে "ইমামের নমাজে দাখিল হইলাম" তাহাতে সিদ্ধ হইবে। নমাজের নিয়েত করিয়া তহরিমা বান্ধা থাকার সময় পর্য্যন্ত অন্য কার্য্য করা নিষেধ এবং পৃথিবীস্থ কার্য্য হইতে পৃথক হইয়া যাওয়াকে তহরিমা বান্ধা বলে।

মকাশরিফে নমাজ পড়ার বিষয়।

১৩৮ সবা।

কাবা শরিফে ফরজ ও নফলাদি নমাজ পড়া সিদ্ধ এবং জমাতে এমামের পৃষ্ঠ দিকে মোক্তেদির পৃষ্ঠ থাকিলে কিম্বা এমামের পৃষ্ঠ মোক্তদির সম্মুখে থাকিলেও নমাজ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ এমামের সম্মুখে মোক্তাদির সম্মুখ হইলে ও উভয়ের মধ্যে ছোতরা চিহ্ন না থাকিলে নমাজ মকরুহ হইবে। কিন্তু এমামের সম্মুখে মোক্তাদির পৃষ্ঠ থাকিলে নমাজ হইবে না। কাবা শরিফের প্রাচির হইতে যতদূর ব্যবধান এমাম দণ্ডায়মান হয় মোক্তাদি সেই প্রাচীর হইতে তদপেক্ষা অল্প ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইলে তাহার নমাজ সিদ্ধ হইবে না। এমাম বয়তোল্লার মধ্যে ও মোক্তাদিগণ বাহিরে দাঁড়াইলেও নমাজ হইবে কিন্তু যে দিকে এমাম দাঁড়াইবে সেই দিকে মোক্তাদি এমাম হইতে কাবার নিকটবর্ত্তী হইলে নমাজ হইবে না। এমাম যে মুখে দাঁড়াইয়াছে যদি কোন মেয়ে লোকও ঐ মুখী হওতঃ এমামের তুল্য হইয়া দাঁড়ায় ও এমাম তাহার এমামতির নিয়েত করে তবে নমাজ ভঙ্গ হইবে নচেৎ ভঙ্গ

হইবে না। কোন ব্যক্তি কাবা শরীফের ঘরের একদিকে এক রেকাত অন্য দিকে আর এক রেকাত নমাজ পড়িলেও নমাজ শুদ্ধ হইবে।

১৪শ পরিচ্ছেদ।

নমাজের আরকান বিবরণ।

১৩৯ সরা। আরকান।

যে সকল কার্য্য দ্বারা নমাজ সম্পন্ন হয় তাহাকে নমাজের আরকান বা ছেফত বলে। উহা ফরজ এবং সাত প্রকার, ইহার কোন একটী ছাড়িলে নমাজ হইবে না।

১৪০ সরা।

১ম তকৃবির তহরিমা। "আল্লা হো আকবর" বলিয়া উভয় কর্ণলতায় উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করান অর্থাৎ নিয়তের পর হস্ত উত্তোলন করিয়া তকৃবির পাঠ করতঃ তহরিমা বন্ধন করা (কলেমা খণ্ডের ৪৫।৪৭ নং দোওয়া দ্রষ্টব্য)। নমাজের মধ্যে তহরিমা বান্ধা মাত্র পানাহার, বলা, শুনা ইত্যাদি মোবা কার্য্য হারাম (নিষেধ) হইয়া যায় (৪৩নং) কিন্তু যে যে শব্দে তহরিমা তকৃবির হয় তাহা বলা সিদ্ধ। সৃষ্টিকর্ত্তার সমান যে যে শব্দে হয় তদ্দ্বারা নমাজ শুরু করিতে হইবে অর্থাৎ আল্লা হো আকবর, আলহামদো লিল্লাহে, আর্ রহমান কিম্বা ছোবহানাল্লাহে আল্লা হো আজামো, আল্লা হো আজামো লায়লাহা ইল্লাল্লাহো ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল শব্দে প্রশ্ন করা হয় তদ্দ্বারা নমাজ আরম্ভ করা নিষেধ, যথাঃ—আল্লা হো মাগ্‌ফেরলি, আস্তাগ ফেরোল্লা ইত্যাদি। নমাজের প্রত্যেক কার্য্য শুদ্ধ মত করিতে হইবে। আল্লা শব্দের "আ" অক্ষর টানিয়া পড়িলে আল্লাতায়ালা বোজর্গ কিনা, এইরূপ অর্থ

---

৪৩ নং টীকা—পুরুষ হইলে কর্ণলতায় হস্তোত্তলনের পর নাভীর নিম্নে এবং স্ত্রীলোক হইলে স্কন্ধে হস্তোত্তলনের পর বক্ষঃস্থলে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের কব্জা দৃঢ়রূপে ধৃত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় সরল ভাবে রাখিতে হইবে। আল্লা শব্দের "আ" ও আকবর শব্দের "বা" শীঘ্র পড়িতে হইবে, লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে না এবং মোক্তাদি ইমামের অগ্রে তহরিমাতকবির করিলে অসিদ্ধ হইবে।

হইয়া যায়। কেহ এই অর্থ প্রতি বিশ্বাস করিলে কাফের হইবে ও নমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, বিশ্বাস (এক্বিন) না করিলেও নমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং আকবরের ব, অক্ষরের আকার টানিয়া বড় করিয়া পাঠ করিলেও নমাজ নষ্ট হইবে এবং তাহার অর্থের প্রতি বিশ্বাস করিলেও কাফের হইবে। কারণ শয়তানের এক নাম আকবার; তজ্জন্য "ব" এর আকার টানিয়া পড়িতে নিষেধ।

১৪১ সবা।

২য়—(কেয়াম) দাঁড়াইয়া নমাজ পড়া। দুই পদের মধ্যে চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থান রাখিয়া কেবলা মুখে মস্তক ঈষৎ অবনত করত, যেরূপ ভাবে কোন রাজাধিরাজের সম্মুখে ভয় ও নম্রতার সহিত দণ্ডায়মান হইতে হয় সেইরূপে সর্ব্বশক্তিমান সম্রাটের সম্রাট সৃষ্টি-কর্ত্তাকে সম্মুখে উপস্থিত জানিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সকল প্রকার নমাজ দাঁড়াইয়া পড়া উত্তম, আবশ্যকস্থলে বসিয়াও পড়িতে পারে কিন্তু নফল ও ছোন্নত নমাজ ব্যতীত ফরজ নমাজ বিনা ওজরে বসিয়া পড়া নিষেধ।

১৪২ সবা।

৩য়—(কেরাত) কোরাণের আয়েত পড়া। ছানা,তাউজ, তছমিয়া (কলেমা খণ্ডের ৫০।৫১।৫২ নং দোওয়া) পড়ার পর ফাতেহা ছুরা পাঠ করিয়া এমাম হইলে মনে মনে আমিন বলিবে, তৎপর অন্য কোন ছুরা পড়িবে কিন্তু মোক্তাদি হইলে কেবল ছানা পড়িবে ও ইমামের ফাতেহা পড়া শেষ হইলে আমিন পড়িবে। এবং ফরজ যত রেকাত নমাজ হউক না কেন দুই রেকাতে কেরাত (কোরাণের ছুরা) পড়িবে। (ছোন্নত ওয়াজেব নফলে প্রত্যেক রেকাতে কেরাত পড়া চাই) নমাজ মধ্যে "আয়তল কুরছি" কিম্বা "কালা আল্লা হোম্মার" কোন এক বড় আয়েত অথবা ছোট তিন আয়েত পড়া এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মহম্মদের (রঃ) মতে ফরজ (একান্ত কর্ত্তব্য)। কিন্তু এমাম আজমের (রহঃ) মতে ছোট হউক বড় হউক এক আয়েত যেমন "তাহা", 'ছাদ' কিম্বা 'মোদহাম্মাতান' পড়া ফরজ। শরে বেকায়া মধ্যে লিখিত আছে যে এক আয়েত পড়া ফরজ, কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ফাতেহা না পড়িয়া কেবল এক আয়েত পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকে সে পাপী হইবে; কেননা ফাতেহা পড়া ও তৎসঙ্গে ছুরা মিলান ওয়াজেব, সুতরাং ওয়াজেব পরিত্যাগ করা হেতু পাপী হইবে।

(ক) ফরজ নমাজের দুই রেকাতে কোরাণ (কেরাত) পড়া ফরজ এবং ছোন্নত, নফল ও ওয়াজেব নমাজের সকল রেকাতে ছুরা পড়া কর্ত্তব্য। কিন্তু (খ) ফজর, মগরেব ও এশার নমাজের ফরজের ১ম দুই রেকাতে এবং জোমা দুই ঈদ ও তারাবির নমাজে ও রমজান শরিফের মধ্যে বেতেরের তিন রেকাতেই এমামকে উচ্চৈঃস্বরে (৪৪ নং) কেরাত পড়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য নমাজে আস্তে আস্তে (৪৫নং) কেরাত পড়িতে হইবে। একাকী অক্রিয়ার নমাজ পড়া কালীন কেরাত উচ্চৈস্বরে কি আস্তে পড়া ইচ্ছাধীন কিন্তু কাজা নমাজে আস্তে পড়া ওয়াজেব।

(গ) প্রবাসে দুই প্রকারে ছোন্নত হয় (১) আবশ্যকতার সময় অর্থাৎ শত্রুর ভয়, চোরের ভয়, ডাক বাহক কিম্বা রেলগাড়ীর আরোহী হইলে, ফাতে-হার সহিত যে কোন ছুরা হউক যোগ করিয়া নমাজ পড়িলে সিদ্ধ হইবে। (৪৬নং) (২) অনাবশ্যকতার সময় যখন, জলে স্থলে থাকা যায়, কোন ভয় থাকে না তখন ফজর ও জোহরের নমাজে আলহামদার পর ছুরা "বোরুজ" ও "এজাচ্ছামা উন শাক্কাৎ" এর ন্যায় আছর ও এশার নমাজে আলহামদোর পর ছুরা বুরুজ অপেক্ষা কোন ছোট ছুরা এবং মগরেবের নমাজে খুব ছোট ছুরা পড়িতে হইবে (ঘ) গৃহস্থের জন্য কেরাত পড়া ছোন্নত দ্বিবিধ যথাঃ (১) সচ্ছলতার সময় জোহর ও ফজরের নমাজে তুল মফঃচ্ছল (৪৭ নং) আছর ও এশার নমাজে আওছাৎ মফচ্ছল (৪৮নং) এবং মগরেবে কেছার মফচ্ছল (৪৯নং) পড়িতে হইবে। (২) বিশেষ কারণ বশতঃ অর্থাৎ যখন নমাজের

(৪৪ নং টীকা) উচ্চৈঃস্বরে পড়ার নিম্ন সীমা এই যে অন্যে শুনিতে পায়।

(৪৫ নং টীকা) আস্তে পড়ার নিম্ন সীমা এই যে নিজে শুনিতে পায়।

৪৬ নং টীকা—হজরত পয়গাম্বর (দঃ) প্রবাসে ফজরের ফরজ নমাজে আল্হাম্দোর সহিত "কোল আউজো বেরাব্বেল ফালাক"—ও "নাছ" ছুরা পড়িতেন (আবুদাউদের উক্তি)।

৪৭ নং—ছুরা "হেজোরাৎ" হইতে ছুরা "বুরুজ" পর্যান্ত ছুরা সকলকে তুল মফঃচ্ছল বলে।

৪৮ নং—ছুরা "বুরুজ" হইতে "লাম ইয়াকোনেল্লাজি" পর্য্যন্ত ছুরা সকলকে আওছাৎ মফচ্ছল বলে।

৪৯ নং—"লাম ইয়া কোনেল্লাজি" হইতে কোরাণের শেষ তক ছুরা সকলকে কেছার মফচ্ছল বলে।

সময় অত্যল্প থাকে এমতাবস্থায় যেরূপ ছুরা পড়িলে ঐ সময়ের মধ্যে কুলা-ইতে পারে তদ্রূপ পড়িবে। (ঙ) প্রত্যেক সময়ের নমাজের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ছুরা পড়া মকরুহ (৫০ নং)। যে ব্যক্তি প্রথম রেকাতে এমামের সঙ্গী হইবে তাহাকে কেরাত পড়িতে হইবে না, কেবল চুপ করিয়া শুনিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি এমামের প্রথম রেকাতে সঙ্গী না হইবে, এমাম নমাজ শেষ করিলে তাহাকে বাকী নমাজ পড়িতে হইবে। (চ) কোরাণ শরিফের ছুরা এরাফে খোদাতালা আদেশ করিয়াছেন যে, যখন নমাজে কোরাণ পঠিত হয় তখন চুপ করিয়া শুনিবে, তাহা হইলে খোদাতালার অনুগ্রহ হইবে। আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে রছুলোল্লা (দং) আদেশ করিয়াছেন, অনুকরণ ও অনুসরণ করার জন্য এমাম নিযুক্ত করা হয়, অতএব মোক্তেদি-দিগের কর্ত্তব্য যে কেরাত পড়া ও (খোৎবায় কোরাণের আয়েত থাকা হেতু) খোৎবা পড়া কালে চুপ করিয়া শুনা। আবু দাউদ ও নেহাইর (রহঃ) একটী হদিছের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন এমাম তক্‌বির বলিবে ও কেরাত পড়িবে তখন মোক্তেদিগণও (তক্‌বির বলিয়া) চুপ করিয়া কেরাত শুনিবে। যদিও এমাম ইচ্ছা করানের ও ভয় দেখানের আয়েত পড়ে কি পয়গাম্বরের (দং) উপর দরুদ প্রেরণ করে তথাপি মোক্তেদিকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু যখন খোদা কর্ত্তৃক মনুষ্যের প্রতি রছুলের (দং) জন্য দরুদ পড়িবার আদেশ থাকে ও তদ্রূপ আয়েত খোৎবায় এমাম কর্ত্তৃক পঠিত হয় তখন মোক্তেদিদিগকে মনে মনে দরুদ পড়িতে হইবে।

যদি কেহ এশার নমাজের প্রথম দুই রেকাতে কেবল আল্‌হামদো পড়ে, তবে শেষ দুই রেকাতে আল্‌হামদোর সহিত ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে কিন্তু এমাম হইলে ঐ শেষ দুই রেকাতে আলহাম্‌দো দুইবার করিয়া পড়িতে হইবে না অর্থাৎ কেবল আল্‌হাম্‌দোর সহিত ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে। ১৪৩ সরা।

৪র্থ—রুকু দেওয়া। কেরাত পড়া শেষ হইলে,আল্লাহো আকবর

---

৫০ নং টীকা—কোন নির্দ্দিষ্ট ছুরা পড়া ওয়াজেব জ্ঞান করিলে এবং অন্য ছুরা পড়া অসিদ্ধ জানিলে উহা মকরুহ হইবে, কিন্তু সচ্ছন্দতা জন্য কি রছুলে খোদা (দং) পড়িতেন বলিয়া উহা পবিত্র জ্ঞানে পড়িলে সিদ্ধ হইবে। তথাপি অজ্ঞান লোকের কুসিদ্ধান্ত হইতে রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে ছুরা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

এরূপ ভাবে বলিবে যেন আল্লাহ্ শব্দের "আ" হইতে শুরু করিয়া আকবরের "র" উচ্চারিত হইতেই রুকুতে যাওয়া হয়। (৫১ নং)

১৪৪ সরা।

৫ম—সেজ্দা করা। রুকু হইতে "আল্লাহো আকবর" বলিয়া দাঁড়াইয়া তছমিয়া ও তমহিদ পড়া হইলে বিশ্বপতিকে নিকট জানিয়া পুনরায় "আল্লা হো আকবর" এরূপ ভাবে বলিবে যেন আল্লাহ শব্দের "আ" হইতে শুরু করিয়া আক্‌বরের "র" তক বলিতেই প্রথমে দুই হাঁটু তৎপর দুই হাত কাণ বরাবর করিয়া মৃত্তিকায় পাতিয়া মধ্যস্থলে কিছু স্থান রাখিয়া (পুরুষ হইলে) আলগা ভাবে যেন পেটের নিম্ন দিয়া ছাগলছানা যাতায়াত করিতে পারে, স্ত্রীলোক হইলে হস্ত মৃত্তিকার সহিত, পেট উরুর, (ফিজির) সহিত সংলগ্ন করত নাসিকা ও ললাট মৃত্তিকায় লাগাইয়া সেজদা করত দোওয়া পাঠ করিতে হইবে (৫২ নং) সেজদার তছ্‌বি পাঠ হইলে পুনরায় আল্লাহো আক্‌বর বলিয়া পুরুষ হইলে বাম পদের উপর (স্ত্রীলোক হইলে) নিতম্বের উপর উপবেশন করত এক তছ্‌বি পাঠ পরিমিত সময় অতিবাহিত করিয়া ঐরূপ

---

৫১ নং টীকা। রুকু করা অর্থ শরীরের উর্দ্ধাংশ অর্থাৎ মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ সমতল করা। ইহা ফরজ যদি কেহ কুজ হয় এবং দাড়াইলে রুকু দেওয়ার ন্যায় দেখায়, তবে মস্তকের ইঙ্গিতে রুকু দিতে হইবে।

(ক) রুকু একবার কিন্তু সেজদা দুইবার দেওয়ার কারণ এই যে ফেরেশ্তা গণ সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আদমকে (আলা) একবার সেজদা করিয়া মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন ইবলিছকে সৃষ্টি কর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করা হেতু নিগ্রহের রজ্জু (লানতের তওক) গলে পরিধান হইয়াছে, তদ্দর্শনে তাহারা তাহাদিগকে সৃষ্টি কর্ত্তার আদেশ মান্য করিবার ক্ষমতাবান হইয়াছে বলিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ দ্বিতীয় বার সেজদা করিয়াছিল তজ্জন্য দুই সেজদা ফরজ হইয়াছে।

(২) ১ম সেজদায় মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ও মৃত্তিকায় মস্তক রাখিতেছি এই জ্ঞাপক বুঝায়, এবং ২য় সেজদায় মৃত্তিকা হইতে জন্ম ও পুনরায় মৃত্তিকায় বিলীন হইব এইরূপ ভাবদায়ক।

(৩) কাফি এবং তমদাতোল এছলাম মধ্যে লিখিত আছে যে ১ম সেজদা খোদাতালার প্রতি বিশ্বাস (ইমান) প্রত্যার্পণের কৃতজ্ঞতা ও ২য় সেজদা বিশ্বাস (ইমান) স্থায়ী থাকার জন্য।

৫২ নং টীকা—যদি কাহার কপাল পাগড়ীর মধ্যে থাকিয়া ও মৃত্তিকা সংলগ্ন হয় তবে সিদ্ধ কিন্তু এরূপ স্থলে মকরুহ তন জিহী হইবে। ৭০নং টীকা দ্রষ্টব্য।

তাহে দ্বিতীয় সেজদা করিবে। সেজদায় পদের অঙ্গুলি কেবলাভিমুখে রাখিতে হইবে। এইরূপ করিলে এক রেকাত নমাজ পড়া হইবে।

১৪৫ সরা। সেজদা করার নিয়ম বিষয়।

অতঃপর ২য়, ৩য়, ৪র্থ রেকাতে ছানা, তাউজ, তছমিয়া পাঠ ও উপরোক্ত নিয়ম মত কার্য্য করিয়া নমাজ শেষ করিতে হইবে। সেজদায় কপাল ও নাসিকা উভয়ই মৃত্তিকায় সংলগ্ন করা বিধি, কিন্তু আপত্তি বশতঃ যদি কেহ কেবল কপাল বা নাসিকা লাগাইয়া সেজদা করে তাহা হইলেও সিদ্ধ হইবে। সপ্ত অঙ্গোপরি সেজদা করা ছোন্নত যথাঃ—

দুই পা, দুই হাত, দুই হাঁটু ও কপাল। দুই পা ও কপাল মৃত্তিকা সংলগ্ন করিয়া সেজদা করা ফরজ। যদি কেহ সেজদা কালীন দুই পা উঠায় তবে তাহার নমাজ ভঙ্গ হইবে। যদি কেহ উষ্ণীষের (পাগড়ীর) মধ্যে কি অতি-রিক্ত কাপড়ের উপরে (যেমন চাদর কি পরণের কাপড় সেজদার স্থানে পতিত হয়) সেজদা করে তবে তাহা সিদ্ধ। কোন শক্ত বস্তুর উপর সেজদা কালীন কপাল মাটীতে সংলগ্ন হইলে নমাজ সিদ্ধ নচেৎ অসিদ্ধ হইবে। সেজদার স্থান কর্দ্দমযুক্ত কিম্বা অপ্রশস্ত হইলে এবং সম্মুখের নমাজিও সেই সময়ের নমাজ পড়িলে তাহার পৃষ্ঠে সেজদা চলিবে। কিন্তু অন্য সময়ের নমাজ পড়িলে, কিম্বা জমাতের সঙ্গী না হইয়া একাকী পড়িলে অথবা অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিলে তাহার পৃষ্ঠে সেজদা দিয়া নমাজ পড়িলে অসিদ্ধ হইবে। ১৪৬ সরা।

৬ষ্ঠ—শেষ কায়দাহ অর্থাৎ উপবেশন করা। ২য় রেকাত পড়া শেষ হইলে পূর্ব্বমত পুরুষ বাম পদের উপর এবং স্ত্রীলোক হইলে পাছার উপর বসিয়া হস্ত ও পদাঙ্গুলি পশ্চিমাভিমুখীন করিয়া ৫৭ নং আত্তাহিয়াত দোওয়া পড়িতে হইবে।

১৪৭ সরা।

৭ম—সালাম ফিরিয়া অবকাশ হওয়া। আত্তাহিয়াত পড়ার পর দুই রেকাত নমাজের বেশী হইলে বাকী নমাজ আদায় করত আত্তা-হিয়াতের ৫৭।৫৮।৫৯ নং দরুদাদি পাঠ করিয়া ডাইন বামে ৬০ নং দোওয়া বলিয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। শেষ কায়দার পর কথা বলিলে কিম্বা হাহা করিয়া হাঁসিলেও নমাজ হইতে বহির্গত বুঝায় কিন্তু সালাম ফিরাইয়া

নামাজ শেষ করা ওয়াজেব। তৎপর ক্রমান্বয় ৬১ নং ৬৫ নং দোওয়া পাঠ করিবে।

১৫শ পরিচ্ছেদ।

নমাজের ওয়াজেব বিবরণ।

১৪৮ সয়া। নমাজে ওয়াজেব দ্বাদশটী ইহার কোন একটী ছাড়া বিধি নহে এবং ইহার কোনটী পরিত্যাগ করিলে নমাজ হইবে বটে কিন্তু পাপী হইতে হইবে, তজ্জন্য ছোহ সেজদা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বিশ্বপতি তজ্জনিত পাপ মার্জ্জনা করিতে পারেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

১ম—ছুরা ফাতেহা (আল্‌হামদো) পড়া।

২য়—আল্‌হামদোর সঙ্গে ন্যূন কল্পে ছোট তিন আয়েত পরিমাণ বা বড় এক আয়েত বিশিষ্ট অন্য ছুরা মিলাইয়া পড়া।

৩য়—প্রথম দুই রেকাত নমাজে কেরাত (কোরাণ) পড়া।

৪র্থ—নমাজের আহকাম আরকান ও ওয়াজেব ইত্যাদি নিয়মের সঙ্গে আদায় করা।

৫ম—রুকু ও সেজদার মধ্যে আরামের জন্য অল্পক্ষণ গৌণ করা (তাখিরে আরকাণ) অর্থাৎ এক তস্‌বি পড়িতে যে পরিমাণ গৌণ হয় তদনুযায়ী অপেক্ষা করা।

৬ষ্ঠ—প্রথম কায়দা (বৈঠক) অর্থাৎ চারি কিম্বা তিন রেকাত নমাজে দুই রেকাত নমাজ পড়িয়া বসা (ফরজ, ছোন্নত, ওয়াজেব কিম্বা নফল নমাজ হউক)।

৭ম—প্রথম দ্বিতীয় কায়দায় বসিয়া আত্তাহিয়াত পড়া।

৮ম—দুই দিকে ছালাম ফিরাইয়া নমাজ শেষ করা।

৯ম—বেতেরের নমাজে দোওয়া কন্থত পড়া।

১০ম—প্রত্যেক ইদের নমাজে ছয় তকবির পড়া (তক্‌বির তহরিমার পরে ছানাবাদে তিন তক্‌বির ও শেষ রেকাতের রুকুর তক্‌বিরের পূর্ব্বে তিন তক্‌বির দেওয়া)।

১১শ—ফজর, মগরেব ও এশার নমাজে "কেরাত" বড় করিয়া পড়া

(ইমামের জন্য ওয়াজেব কিন্তু একা নমাজ পড়িলে বড় করিয়া পড়া মোস্তা-হাব বটে)।

১২শ—জোহর ও আছরের নমাজ চুপে চুপে পড়া। এবং উক্ত সময় ছোন্নত নফল ইত্যাদি নমাজ চুপে চুপে পড়া কর্ত্তব্য বটে। (৫৩নং)

১৬শ পরিচ্ছেদ।

নমাজে ছোন্নতের বিবরণ।

১৪শ সবক। নমাজে ১৭ প্রকার ছোন্নত আছে তন্মধ্যে কোন একটী ছাড়িলে নমাজ হইবে বটে কিন্তু পাপী হইতে হইবে, মার্জ্জনা করা দয়াময়ের ইচ্ছা।

(১) নিয়েতের তক্‌বির, কনুতের ও দুই ঈদের তক্‌বির বলিয়া পুরুষ হইলে কর্ণ পর্য্যন্ত ও স্ত্রীলোকের স্কন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত উঠান।

(২) তহরিমা বান্ধা অর্থাৎ বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া দৃঢ়রূপে রাখা (পুরুষ হইলে নাভির নিম্নস্থানে ও স্ত্রীলোক হইলে বক্ষঃস্থলের (ছাতির) উপরে হস্ত বন্ধন।

(৩) চুপে চুপে ছানা পড়া (৫৪ নং)

(৪) চুপে চুপে তাউজ পড়া, (ইহা জমাতের এমাম, একা নমাজি ও মছবুক পড়িতে পারিবে)। কিন্তু মোক্তেদি তাউজ পড়িলে অসিদ্ধ হইবে। (৫৫ নং)

---

৫৩ নং টীকা। এসলাম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার হওয়ায় সময় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সমুদয় নমাজের কেরাত বড় করিয়া পড়িতেন, ইহাতে বিধর্ম্মীগণ কটাক্ষ দিয়া তাহাকে ও স্বর্গকর্ত্তা খোদাকেও গালি দিত সেই জন্য খোদাতায়ালা দিনের নমাজ চুপে চুপে এবং রাত্রির নমাজ উচ্চৈঃস্বরে [illegible] আদেশ করেন কেননা বিধর্ম্মীরা দিনের সময় আহারাদিতে এবং এশা ও [illegible] নমাজের সময় নিদ্রায় অভিভূত থাকিত তাহাতে কষ্ট দিতে বা গালি দিতে [illegible]।

৫৪ নং টীকা। কলেমা খণ্ডের ৫০নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

ছানা পড়ায় অসীম পুণ্য। যে সকল ফেরেশতা আরস উত্তোলন করিয়াছিল তাহারা ছানার এক এক অংশ তসবিহ স্বরূপ পড়িয়াছিলেন।

৫৫নং টীকা। কলেমা খণ্ডের ৫১নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

(৫) আল্‌হাম্‌দোর অগ্রে বিছমিল্লা পড়া (৫৬ নং)

(৬) আল্‌হাম্‌দোর শেষে "আমিন" বলা কিন্তু তাহা চুপে চুপে পড়িতে হইবে।

(৭) তহরিমা তক্‌বির ব্যতীত রুকু সেজদা ইত্যাদির তক্‌বির, (আল্লাহো আকবর) এমাম বড় করিয়া মোক্তাদি কিংবা স্ত্রীলোক ছোট করিয়া বলিবে ইদের নমাজে ছয় তক্‌বির ও শেষ রেকাতে রুকুর এক তক্‌বির এই সাত তকবির ওয়াজেব।

(৮) রুকুতে যাইয়া অন্যূন তিনবাঁর তছ্‌বি পড়া (৫৭নং)

(৯) রুকু হইতে সোজা হইয়া দাঁড়ান ও সেজদায় যাওন (৫৮ নং)

(১০) সেজদায় গিয়া অন্যূন তিন তছবি পড়া (৫৯ নং)

(১১) দুই সেজদার মধ্যে এক তছ্‌বি পাঠ পরিমিত কাল বিলম্ব করা।

(১২) জমাতে এমাম "ছমি আল্লা" কহার সময় মোক্তাদিগণের তাহা না বলিয়া "রব্বানা লাকাল হামদ্‌" কহা কিন্তু একাকী হইলে উভয় বলিতে হইবে।

(১৩) কায়দার মধ্যে পুরুষ হইলে বাম পা বিছাইয়া বসিবে, স্ত্রীলোক দক্ষিণদিকে দুই পা বাহির করিয়া উরুর উপর বসিবে ও পড়িবে (৬০ নং)।

(১৪) ফরজ নমাজ দুই রেকাতের বেশী হইলে প্রথম দুই রেকাতের পর কায়দা হইতে উঠিয়া কেবল "আল্‌হাম্‌দো" পড়া।

(১৫) শেষ কায়দায় বসিয়া দরুদ পড়া (৬১ নং)

(১৬) দরুদের পর মাছুরা পড়া (৬২ নং)

(১৭) দক্ষিণ ও বামদিকে ছালাম ফিরা।

---

৫৬ নং টীকা। দুই ইদে ছানার পর তক্‌বির তৎপর তাউজ অতঃপর তছমিয়া পড়িতে হয় ১নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

৫৭ নং টীকা। কলেমা খণ্ডের ৫৩ নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

৫৮ নং টীকা। ঐ ৫৪।৫৫নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

৫৯ নং টীকা। ঐ ৫৬ নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

৬০ নং টীকা। ঐ ৫৭ নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

৬১ নং টীকা। ঐ ৫৮ নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

৬২ নং টীকা। ঐ ৫৮ ক, ৫৯নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

১৭শ পরিচ্ছেদ।

নমাজে মোশ্‌তাহাবের বিবরণ (৬৩ নং)

১৫০ সরা। নমাজে মোশ্‌তাহাব।

(১) নমাজ পড়ার সময় দাঁড়ান কালে অর্থাৎ ছুরা পড়ার সময় সেজদার স্থান প্রতি দৃষ্টি রাখা।

(২) রুকুর সময় পদের উপরিভাগে দৃষ্টি করা।

(৩) সেজদাতে নাসিকার দিকে দৃষ্টি করা।

(৪) তেহিয়াত (কাএদা) পড়ার সময় ও বৈঠকাবস্থায় ক্রোড়ের দিকে দৃষ্টি করা।

(৫) হাই উঠিলে তাহা বন্ধ করা।

(৬) কাশী আসিলে তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা।

(৭) তহরিমায় তকবির বলার সময় কব্জা (হাতুলি) আস্তিন হইতে বাহির করা।

(৮) জমাতে মওয়াজ্জেন আকামতের তকবিরে "হাইয়ালেল ফালাহ" বলা সময় সমস্ত নমাজি দাঁড়াইয়া যাওয়া।

(৯) এমাম হইলে আকামতে "কাদ্‌কা মাতেচ্ছালাত" বলিবামাত্র নমাজ শুরু করিয়া তরতিবের সঙ্গে কোরাণ পড়া ও সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

(১০) রুকুর সময় মস্তক, পৃষ্ঠ বরাবর করিয়া রাখা।

(১১) সেজদার সময় প্রথমে দুই জানু (হাঁটু) রাখিয়া তৎপর দুই হাত তৎপর নাক শেষে ললাট ভূমিতে রাখা।

(১২) সেজদা হইতে উঠিবার সময়, সেজদায় যাওয়ার বিপরীত কর অর্থাৎ প্রথমে ললাট তৎপর নাসিকা তৎপর হস্ত অবশেষে জানু উঠান।

(১৩) সেজদার সময় দুই হাত বিছাইয়া রাখিয়া মধ্যস্থলে ললাট রাখা অর্থাৎ হস্ত দ্বয়ের মধ্যে সেজদা করা।

(১৪) হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকলকে কাবা (পশ্চিম) অভিমুখে রাখা।

(১৫) দাঁড়ান কালে দুই পা মধ্যে চারি আঙ্গুল পরিমাণ স্থান ফাঁক রাখা।

(১৬) কাএদাতে বসা কালে দুই জানুর উপর দুই হাত রাখা

৬৩ নং টীকা। এতদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(১৭) দক্ষিণ এবং বাম দিকে ছালাম অন্ত মুখ ফিরা।

(১৮) রুকু ও সেজদাতে তিন তছবিহ বেশী পড়া কিন্তু একা হইলে পাঁচ কিম্বা সাত বার পাঠ করা উচিত। ইমাম হইলে পাঁচবারের অধিক বলা মকরুহ্।

(১৯) সেজদার সময় দুই বাজুকে উদর হইতে আল্‌গা করিয়া রাখা, এবং পেট উরু হইতে, উরু কিল্লি হইতে, কিল্লি (পায়ের গোড়া) মৃত্তিকা হইতে, আল্‌গা রাখা পুরুষের কর্ত্তব্য কিন্তু স্ত্রীলোক হইলে উক্ত নিয়মের বিপরীত করিতে হইবে অর্থাৎ সেজদার সময় উরুকে উদরের সঙ্গে, কিল্লি উরুর সঙ্গে লাগাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(২০) মজবুকের উচিত যে এমাম ছালাম ফিরাইয়া কায়াগত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা, তৎপর উঠিয়া অবশিষ্ট নমাজ শেষ করা।

(২১) ফজরের ফরজ নমাজে ১ম রেকাতে ৫০ আয়েত ও দ্বিতীয় রেকাতে ২০—৩০ আয়েত পড়া এবং জোহরের ১ম দুই রেকাতে ৩০ আয়েত, আছর ও এশার নমাজে ২০ আয়েত, পরিমাণ ও মগরেবের নমাজে ছোট ছুরা পড়া বিধি কিন্তু ফজর, জোহর, আছর ও এশার নমাজে সময় অল্প হইলে ও প্রয়োজনানুরোধে ইচ্ছামত পড়া যাইতে পারে। (১৪২ সরার গ, প্রকরণ ও ৪৬।৪৭।৪৮।৪৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৮শ পরিচ্ছেদ।

নমাজ আদায় করার নিয়ম বিবরণ।

১৫১ সরা। নমাজ আদায় বিষয়।

পরম করুণাময় বিশ্বপতি পবিত্র কোরাণ শরিফের স্থানে স্থানে আদেশ করিয়াছেন "তোমরা নিয়মিতরূপে সতর্কতার সহিত নমাজ আদায় কর" এবং আমাদের হজরত পয়গাম্বর (দঃ) আদেশ করিয়াছেন "সময় মত নমাজ পড়াই সকল শুভকার্য্য হইতে উত্তম"। সৎসঙ্গে ও শুভকার্য্যে যেমন সুফল হয়, কুসংসর্গে তেমনই মন্দ ফল হইয়া থাকে, তজ্জন্য সর্ব্বগুণাধার সৃষ্টিকর্ত্তার ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া দৈনিক (পাঞ্জগানা) নমাজ আদায় করিলে বিশ্বপতির পবিত্র সাক্ষাৎ প্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া যায়। বিশেষতঃ সকলেরই নিকট

অহঙ্কার বড়ই ঘৃণিত বস্তু। পয়গাম্বর সাহেব বলিয়াছেন "যাহার মনে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার উদয় হইবে সে কখনই স্বর্গবাসী হইতে পারিবে না"। ভক্তির সহিত নমাজ আদায় করা, অহঙ্কার দূর করিবার এবং বিশুদ্ধ নম্রতা শিক্ষা করার এক প্রধান উপায়। যাঁহারা ভক্তির সহিত নমাজ আদায় করেন বিনয় ও নম্রতার চিহ্ন সর্ব্বদা তাঁহাদের মুখমণ্ডলে দেদিপ্যমান থাকে এবং তাঁহারাই স্বর্গে উচ্চতম স্থান অধিকার করার যোগ্য। নমাজ, সময় মত কার্য্য সম্পাদন বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকে, ইহাতে সময়ের সদ্ব্যবহার করা বিশেষরূপে শিক্ষা হয়। নমাজের পূর্ব্বে আঁজান হওয়া এবং আঁজান শুনিবামাত্র যাবতীয় কার্য্য কলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নমাজ পড়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য বটে এবং ইহাতে কার্য্য করার দক্ষতা শিক্ষা লাভ হয়।

১৫২ সরা।

নমাজে দণ্ডায়মান কালে সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তাকে সম্মুখে উপস্থিত জানিয়া তাঁহার উপাসনায় নিবিষ্ট চিত্ত হওয়া উচিত। আমাদের পয়গাম্বর (দং) আদেশ করিয়াছেন যে "তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তাকে এরূপভাবে অর্চ্চনা কর যেন তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছ ? যদিও তোমরা তাঁহাকে দেখিতেছ না কিন্তু তিনি তোমাদিগকে দেখিতেছেন"।

অতএব নমাজার্থ দণ্ডায়মানকালে যাহার এইরূপ ধারণা জন্মিবে সে অবশ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভয় ও লজ্জার সহিত মস্তক অবনত করতঃ আরাধনা ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে এবং নমাজ আদায়ের সময় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। (৬৪ নং)

---

৬৪ নং টীকা। নমাজিগণকে বুঝিতে হইবে যেন তাহারা কোন সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে এবং সম্রাট তাহাদের অবস্থাদি দেখিতেছেন, সুতরাং তাহাদের সাধ্য কি যে যে দাড়ি নাড়ে কি তাঁহার সহিত কথা বলে কিম্বা হাস্য করে, কেন না দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডবিধান করিবে। কিন্তু নমাজে সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হয় যিনি সম্রাটের, সম্রাট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সকল বিষয় পরিজ্ঞাত, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহা করিতে পারেন ও করিতেছেন এবং করিবেন। অতএব পরমেশ্বরকে একমাত্র উপাস্য জানে অন্য চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ভয় ও ভক্তির সহিত নমাজ পড়িতে আরম্ভ করা উচিত।

১৫৩ মস্‌লা।

নমাজ পড়ার সময় পশ্চিমাভিমুখীন হইয়া দুই পদের মধ্যে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান রাখিয়া দণ্ডায়মান হওতঃ হস্তদ্বয় লম্বমান করিয়া যে অক্তের নমাজ তাহার নিয়ত করতঃ হস্তদ্বয় কর্ণ পর্য্যন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা, পুরুষ হইলে কর্ণের লথনি স্পর্শ করিয়া, স্ত্রীলোক হইলে স্কন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত উঠাইয়া তকবির তহরিমা (আল্লাহো আকবর) বলিতে হইবে। তকবির তহরিমার পর পুরুষ হইলে ডাইন হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম হস্তের কব্জা ধরিয়া বাকি তিন আঙ্গুল বাম হস্তের উপর বিস্তৃত করতঃ নাভির নীচে, কিন্তু স্ত্রীলোক হইলে বক্ষঃস্থলের উপর রাখিতে হইবে। অতঃপর ছানা তাউজ ও তছমিয়া পড়িয়া ছুরা ফাতেহা পড়িবে এবং ফাতেহা অন্তে আস্তে আমিন বলিবে, তৎপর ছোট তিন আয়েত কিম্বা বড় এক আয়েতের কোন ছুরা মিলিয়া পড়িবে। তৎপর আল্লাহো আকবর কহিয়া এইরূপে রুকু দিতে হইবে যেন আল্লাহ শব্দের 'আ' দণ্ডায়মান অবস্থায় শুরু করতঃ আক্‌বরের 'র' রুকুতে আসিলে শেষ হয়। অনন্তর নত হইয়া দুই হস্তের কব্জা দ্বারা জানুদ্বয় ধৃত করিয়া অঙ্গুলি গুলি জানুর উপর বিস্তৃত করিয়া মস্তক, পৃষ্ঠ ও উরু এক সরল রেখায় রাখিয়া (যেন পৃষ্ঠ মস্তক সমভাবে থাকে) তিনবার রুকুর তছবিহ্‌ পড়িবে। অতঃপর ছামি আল্লাহো, লেমান হামদা এরূপ কহিতে কহিতে দাঁড়াইবে যেন ছামি আল্লার 'ছা' রুকুতে শুরু করিয়া হামেদার 'দা' সরলভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার সঙ্গে শেষ হইয়া যায়, কিন্তু মোক্তেদি হইলে ছামি আল্লাহো, লেমান হামেদা না বলিয়া কেবল 'রব্বনা লাকাল্‌ হাম্‌দ' বলিতে হইবে এবং আল্লাহো আক্‌বর কহিতে কহিতে সেজদায় যাইবে যেন আল্লাহো শব্দের "আ' দণ্ডায়মান অবস্থায় শুরু হয় ও আক্‌বরের 'র' উচ্চা-রণের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জায় নমাজে মস্তক স্থাপিত হয়। সেজদা এরূপ ভাবে দিতে হইবে যেন প্রথমে জানুদ্বয় তৎপর হস্তদ্বয় অনন্তর নাসিকা তদন্তর ললাট মৃত্তিকায় স্থাপিত হয়।

১৫৪ মস্‌লা।

সেজদার সময় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল মিলিতাবস্থায় কর্ণ বরাবর (তাহাতে হস্তের অঙ্গুলি ও তালুকা যেন জায় নমাজে সংলগ্ন হয়) জায় নমাজে রাখিতে হইবে এবং পেট উরু হইতে এবং উরু ফিল্লি হইতে আল্‌গা রাখিতে হইবে, যেন ছাগলের ছানা নির্ব্বাধে পেটের নীচ দিয়া যাতায়াত করিতে

পড়া কিম্বা তৎপরিমাণ সময় চুপ করিয়া থাকাও সিদ্ধ, কিন্তু আল্‌হাম্‌দো পড়াই উত্তম। অতঃপর পূর্ব্বের ন্যায় "আত্তাহিয়াত" পড়িবে "তদন্তের দরুদ ও দোওয়া পড়িয়া দক্ষিণে ও বামে ছালাম ফিরাব দোওয়া বলিয়া এরূপে ছালাম ফিরাইবে যেন মুখ ফিরাইলে স্কন্ধ দৃষ্টি হয়। এবং এমাম হইলে ছালাম ফিরান কালে জমাতের লোক এবং স্বীয় দক্ষিণে ও বামে স্থিত ফেরেশ্‌তাগণের মনন এবং মোক্তাদি হইলে এমামের নিয়েত এবং একাকী হইলে কেবল ফেরেশ্‌তার নিয়েত করিবে। এমাম ছালাম ফিরাইয়া কেবল আছর ও ফজরের নমাজের পর দক্ষিণ কি বামে মোক্তাদিদের দিকে ফিরিয়া বসিবে (৬৮ নং) অতঃপর আয়তল কুরছি দোওয়া পড়িয়া হস্তদ্বয় কর্ণ বরাবর উত্তোলন করতঃ দুই বাহু উন্মুক্ত করিয়া প্রার্থনা (মোনাজাত) করিবে।

১৫৩ সরা।

বর্ণিত আছে নমাজের সময় আগত হইলে হজরত পয়গাম্বর (দঃ) ও বিবি আয়শা (রাঃ) পরস্পরকে চিনিতেন না, এবং হজরত আলীর (কঃ ওঃ) শরীর কম্পন উপস্থিত হইত ও মুখের বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইত। নমাজ দুই ভাগে বিভক্ত যথা :—শারীরিক ও মানসিক। নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হওয়া কাবাভিমুখীন হওয়া তহরিমা বান্ধা, রুকু সেজদা ইত্যাদি করা, শারীরিক এবং পরম করুণাময় বিশ্বপতি সম্মুখে উপস্থিত আছেন, ইহা জ্ঞান করা ও নমাজে যাহা পড়া যায় তাহার অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভক্তি, ভয়, নম্রতা ইত্যাদি মনে ধারণা করা নমাজের মানসিক অংশ। যাহারা কেবল শারীরিক নমাজ পড়েন, তাহাদের ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকায় কোনই প্রভেদ নাই। রুকু ও সেজদায় এবং আল্লাহো আকবর (আল্লা অত্যন্ত বড়) বলা কালীন আপনাকে নিকৃষ্ট বস্তু মনে করিয়া ভয় ভক্তি করা উচিত এবং ভাল পোষাক লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না পৃথিবীস্থ সম্রাটগণের সমীপে উপস্থিত হইবে ভাল পোষাক পরিয়া বিনম্রতার সহিত দণ্ডায়মান হইতে হয় সুতরাং জগৎস্রষ্টা পরম করুণাসিন্ধু সম্রাটের নিকট উপস্থিত কালে যতদূর সম্ভব পরিষ্কৃত এবং পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করা ও পাপশূন্য জীবনসম্পন্ন হওয়া একান্ত উচিত।

৬৭ নং টীকা। আছর ও ফজরের ফরজ নমাজান্তে এমাম মোক্তাদিদের দিকে মুখ ফিরিয়া না বসা মকরূহ। অন্যান্য নমাজে সিধা নয় ডাইন বামে ফিরিয়া বসা মোক্তাদির ইচ্ছাধীন।

১৫৭ সরা।

কথিত আছে, হজরত রছুল (দঃ) নমাজ কালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন এবং তাঁহার সহচরগণও এরূপ ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন যে, তাঁহাদের তাৎকালিক অবস্থানুসারে নির্জ্জীব জড়পদার্থের কোনই প্রার্থক্য অনুভূত হইত না (৬৮নং)। সেই মহাত্মাগণেই প্রকৃত নমাজ পড়িতেন, এইরূপভাবে নমাজ পড়াই আত্মা ও মনের উন্নতি সাধণের প্রশস্ত পথ। নতুবা স্ত্রী, পুত্রাদি পরিবার ও বিষয় সম্পত্তির চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া নমাজ পড়া কিছুই কার্য্যকরী নহে, বরং তাহাতে নমাজ নষ্ট হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। যতদূর সম্ভব নিবিষ্ট চিত্তে নমাজ সম্পন্ন করিলে এককালীন এছলামের পাঁচ কার্য্য (কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ ও জকাৎ) আদায় হইয়া যায় (৬৯ নং)।

১৯শ পরিচ্ছেদ।

জমাতে নমাজ পড়ার বিবরণ।

১৫৮ সরা। ইমাম হওয়ার যোগ্য ব্যক্তির বিষয়।

জমাতের মধ্যে ইমাম নির্ব্বাচন করিতে হইলে যিনি অধিক বিদ্বান (আলেম) তিনি ইমাম হইবেন, কিন্তু তদ্রূপ ব্যক্তি একাধিক থাকিলে ক্রমান্বয় গুণ দৃষ্টি করিয়া নির্ব্বাচিত হইবে যথাঃ যিনি নমাজ আদায়ের প্রক্রিয়ায় বিলক্ষণ পারদর্শী, (ফকিহ); কেরাত পাঠকারী, (কারী); অধিক পরহেজগার (বিশেষ ধার্ম্মিক) অধিক বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সৎস্বভাব পূর্ব্ব পুরুষের গুণে গুণান্বিত কিম্বা সম্পত্তিশালী ধর্ম্মভীরু অথবা দাতা হইলে, কিম্বা সুন্দর মুখশ্রী বিশিষ্ট ভদ্রলোক কিম্বা সুমিষ্টভাষী যিনি হইবে তিনি ইমাম হইতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতেও দুই জন সমকক্ষ হইলে যাহার স্ত্রী সুন্দরী কিম্বা যিনি অধিক

---

৬৮ নং টীকা। একদা হজরত মরতুজা আলীর (কঃ ওঃ) পদতলে একটী সুতীক্ষ তীর বিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি বেদনায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে উক্ত তীরে অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শ ও তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর ন্যায় যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছিল। নমাজের সময় উপস্থিত হইলে যখন তিনি বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হইয়া তদগত মনে ঈশ্বরারাধনায় আত্মোৎসর্গ করিলেন তৎকালে উক্ত তীর তাঁহার পদতল হইতে বাহির করা হইল। তিনি ঈশ্বরারাধনায় চিত্তের একাগ্রতা জন্য ইহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না।

৬৯ নং টীকা। এতদ্বিষয় স্থানান্তরে বর্ণিত আছে।

হালাল (পবিত্র) সম্পত্তির অধিকারী ও ব্যবসায়ী এবং সকলের প্রিয়পাত্র তিনি ইমাম হইবেন। ইহাতেও সমকক্ষ হইলে যাহার পরিধানে পরিষ্কার বস্ত্র কিম্বা মস্তক অপেক্ষাকৃত বড় তিনি ইমাম হইবেন। তাহাতেও সমকক্ষ হইলে জমাতের অধিকাংশ লোক যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া মনোনিত করিবেন তিনি ইমাম হইতে পারিবেন। উপরোক্ত গুণান্বিত লোক থাকা স্বত্বে কাফের, জেনাকার (পরদারগামী), সুদখোর, উন্মত্ত স্ত্রীলোক, ক্লীব, জারজ, অন্ধ, ফাছেক, মহদেছ, জোনব, বোবা, মাতাল, ক্রীতদাস, আরাবি (জঙ্গলবাসী), অমিতব্যয়ী, অধার্ম্মিক এবং অল্প বয়স্ক ব্যক্তি এমাম হওয়া অসিদ্ধ।

কিন্তু অধার্ম্মিক বিধর্ম্মিত্বে না পঁহুছিলে এবং ঐ স্থলে সৎলোক উপস্থিত না থাকিলে সেই ব্যক্তির এমামতি সিদ্ধ হইবে। আগন্তুক ব্যক্তিদিগের মধ্যে রাজা, নবাব, কাজি কিম্বা কেরায়াদার থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে যিনি উপযুক্ত তিনি এমাম হইতে পারিবেন নতুবা গৃহস্বামী হইবেন। উপাসনা গৃহের নিযুক্তীয় এমাম থাকিলে তদপেক্ষা গুণশালী বিদেশী কেহ এমাম হইতে পারিবেন না। বোবার এমাম বোবা এবং মূর্খ লোক হইতে পারে। দুয়ের মধ্যে এক মহদেছ অপর জোনব হইয়া তৈয়ম্মম করিলে জোনব এমাম হইতে বাধা নাই।

১৫৯ শরা। এমামের নমাজ আদায় করিবার নিয়ম।

এমাম ইমামতির নিয়েত পড়িয়া তক্‌বির তহরিমার পর ছানা, তাউজ, তছ্‌মিয়া পাঠ করতঃ আছর ও জোহর হইলে চুপে ২; কিন্তু অন্যান্য অক্তে এলহানের (শব্দ প্রকাশের) সহিত ফাতেহা ও কেরাত পড়িবে। তৎপর "আল্লা হো আক্‌বর" বলিয়া রুকুতে গিয়া ৩৫ কি ৭ বার রুকুর দোওয়া চুপে ২ পড়িয়া পুনরায় তক্‌বির অন্তে তছিমা ও তম্‌হিদ কহিয়া দাঁড়াইয়া পুনর্ব্বার তকবিরান্তে সেজদায় গিয়া সেজদার তছ্‌বি তিন কি পাঁচবার পড়িয়া পুনরায় তক্‌বিরের সঙ্গে মস্তক উঠাইয়া সোজাভাবে উপবেশন করতঃ এক তস্‌বি পরিমাণ গৌণ করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় সেজদা করিবে। অতঃপর দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় রেকাতে কেবল ফাতেহা ও কোরাণ পড়িবে। দ্বিতীয় রেকাতে-সেজদার পর আত্তাহিয়াত ও দরুদ পড়িবে। দুই রেকাতের অধিক নমাজ হইলে কেবল আত্তাহিয়াত পড়িয়া বাকী নমাজে দাঁড়াইয়া চুপে২ কেবল ফাতেহা পড়িয়া শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াত ও দরুদাদি পাঠ

করতঃ ছালাম ফিরাইয়া মোনাজাত করিবে (৭০নং।) এমাম মোহদেছ ও জোনব হইলে তৈয়ম্মম করিয়া, এবং দাঁড়াইতে অশক্ত হইলে বসিয়া নমাজ পড়িতে পারে। অশ্বারোহী এমামের পাছে, অশ্বারোহী এবং ইঙ্গিত দ্বারা নমাজকারী ইমামের পাছে ইঙ্গিতকারী ও উলঙ্গের পিছনে উলঙ্গ মোক্তাদি হইয়া নমাজ পড়িতে পারিবে।

এমাম মোছাফের হইলে তাহার নমাজ পড়া সম্বন্ধে কছরের নমাজ বিবরণ দ্রষ্টব্য (৭১নং)।

১৬০ শরা। এমামের অজু নষ্ট হইলে নমাজ পড়ার নিয়ম।

এমামের অজু নষ্ট হইলে, এমাম অগোণে মোক্তাদিদিগের মধ্য হইতে একজনকে আপন স্থানে দাঁড় করাইয়া দিবেন, তিনি নমাজ শেষ করিবেন। কিন্তু এমাম অজ্ঞতা বশতঃ মোক্তাদির মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এমামতির জন্য অগ্রবর্ত্তী করিয়া না দিয়া নমাজ ত্যাগ করিলে মোক্তাদির নমাজ নষ্ট হইবে, এবং এমাম অজু করিয়া স্বীয় অবশিষ্ঠ নমাজ আদায় করিতে পারিবে।

১৬১ শরা। মেয়ে লোকের এমানতির বিষয়।

স্ত্রীলোকের নমাজে স্ত্রীলোক এমাম হওয়া মকরুহ, সুতরাং তাহাদের একা, একা পড়াই উত্তম, কিন্তু জমাতে পড়িতে আসিলে পিছনে অথবা এক পংক্তিতে দাঁড়াইতে হইবে। বিবস্ত্রেরও ঐ নিয়ম। যুবতী স্ত্রীলোক মোক্তাদি হওয়া অসিদ্ধ।

১৬২ শরা। জমাতে দণ্ডায়মানের নিয়ম।

প্রথম পংক্তিতে পুরুষ, দ্বিতীয়ে বালক, তৃতীয়ে নপুংসক দণ্ডায়মান হইবে। যদি বৃদ্ধা, বালিকা ব্যতীত কামভাবীনি কোন রমণী পুরুষের পার্শ্বে কি সম্মুখে একই জমাতের মধ্যে কোন অন্তরায় না রাখিয়া একই নমাজ পড়ে তবে এমাম স্ত্রীলোকের এমামতির নিয়েত করিলে সেই রমণীর নমাজ হইবে, কিন্তু রমণীর নিয়েত না করিলে পুরুষগণের নমাজ হইবে, সেই রমণীর নমাজ হইবে না। এবং একজন মোক্তাদি লইয়া নমাজ শুরু করিলে

---

৭০ নং টীকা। বেতেরের নমাজে রমজান মাসে এমামকে তৃতীয় রেকাতে আল্‌হামদো ও ছুরা প্রকাশ্যে পড়িতে হইবে।

৭১ নং টীকা। মধ্যম চলনের তিন দিবা রাত্রির পথ অতিক্রম করিয়া বাটী ছাড়া হইলে এবং পনর দিনের কম তথায় থাকার মনন করিলে মোছাফের মধ্যে গণ্য হইবে।

এমামের দক্ষিণ পার্শ্বে; অধিক নমাজী হইলে পশ্চাতে যাইয়া শ্রেণীমত দাঁড়াইবে। (১৬৭, ১৭০ শরা দ্রষ্টব্য)

১৬৩ সরা। জমাতে নমাজ পড়ার উপকারিতা।

জমাতে নমাজ পড়া ছোন্নতে মওয়াকেদা। মোসলমানগণ একত্র হওনে এছলাম ধর্ম্মের প্রতাপ ও বল বৃদ্ধি এবং পরস্পর সদ্ভাব জন্মিয়া একতার ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়া যায়। বিশেষতঃ জমাতের মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, যাহার মাহাত্ম্যে সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট সকলের নমাজ মঞ্জুর হইতে পারে।

(ক) হজরত নবি (দং) আদেশ করিয়াছেন একা নমাজ পড়া অপেক্ষা জমাতের নমাজে সাতাইস গুণ মাহাত্ম্য অধিক। তিনি আরও উপদেশ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি ৪০ দিবস জমাতে প্রথম তক্‌বির হইতে যোগ দিয়া নমাজ আদায় করিলে নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং তাহার কপটতা দূরীভূত হইবে। কথিত আছে হজরত রছুলোল্লা (দং) শুভ মেয়েরাজের সময় দৃষ্টি করিয়াছিলেন যে একদল ফেরেস্তা কতকগুলি লোকের মস্তক প্রস্তর দ্বারা চূর্ণ করিতেছে; তদ্দৃষ্টে হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি জোমার ও জমাতের নমাজে শিথিলতা করিত, নমাজ সময় মত আদায় করিত না। গ্রামে দুইটী মস্‌জেদ থাকিলে যেটি পুরাতন কি নিকটবর্ত্তী তাহাতে জমাত পড়া উত্তম।

২০শ পরিচ্ছেদ।

মোক্তেদির নমাজপড়ার বিবরণ।

যেরূপ গুণশালী এমামের পশ্চাতে নমাজ পড়া সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হয় তদ্বিষয় বিধি।

১৬৪ সরা।

এমাম অমিতব্যয়ী, স্বেচ্ছাচারী হইলেও তাহার পাছে নমাজ পড়া সিদ্ধ, কিন্তু রাফেজী, মোশরেক হইলে অসিদ্ধ হইবে। ভিন্ন সম্প্রদায় অর্থাৎ শাফী মালেকী কিম্বা হাম্বেলী সম্প্রদায় লোক এমাম ও হানিফি সম্প্রদায় লোক মুক্তেদি হইলে সেই এমাম নিম্নোক্ত মতভেদ বিষয় গুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নমাজ পড়িলে সিদ্ধ, নচেৎ অসিদ্ধ।

১৬৫ সরা। মত ভেদ বিষয়।

(১) শাফী মতাবলম্বী এমামের প্রস্রাবের দ্বার কিম্বা অন্য স্থান হইতে কিছু বাহির হইলে অপবিত্র (নজছ) বিবেচনায় অজু করিলে (যেমন ফছ্দ লওয়া)।

(২) কেবলা দিক হইতে অন্য দিকে অধিক পরিমাণে মুখ ঘুরিয়া না গেলে।

(৩) মজ্‌হাবের পক্ষপাত না করিলে,

(৪) আপন বিশ্বাসে হানিফি মজ্‌হাব সম্বন্ধে সন্দিহান না হইলে,

(৫) যে পরিমাণ আবদ্ধ জলে হানিফি মতানুযায়ী অজু সিদ্ধ নহে তাহাতে অজু না করিলে এবং

(৬) কাপড়ে বীর্য্য লাগিলে ধৌত করা, কিন্তু শুষ্ক হইয়া থাকিলে ধৌত কি মর্দ্দন করা,

(৭) বেতেরের নমাজ এক রেকাত পড়িয়া সমাধা না করা,

(৮) যে নমাজ পড়া হয় নাই তাহার নিয়ম প্রতি দৃষ্টি রাখা,

(৯) মস্তকের একচতুর্থাংশ মোছাহ করা,

(১০) যে পরিমাণ অল্প জলে নজছ পড়িলে হানিফি মতে অজু সিদ্ধ নহে তাহাতে অজু না করা,

(১১) ধৌত জল দ্বারা অজু না করা ইত্যাদি।

১৬৬ সরা। মোক্তেদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মোক্তেদি এক জন হইলে এমামের ডাইন দিকে, একাধিক হইলে অধিকাংশ ডাইন দিকে, অবশিষ্ট এমামের বাম দিকে, এমামের পংক্তি হইতে অন্যূন চারি অঙ্গুলি পিছনে দাঁড়াইবে, কিন্তু মোক্তোদি একজন হইলে এমামের দক্ষিণ পার্শ্বে এমামের প্রায় বরাবর হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিবে। একাধিক হইলে এমাম অগ্রে দণ্ডায়মান হইবেন, মোক্তাদিরা তাহার পশ্চাতে এরূপ ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইবেন যেন স্বচ্ছন্দে সেজদা করিতে পারে। জমাতে মোক্তোদিগণের সংখ্যা এমামের দক্ষিণ দিকে অধিক হওয়া বিধেয়।

(ক) এমাম "আল্লাহো আকবর" বলিয়া কর্ণমূলে হাত দিলে মোক্তোদিও তাহাই করিবে, অতঃপর ছানা পড়িয়া নিরব হইবে এবং এমামের ফাতেহা পড়া হইলে মনে মনে আমিন পড়িবে। এমাম রুকু দিয়া সোজা হইয়া দাড়ানের সময় "ছামি আল্লাহো" পড়িতে মোক্তোদি তমহিদ্ (রব্বনা লাকাল হাম্দ) পড়িবে। অতঃপর ফাতেহা ও কেরাত ছাড়া এমাম যাহা, যাহা

করিবেন মোক্তেদি তাহারই অনুকরণ করিবে, অন্যায় মতে অগ্রে কিছু কহিবে না। কিন্তু এমাম অতিরিক্ত কার্য্য করিলে তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত থাকিবে।

(খ) মক্তেদিগণ অগ্রে প্রথম, তৎপর দ্বিতীয়, তদনন্তর অন্যান্য পংক্তি পুরণ করিবে। অজুকারী ব্যক্তি তৈয়ম্মম কারির, পদধৌতকারী, মোজার উপর মোছহকারীর, দণ্ডায়মান ব্যক্তি কুব্জ ও উপবেশনকারীর, ফরজ পাঠকারী, নফল পাঠকের, এমাম ব্যতীত মোক্তোদি হইতে পারিবে না এবং ইঙ্গিতকারী ইঙ্গিতকারীর মোক্তাদি হইবে না। কিন্তু পুরুষ হইলে সে স্ত্রীলোক কি বালক কিম্বা ক্লীবের, মোক্তাদি ও কোরানাভিজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খের, বস্ত্রধারী বিবস্ত্রের, সুস্থকায় ব্যক্তি রোগীর, ফরজ পাঠক, নফল পাঠকের মোক্তাদি হওয়া অসিদ্ধ।

(গ) তকৃবির তহরিমায় এমাম হাত না উঠাইলে, এমাম রুকু ও সেজদা করা কালীন তকৃবির না বলিলে রুকু স্বেজদায় তছীমা ও তছবি না বলিলে আত্তাহিয়াত না পড়িলে, ছালাম না ফিরাইলে এবং "তকৃবির তস্‌রিফ" জেল হেজ্জের চাঁদের ৯ই হইতে ১৩ই আছর তক না পড়িলে, মোক্তাদি এমামের অনুকরণ করিবে না, রীতিমত কার্য্য করিবে, এমাম ফাতেহা পড়িতে থাকিলেও মোক্তাদি ছানা পড়িবে।

১৬৭ সরা। স্ত্রীলোক মোক্তেদি হওয়ার বিষয়।

লোক পূর্ণ স্থান হইলে ও এমাম স্ত্রীলোকের এমামত্তির নিয়েত করিলে জমাতের নমাজ এবং নিয়েত না করিলেও জোমা ও ইদের নমাজ সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কাহার কাহার মতে মকরুহ। যুবতী স্ত্রীলোক জমাতে যাওয়া একেবারেই নিষেধ। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জোহর আছর ব্যতীত অন্য নমাজে মোক্তাদি হইতে পারে, কিন্তু বিখ্যাত দোর্রোল মোখ্‌তারে ইহাও নিষেধ বলিয়া উল্লেখ আছে। (১৬২।১৭০ সরা দ্রষ্টব্য)

১৬৮ সরা। এমাম ও মোক্তাদির মধ্যে যে যে অন্তরায় থাকিলে নমাজের প্রতিবন্ধক হয় তাহা।

(১) সর্ব্বদা গরু ও গাড়ি চলাচলের রাস্তা

(২) পুলবিহীন নৌকা যাতায়াত যোগ্য নদী

(৩) স্ত্রীলোক দ্বারা অগ্রের বা মধ্যের পংক্তি পূরা হইলে,

(৪) তিন সারির আন্দাজ দুরস্থ হইলে

(৫) মধ্যে এক হাতের বেশী উচ্চ প্রাচীর থাকিলে এবং উহাতে ছিদ্র না

থাকিলে।

(৬) মোক্তাদি উপাসনা গৃহের ছাদে দাঁড়াইলে এবং মস্‌জিদের ছাদের দরওয়াজা বন্ধ থাকা জন্য এমামের অবস্থা জানিতে না পারিলে নমাজের প্রতিবন্ধক হইবে।

১৬৯ শরা। মোক্তাদি হওয়ার উপকারিতা।

কথিত আছে, যে ব্যক্তি ঠিক এমামের পশ্চাৎভাগে দণ্ডায়মান হয় সে ১৭০ রেকাত নমাজের পুণ্যাধিকারী, যাহারা দক্ষিণ পার্শ্বে থাকে তাহারা ৭৫ রেকাতের ও যাহারা বাম দিকে থাকে তাহারা ৫০ রেকাতের এবং যাহারা প্রথম শ্রেণীর পর অন্য শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হয় তাহারা ২৫ রেকাতের পুণ্যাধিকারী হয়; কিন্তু চাপাচাপির ভয় অন্য কোন পংক্তিতে দণ্ডায়মাণ হইলে তাহাতে পূণ্যের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১৭০ শরা। স্ত্রীলোকের অলঙ্কারাদির শব্দ না করার বিষয়।

স্ত্রীলোকের কথাবার্ত্তা ও গহণার ঝন্‌ঝনি গয়ের মহর্রম ব্যক্তি (যাহার সহিত শরামত নেকাহ সিদ্ধ) শুনিতে না পায় তজ্জন্য তাহাদের প্রতি আজান, আকামত ব্যতীত চুপেং নমাজ পড়া ফরজ, বিশেষতঃ অলঙ্কারের ঝন্‌ঝনী দ্বারা অপরের নমাজের ব্যাঘাৎ করিলে মহা পাপের কার্য্য হইবে। (১৬২। ১৬৭ শরা দ্রষ্টব্য)

১৭১ শরা। মস্‌জেদে নমাজ পড়ার বিষয়।

(১) ফরজ নমাজ পড়িবার উপযুক্ত স্থান মস্‌জেদ; উহাতে নমাজ পড়িলে অসীম পূণ্য লাভ হয়। জোনাব হজরত নবি (দং) আদেশ করিয়াছেন "যে ব্যক্তি সন্ধ্যা ও সকালে মস্‌জেদে নমাজ পড়িতে হাজির হয় দয়াময় বিশ্বপতি তাহার জন্য স্বর্গীয় উপহার প্রস্তুত করেন"।

(২) নমাজের স্থান সমূহের মধ্যে মস্‌জেদ যেরূপ উৎকৃষ্টতর, হাট বাজার তদ্রূপেই নিকৃষ্টতম।

(৩) ঘরে ও দোকানে নমাজ পড়িলে যে ফল হয় গ্রামস্থ মস্‌জেদে নমাজ পড়িলে তাহা অপেক্ষা ২৫ গুণ অধিক ফল লব্ধ হয়। জোমার মস্‌জেদে নমাজ পড়িলে প্রতি রেকাতের পরিবর্ত্তে ৫০০ রেকাতের পুণ্য, মস্‌জেদোল আক্‌সায় পড়িলে ১০০০ রেকাতের পুণ্য লাভ হয়। জোনাব হজরত নবীর (দং) মস্‌জেদে পড়িলে ৫০০০ রেকাতের এবং কাবাতে নমাজ পড়িলে ১০০০০০ লক্ষ রেকাত নমাজের পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। এজন্য এছ্‌লাম

ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই উচিত যে সাধ্যপক্ষে মস্‌জেদে নমাজ পড়িতে চেষ্টা করেন।

২১শ পরিচ্ছেদ।

ফরজ নমাজ পাইবার বিবরণ।

১৭২ শরা। জমাতের তক্‌বির হইলে কর্ত্তব্য বিষয়।

(১) যদি কেহ ফজর কিম্বা মগরেবের নমাজ শুরু করতঃ এক রেকাতের সেদজা করার পূর্ব্বে কি পরে জমাতের জন্য আকামত শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্য যে, উক্ত নমাজ পরিত্যাগ করতঃ জমাতের সঙ্গী হয়। যদি ২য় রেকাত পড়িবার সময় কিম্বা তৎপর জমাত আরম্ভ হয় তাহা হইলে নমাজ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ফজরের নমাজ দুই রেকাত মাত্র তাহা পূরা হইয়া যায় এবং মগরেবের নমাজ তিন রেকাত তাহারও অধিকাংশ পড়া হইয়া থাকিলে পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

(২) আছের ও ফজরের নমাজ একাকী পড়িয়া পশ্চাতে জমাত পাইলে সেই জমাতে সামিল হওয়া নিষিদ্ধ, কেননা আছরের পরে সূর্য্যাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য নমাজ মকরুহ এবং ফজরেরনমাজ আদায়ের পর সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেজদা নিষিদ্ধ।

(৩) যদি কেহ জোহর, আছের কিম্বা এশার নমাজ শুরু করে পরে জমাতের জন্য আকামত হয় তাহা হইলে তাহার উচিত যে আপন নমাজ ত্যাগ করতঃ জমাতে যোগদান করে। যদি এক রেকাত নমাজের পর জমাত শুরু হয় তাহা হইলে আর এক রেকাত নমাজ পড়িয়া দুই রেকাত নফল পূরা করতঃ জমাতের সহিত যোগ দান করা কর্ত্তব্য। যদি তিন রেকাতের পর জমাত শুরু হয় তবে আপন নমাজ পূরা করতঃ জমাতের সঙ্গী হইবে, এরূপ স্থলে জমাতে নমাজ পড়ার পুণ্যলাভ করিবে।

১৭৩ শরা। আজান আকামতের পর মস্‌জেদ পরিত্যাগের বিষয়।

(১) আজানের পর নমাজ না পড়িয়া মস্‌জেদ হইতে যাওয়া মকরুহ, কিন্তু ভিন্ন জমাতের মওয়াজ্জন কি এমাম হইলে কিম্বা কোন প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে যদি অন্য স্থানের জমাত না হয় তবে এরূপ স্থলে তাহার যাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

(২) একামতের পর উপরোক্ত অবস্থাপন্ন এমাম কি মওয়াজ্জান যাইতে

পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তির একা জোহর ও এশা পড়ার পর একামত হইলে তাহাকে মসজেদ হইতে যাওয়া মকরুহ; কেননা তদবস্থায় এমামের সঙ্গে পুনরায় নমাজ পড়িলে জমাতের পুণ্যাধিকারী হইবে।

(৩) ফজরের সময় নমাজীর মনে সন্দেহ হয় যে, ছোন্নত পড়িলে ফরজের সময় থাকিবে না কিম্বা জমাত পাইবে না তবে উহা ছাড়িয়া পড়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ছোন্নত পড়িলে জমাতের এক রেকাত ফরজ নমাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে ছোন্নত পড়াই শ্রেয়ঃ।

(৪) জোহরের সময় জমাত না পাইবার আশঙ্কায় কিম্বা সময় অতীত হওয়ার ভয়ে প্রথম চারি রেকাত ছোন্নত পরিত্যাগ করিয়া ফরজের পর তাহা পাঠ করা সিদ্ধ।

২২শ পরিচ্ছেদ।

মছবুকের বিবরণ।

১৭৪ শরা। মছবুকের কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি নমাজের কতকাংশ পড়া হইলে এমামের সহিত মিলিত হয় তাহাকে মছবুক বলে।

(১) কেরাত বড় করিয়া পড়ার সময় ২য় রেকাতে এমামের সহিত মিলিত হইলে কেবল নিয়েত পড়িয়া দণ্ডায়মান হইবে। কেননা কেরাত বড় করিয়া পড়ার সময় ছানা পড়া নিষিদ্ধ কিন্তু আছের, জোহর, মগরের ও এশার দুই রেকাতের পর (চুপেং পড়ার সময়) হইলে, নিয়েত তক্‌বির, তহরিমা ও ছানা পড়িতে হইবে। যদি রুকু সেজদার মধ্যে এমামকে না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে কেবল নিয়েত করিয়া এমামের অনুসরণ করিবে এবং বসাতে হইলে নিয়েত, তকবির বলিয়া সঙ্গী হইবে (৭২ নং)।

(২) এমাম আত্তাহিয়াত পড়িয়া ডাইনে ছালাম ফিরাইয়া বামে ছালাম ফিরানের সঙ্গেং মছবুক ব্যক্তিকে উঠিয়া তাউজ, তছমিয়া পাঠান্তে বাকী নমাজ পড়িতে হইবে কিন্তু এমামের ক্রটী বশতঃ বসার পরিমাণ সময় অতীত

---

৭২ নং টীকা এমামকে কোন এক রেকাতের শুরু হইতে রুকুর মধ্যে পাইলে মছবুকের ঐ রেকাত নমাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইয়াছে ধর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু রুকুর পর যোগ দিলে ধর্ত্তব্য হইবে না।

হইয়া নমাজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হইলে অর্থাৎ জোমার নমাজ আছরের সময়, ইদের নমাজ জোহরের সময় উপনীত হওয়ার অথবা ফজরের নমাজে সূর্য্য উঠিবার অনুভব হইলে কিম্বা অজু নষ্ট হওয়ার ও সম্মুখ দিয়া লোক যাওয়ার আশঙ্কা হইলে মছবুক ব্যক্তি এমামের ছোহ সেজদার কি ছালাম ফিরান জন্য গৌণ না করিয়া অবশিষ্ট নমাজ শেষ করিবে।

(৩) এমাম উভয়ই ছালাম ফিরাইলেও মছবুক স্বীয় নমাজ হইতে অবসর না হওয়া পর্য্যন্ত কাজা নমাজ শুরু করিতে পারিবে না।

১৭৫ সম্বা। দুই রেকাতি মধ্যে পড়ার নিয়ম।

(১) ফজরের ফরজ দুই রেকাতের প্রথম রেকাতে রুকুর মধ্যে এমামের সঙ্গী হইলে মোক্তাদি ব্যতীত মছবুক বলিয়া গণ্য হইবে না। প্রথম রেকাতের রুকুর পর কিম্বা ২য় রেকাতের রুকুর পূর্ব্ব সময়ের মধ্যে সঙ্গী হইলে কেবল নিয়েত ও তকবির কহিয়া সঙ্গী হইবে, এবং এমাম আত্তাহিয়াত পড়িয়া দক্ষিণে ছালাম ফিরাইয়া বামে ছালাম ফিরাণের প্রারম্ভে দাঁড়াইয়া ছানা, তাউজ ও তছমিয়া পাঠান্তে ফাতেহা ও অন্য ছুরা পড়িয়া রুকু সেজদা দেওতঃ আত্তাহিয়াত ও দরুদ অন্তে নমাজ শেষ করিবে।

(২) তিন রেকাতি মধ্যে পড়ার নিয়ম—মগরেবের ২য় রেকাতে সঙ্গী হইলে নিয়েত ও তকবির কহিয়া এমামের অণুকরণ করিবে, তৎপর এমাম ছালাম ফিরাইলে উঠিয়া বাকী এক রেকাত নমাজে ছানা, তাউজ, তছমিয়া, ফাতেহা ও ছুরা পড়িয়া আত্তাহিয়াত ও দরুদ পাঠান্তে নমাজ শেষ করিবে। মগরেবের শেষ রেকাত নমাজ পাইলে নিয়েত, তকবির ও ছানা পড়িয়া এমামের সঙ্গী হইবে। এমামের অনুগমন জন্য কেবল আস্তে২ আত্তাহিয়াত পড়িবে। এমাম বামে ছালাম ফিরাইলে বাকী দুই রেকাতের জন্য দাঁড়াইয়া ১মরেকাতে তাউজ, তছমিয়া, ফাতেহা ও ছুরা পড়িয়া আত্তাহিয়াত অন্তে অপর এক রেকাতে কেবল ফাতেহা ও ছুরা পড়িয়া আত্তাহিয়াত ও দরুদ পাঠান্তে নমাজ সম্পন্ন করিবে।

(৩) চারি রেকাতি মধ্যে পড়ার নিয়ম।

চারি রেকাতি যথাঃ-জোহর, আছর ও এশার নমাজান্তে ১ম রেকাতে রুকুর মধ্যে সঙ্গী হইলে মছবুক হইবে না। কিন্তু ১ম রেকাতের রুকুর পর ২য় রেকাতের রুকুর পূর্ব্বে কোন সময় সঙ্গী হইলে মছবুক বলিয়া গণ্য হইবে, তদবস্থায় সে নিয়েত, তকবির পড়িয়া সঙ্গী হইয়া এমামের অণুকরণ

করিবে (৭৩ নং)। অতঃপর এমাম বামে ছালাম ফিরার সময় দাঁড়াইয়া ছানা, তাউজ, তছমিয়া, ফাতেহা ও কেরাত পাঠান্তে রুকুর সেজদা ও আত্তাহিয়াত আদি পড়িয়া বাকী নমাজ সম্পন্ন করিবে। ২য় রেকাতের রুকুর পর ও ৩য় রেকাতের রুকুর পূর্ব্বে সঙ্গী হইলে নিয়েত, তক্‌বির ও ছানা পড়িয়া এমামের অণুকরণ করতঃ নমাজান্তে বাকী দুই রেকাত নমাজের জন্য উঠিয়া তাউজ, তছমিয়া অন্তে ফাতেহা ও কেরাত পড়িয়া রুকু সেজদা বাদ চতুর্থ রেকাতে ফাতেহা ও ছুরা পড়িয়া রুকু সেজদা অন্তে আত্তাহিয়াত আদি পাঠ করিয়া নমাজ শেষ করিবে। ৪র্থ রেকাতে সঙ্গী হইলে নিয়েত তক্‌বির ও ছানা পড়িয়া এমামের অণুকরণ করতঃ এমাম বামে ছালাম ফিরাইলে অবশিষ্ট তিন রেকাতের জন্য দাঁড়াইয়া তাউজ, তছমিয়া, ফাতেহা ও ছুরা পড়িয়া আত্তাহিয়াত পাঠান্তে উঠিয়া অপর দুই রেকাতের ১ম রেকাতে ফাতেহা ও ছুরা এবং বাকী রেকাতে কেবল ফাতেহা পড়িয়া আত্তাহিয়াত ও দরুদ পাঠান্তে নমাজ শেষ করিবে।

(৪) মছবুক এমামের সঙ্গে সঙ্গে ভুলক্রমে ছালাম ফিরাইলে ছোহ সেজদা দিতে হইবে না; কিন্তু পরে হইলে দিতে হইবে। মছবুক কাহারও এমাম হইতে পারে না, এমামের ছোহ ও তেলাওত সেজদা বাকী থাকিলে এবং মছবুক বাকী নমাজের জন্য দাঁড়াইলেও পুনরায় সেজদার জন্য এমামের অণুকরণ করিবে। মছবুক ব্যক্তি ছালামে. তকবির তশ্‌রিকে এমামের অণু-করণ করিবে না।

২৩শ পরিচ্ছেদ।

নমাজে হদছ (বাতকর্ম্ম) হওয়ার বিবরণ।

১৭৬ সরা।

নমাজে হদছ হইলে কর্ত্তব্যতা বিষয়।

নমাজে হদছ হইলে, একা কিম্বা মোক্তাদি হউক অজু করিয়া বাকি নমাজ পূর্ণ করিবে। ছালাম ফিরাইবার পূর্ব্বে হদছ হইলেও ঐ নিয়ম খাটিবে।

৭৩নং টীকা। অণুকরণকারী ফাতেহা ও ছুরা পড়িবে না, অন্যান্য কার্য্য যথা তকবির তছবিহ ও তশহুদ আদি পড়িবে।

এমাম হইলে অন্য কাহাকে আপন স্থানে প্রতিনিধি করিয়া অজু করতঃ মোক্তাদির নিয়মানুযায়ী নমাজ শেষ করিবে কিন্তু হদছ হওয়ার পর অধিকক্ষণ গৌণ কি নমাজের বাধা জন্মায় এরূপ কোন কার্য্য করিতে ও এমামের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এমাম করিতে পারিবে না। নমাজে অনবরত হদছের পর (২য় হদছ না হইলে) অজু অন্তে বাকী নমাজ পড়িবে। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া অজু নষ্ট করিলে নমাজ ভঙ্গ হইবে। অন্যের দ্বারা কি কোন বস্তু দ্বারা অজু নষ্ট হইলে কিম্বা ক'জা নমাজের কথা স্মরণ হইলে নমাজ ভঙ্গ হইবে। মহাদেছ ব্যক্তি অজু করতঃ নমাজের পরিত্যক্ত স্থান হইতে পড়িবে অর্থাৎ রুকু সেজদার তছবিহ না পড়িয়াই যে স্থানে ছাড়িয়াছে তাহা পূরণ করিবে।

১৭৭ সরা। হদছ হওয়ার পর অজু করার নিয়ম।

রীতিমত অজু করিবে অর্থাৎ প্রত্যেক স্থান তিন২ বার ধুইয়া মস্তক মুছিবে এবং কুল্লি ও নাকে জল দেওয়া, প্রভৃতি যে২ কার্য্য অজুতে করিতে হয়, সেই২ কার্য্য করিতে হইবে এবং কোন কার্য্য ভূলিলে পুনরায় তাহা করিয়া বাকী নমাজ পড়িবে, ও হদছের নজস্ কাপড়ে লাগিলে উহা ছাড়িয়া বা ধৌত করিয়া অজু করতঃ বাকী নমাজ পড়িতে হইবে।

১৭৮ সরা। এমাম নিযুক্তের নিয়ম।

যিনি এমামের সমকক্ষ ও অধিকাংশ মোক্তাদি যাহাকে মনোনীত করিতে পারে, এমাম হদছ হওয়া মাত্র নাকে হাত দিয়া কুজা হইয়া পিছন দিকে হাটিয়া যাওয়া কালীন তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া আপন স্থানে যাইতে বলিবে এবং এমাম যাহা পড়িয়াছে তাহার পর হইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু মসজেদ হইতে বাহির হওয়ার পর প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

লাহাকের নমাজ পড়ার বিবরণ ঃ

১৭৯ সরা। লাহাকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যে ব্যক্তি নমাজের প্রথম ভাগ পায় কিন্তু হদছ কি অন্য কোন কারণ বশতঃ নমাজের শেষভাগ পায় না তাহাকে লাহক বলে। লাহক যে নমাজ নিদ্রা গিয়া বা হদছ হওয়া দরুণ কিম্বা অজু করিতে গিয়া পায় নাই যথা জোহরের নমাজে যদি প্রথম রেকাত এমামের সহিত পড়িয়া নিদ্রা যায় কি হদছ হওয়া বশতঃ অজু করিতে যায় এবং সেই অবসরে এমামের আরও

এক রেকাত পড়া হয় তবে লাহক ব্যক্তি ঐ রেকাত নমাজ অগ্রে বিনা কেরাতে পড়িয়া অপর দুই রেকাতে এমামের সঙ্গী হইতে পারিবে, যদি তাহা না করিয়া অগ্রে এমামের সঙ্গী হয়, তবে এমাম নমাজ সমাপ্ত করিয়া ছালাম ফিরাইলে লাহাক উপরোক্ত এক রেকাত নমাজ পড়িবে; কিন্তু এমাম সমুদয় পড়িয়া সারিলে লাহক ব্যক্তি বিনা কেরাতে মোক্তাদির কর্ত্তব্যানুসারে বাকী নমাজ পড়িবে।

১৮০ সরা। মছবুক ও লাহাকে যে প্রভেদ আছে তাহা।

(১) মছবুকের সম্মুখে মেয়ে লোক দাঁড়াইলে তাহার নমাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু লাহাকের হইবে না।

(২) মছবুকের বাকী নমাজে ফাতেহার সঙ্গে ছুরা পড়িতে হইবে, লাহাকের হইবে না।

(৩) মছবুকের এমামের ছোহ সেজদার অণুকরণ করিতে হইবে, কিন্তু লাহাকের তাহা করিতে হইবে না।

(৪) এমাম ১ম বৈঠক ভুলিলে মছবুকের ছোহ সেজদা করিতে হইবে, লাহাকের তাহা করিতে হইবে না।

(৫) এমামের ছালাম ফিরানের স্থানে মছবুক হাসিলে তাহাকে ছালাম ফিরাইতে হইবে কিন্তু লাহাকের ফিরাইতে হইবে না।

(৬) এমাম যদি দ্বিতীয় রেকাতের জন্য এবং মছবুক নিজের নমাজের জন্য দাঁড়াইয়া এক রেকাতের সেজদা করে, তবে মছবুক পুনরায় মোক্তাদি হইতে পারিবে না, কিন্তু লাহক পারিবে।

(৭) চারি রেকাতে যে নমাজ হয়, তাহার এক রেকাত পড়া হইলে যে মছবুক সঙ্গী হইয়া বাকী তিন রেকাতে নিদ্রা যায়, তবে জাগিয়া যে কয়েক রেকাত নিদ্রার সময় পড়িতে পারে নাই তাহা বিনা কেরাতে পড়িয়া এমামের সঙ্গে বসিয়া পুনরায় খাড়া হইয়া বাকী এক রেকাত কেরাতের সহিত পড়িবে। (৭৪)

(৭৪নং) টীকা। মছবুক অপেক্ষা লাহাকের নিয়ম সহজ বটে, কিন্তু স্থান বিশেষে উভয় প্রণালী বড়ই জটিল হইয়া থাকে, তজ্জন্য নমাজী মাত্রেরই এতদ্বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

২৫শ পরিচ্ছেদ।

সন্দিগ্ধ (খওফ) নমাজের বিবরণ।

১৮১ সয়া।

শত্রুর ভয়ে যে নমাজ পড়া যায় তাহাকে সন্দিগ্ধ (খওফের) নমাজ বলে।

(ক) সন্দিগ্ধ নমাজ পড়ার নিয়ম।

মোখ্‌তাছার কহুরি মধ্যে বর্ণিত যে, যে সময় শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা হইবে তৎকালে এমাম মোক্তাদি (সৈন্য কি অন্য লোক) গণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক শ্রেণীকে শত্রুর দিকে রাখিয়া অপর শ্রেণীকে নিজের পশ্চাতে লইয়া দুই সেজদার সহিত এক রেকাত নমাজ পড়িয়া সেজদা হইতে মস্তক উত্তোলন করিবে ও মোক্তেদি শত্রুর সম্মুখীন হইবে এবং পূর্ব্বে যে শ্রেণী শত্রুর সম্মুখীন ছিল তাহারা এমামের পশ্চাতে আসিবে এবং এমাম ইহাদের সহিত আর এক রেকাত নমাজ দুই সেজদার সহিত পড়িয়া আত্তাহিয়াত অন্তে ছালাম ফিরাইবে কিন্তু সেই শ্রেণী ছালাম না ফিরাইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইবে এবং অন্য শ্রেণী আসিয়া একা একা এক রেকাত নমাজ দুই সেজদার সহিত কেরাত ব্যতীত পড়িয়া আত্তাহিয়াত অন্তে ছালাম ফিরাইয়া পুনরায় শত্রুর সম্মুখীন হইলে অন্য শ্রেণী পুনরায় আসিয়া এক রেকাত নমাজ কেরাতের সহিত দুই সেজদায় পড়িয়া আত্তাহিয়াত অন্তে ছালাম ফিরাইবে। যদি এমাম স্থানীয় মকিম হয় তবে ১ম দলের সহিত দুই রেকাত ও ২য় দলের সহিত দুই রেকাত পড়িবে। মগরেবের সময় দুই রেকাত একদলে ও এক রেকাত অপর দলের সহিত পড়িবে।

(খ) যুদ্ধ সময় নমাজ বিষয়।

নমাজ কালে যুদ্ধ (লড়াই) করিলে নমাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু এরূপ ভয়ের কারণ হয় যে ঘোড়া হইতে অবতরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে একা একা অশ্বারোহণাবস্থায় ইঁঙ্গিতে রুকু সেজদা করিয়া নমাজ পড়িবে এবং পশ্চিম মুখ হইতে অন্য দিকে মুখ ফিরিলেও নমাজ ভঙ্গ হইবে না।

২৬শ পরিচ্ছেদ।

ছোহ (ভ্রম) সেজদার বিবরণ।

১৮২ সয়া।

নমাজ মধ্যে ভ্রমক্রমে কোন ওয়াজের ছাড়িলে শেষ বৈঠকে আত্তা-

হিয়াতের পর ডাইন পার্শ্বে এক ছালাম অন্তে অতিরিক্ত দুই সেজদা দেওয়াকে ছোহ সেজদা বলে (৭৫ নং)।

১৮৩ সরা। ছোহ সেজদার নিয়ম।

নমাজের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াত পাঠান্তে একদিকে ছালাম ফিরানের পর দুই সেজদা করিয়া আত্তাহিয়াত, দরুদ ও দোয়া পড়িয়া নমাজ শেষ করিবে। যদি কেহ ১ম বৈঠকে বসিবার উপক্রম করিয়া ভুলিয়া উঠিতে যায়, তবে পুনরায় বসিবে, তজ্জন্য ছোহ সেজদা করিতে হইবে না। যদি দাঁড়াইয়া থাকে তবে তৎপর ছোহ সেজদা করিবে। যদি কেহ চারি রেকাতি নমাজে শেষ বৈঠকে না বসিয়া ৫ম রেকাতের জন্য দাঁড়ায় ও কেরাত পড়িতে বাকী থাকে তবে পুনরায় বসিয়া ডাইন দিকে ছালাম ফিরাইয়া ছোহ সেজদা করিবে। কিন্তু যদি ৫ম রেকাতের সেজদা করিয়া থাকে তবে উক্ত নমাজ নফল মধ্যে পরিগণিত হইবে। অত্রাবস্থায় আর এক রেকাত পড়িয়া ছয় রেকাত নফল পূর্ণ করা উচিত। যদি শেষ রেকাতে বসিয়া ভুল ক্রমে পুনরায় দাঁড়ায়, কিন্তু কেরাত না পড়িয়া থাকে তবে ক্ষান্ত হইবে এবং বসিয়া আত্তাহিয়াত আদি পাঠান্তে ছালাম ফিরাইবে।

১৮৪ সরা। ছোহ সেজদা যে সময় ওয়াজেব হয় তাহা।

নমাজের কোন অংশ অগ্র পশ্চাৎ করিলে (অর্থাৎ রুকু কেরাতের পূর্ব্ব করিলে) কিম্বা কোন অংশে অত্যন্ত বিলম্ব করিলে (অর্থাৎ প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়াত পড়িয়া বিলম্ব করা জন্য ৩য় রেকাত বিলম্বে শেষ হইলে) অথবা কোন অংশে দুইবার করিলে যেমন এক রুকুর স্থলে দুই রুকু কিম্বা দোওয়ার কনুত পড়িতে, অথবা ইদের তক্‌বিরে ভুল করিলে কিম্বা বড় করিয়া পড়ার স্থলে চুপে২ এবং চুপে২ পড়ার স্থলে বড় করিয়া পড়িলে কিম্বা নমাজে অতিরিক্ত কার্য্য করিলে অবশ্য ছোহ সেজদা করিতে হইবে।

১৮৫ সরা। এমাম ও মোক্তাদির ছোহ সেজদা করিবার নিয়ম।

মোক্তাদি ভুল করিলে ছোহ সেজদা করা এমামের কর্ত্তব্য নয়। এমাম ভুল করিলে ছোহ সেজদা করা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু এমাম ছোহ সেজদা না করিলে মোক্তাদিকে তাহা করিতে হইবে না।

(৭৫নং) টীকা। নমাজে ভ্রমে কি স্বেচ্ছায় ফরজ ত্যাগ করিলে নমাজ ভঙ্গ হইবে; ভ্রম বশতঃ কোন ওয়াজেব ত্যাগ করিয়া ছোহ সেজদা করিলে নমাজ সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু ছোহ সেজদা না করিলে পাপী হইবে (আলমগিরি)। ইচ্ছা পূর্ব্বক ছোন্নত ত্যাগ করিলে (নমাজে পুণ্য সকল হওয়া দূরের কথা) পাপী হইবে। কিন্তু ভুলক্রমে ত্যাগ করিলে কিছুই হইবে না।

(ক) এমাম ছালাম ফিরাইলে যদি কেহ এক্তেদা করে তবে এমাম ছালামান্তে ছোহ সেজদা করিলে এক্তেদা গ্রাহ্য হইবে, কিন্তু ছোহ সেজদা না করিলে এক্তেদা গ্রাহ্য হইবে না। ছালামের পর খিলখিল করিয়া হাসিয়া ছোহ সেজদা করিলে সিদ্ধ হইবে না। যদি নমাজে চমকিয়া কত রেকাত পড়িয়াছে বলিয়া ভুল হয় এবং ঐ চমকিয়া উঠাই তাহার প্রথম হয় তবে ফিরিয়া শুরু করিবে। চমকান অভ্যাস হইলে মনে যাহা ধারণা হয় তাহাই করিবে।

২৭শ পরিচ্ছেদ।

নমাজে মকরুহাতের বিবরণ।

১৮৬ সবা।

সকল এমাম যাহাকে মন্দ বলিয়াছেন তাহাকে মকরুহ কহে (৭৬নং)

১৮৭ সবা। যে যে কারণে নমাজ মকরুহ হয়।

(১) নমাজ মধ্যে মস্তকে কি স্কন্ধে কাপড় লইলে,

(২) উড়নির কিনারা কি আবার আস্তিন কাঁধের দুই দিকে ঝুলাইয়া দিলে,

(৩) কাপড়ে মৃত্তিকা লাগিবার ভয়ে সেজদার সময় হাঁটু দ্বারা সরাইয়া লইলে কিম্বা ললাটে তৃণ মৃত্তিকাদি লাগিলে তাহা পুছিয়া ফেলিলে,

(৪) মস্তকের মধ্যস্থলে কেশ বন্ধন করিলে,

(৫) অঙ্গুলি ফুটাইলে,

(৬) পশ্চিম মুখ হইতে ফিরিয়া দক্ষিণ কিম্বা বামে দেখিলে।

(৭) কেবলা দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, চক্ষুর কোণ দ্বারা দক্ষিণ বামে, দৃষ্টি করিলে।

(৮) সেজদার স্থান হইতে কাঙ্কর, প্রস্তরাদি সরাইলে,

(৯) কটিদেশে হাত রাখিলে,

(১০) পা, মোড়ামুড়ি করিলে,

(১১) কুক্কুরের ন্যায় কিংবা পায়ের অঙ্গুলির উপর ভরদিয়া উরুদ্বয় বক্ষে সংলগ্ন করিয়া বসিলে কিম্বা পুরুষ ব্যক্তি সেজদার সময় অঙ্গুলি ও করতল ভিন্ন, হস্তের অন্যাংশ মৃত্তিকায় সংলগ্ন করিলে,

(১২) দুই পা খাড়া করিয়া বসিলে,

---

(৭৬) টীকা। মকরুহ দ্বিবিধ যথাঃ—মকরুহ তনজিহী ও মকরুহ তহরিমী অর্থাৎ ১ম প্রকার হালালের ২য় প্রকার হারামের নিকটবর্ত্তী।

(১৩) এমাম নিচু স্থানে মোক্তাদি উচ্চস্থানে দণ্ডায়মাণ হইলে,

(১৪) শৈথিল্য বশতঃ উলঙ্গ মস্তকে নমাজ পড়িলে মকরুহ হইবে, কিন্তু মন্দ জানিয়া কি তাচ্ছিল্য জ্ঞান করিয়া উলঙ্গ মস্তকে নমাজ পড়িলে কাফের হইবে।

(১৫) উত্তম পরিচ্ছদ থাকিতে, অপকৃষ্ট কি ছিন্ন বস্ত্রে কিম্বা কোন অঙ্গ উলঙ্গ রাখিয়া নমাজ পড়িলে,

(১৬) তছ্‌বি কি আয়েত অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করিলে,

(১৭) মস্‌জিদের ছাদের উপর সঙ্গম কি প্রস্রাব কিম্বা মস্‌জিদের দ্বার অবরুদ্ধ করিলে, (৭৭নং)

(১৮) পিপীলিকা কি মক্ষিকা অপেক্ষা বৃহৎ কোন জীয়ন্ত প্রাণীর প্রতি-মূর্ত্তী দক্ষিণ কি বামে বা সম্মুখে থাকিলে,

(১৯) সম্মুখের শ্রেণীতে স্থান থাকিতে একাকী পশ্চাতে দণ্ডায়মাণ হইলে, (৭৮নং)

(২০) তহরিমা তক্‌বির ঝুঁইবার বলিলে,

(২১) তছমিয়া আমিন ও তশহদ (আত্তাহিয়াত) চীৎকার করিয়া পড়িলে,

(২২) রুকু পর্য্যন্ত কেরাত পড়িলে কিংবা দণ্ডায়মাণ হইয়া তছবি পড়িলে অথবা রুকু সেজদার নিয়মিত সময়াপেক্ষা গৌণ করিলে,

(২৩) নফল নমাজে ১ম রেকাত অপেক্ষা অন্যান্য রেকাতে দীর্ঘতর কেরাত পড়িলে,

(২৪) টুপি ও পিরাহান খুলিয়া রাখিলে এবং সামান্য কারণে মোজা (ষ্টকিং) খুলিলে,

(২৫) কোন সুগন্ধ কি ফুলের ঘ্রাণ লইলে কিম্বা নমাজ কালীন বস্ত্র কি পাখা দিয়া বাতাস করিলে,

(২৬) নমাজ কালীন চক্ষু বন্ধ করিলে, (৭৯নং)

(২৭) নমাজের ছোন্নত বিষয় পরিত্যাগ করিলে,

(৭৭নং) টীকা। কোন কারণ বশতঃ মস্‌জিদের হেফাজতের জন্য দ্বার বন্ধ করিলে মকরুহ হইবে না।

(৭৮নং) টীকা। সম্মুখের পঙ্‌ক্তিতে স্থান না থাকায় পশ্চাতে একাকী হইলে, সম্মুখের পঙ্‌ক্তি হইতে একজন নমাজিকে কটিদেশে ধৃত করতঃ আস্তে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া তাহার সহিত পঙ্‌ক্তি করতঃ জমাতে নমাজ সম্পন্ন করা উত্তম।

(৭৯নং) টীকা। মনোনিবেশ জন্য নমাজে চক্ষু বন্ধ করিলে মকরুহ হইবে না।

(২৮) কেরাতের প্রতিবন্ধক হয় এমন বস্তু মুখে রাখিলে, কিম্বা থুথু ফেলিলে অথবা নাসিকা ঝাড়িলে,

(২৯) দন্তে কোন বস্তু লাগিয়া থাকিলে তাহা ভক্ষণ করিলে,

(৩০) সেজদার সময় জানুস্থাপনের পূর্ব্বে হস্ত মৃত্তিকার উপরে স্থাপন করিলে, এবং দণ্ডায়মান কালীন বিনা আপত্তিতে তদ্বিপরীত করিলে,

(৩১) এক রেকাতে (ফাতেহা ব্যতীত) দুই ছুরা কিম্বা অগ্র পশ্চাৎ করিয়া ছুরা পড়িলে, অর্থাৎ কোরাণ সরিফের সিজিলমত অগ্রের ছুরা পরে ও পরের ছুরা অগ্রে পড়িলে।

(৩২) মোক্তাদিদের কষ্ট বা সুখ হয় এজন্য দীর্ঘ কিম্বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র কেরাত পড়িলে,

(৩৩) ফরজ নমাজে কনুই তক আস্তিন উত্তোলন করিলেও বিনাপত্তিতে যষ্টি, দেওয়াল কিম্বা স্তম্ভে হেলান দিলে,

(৩৪) পাগড়ীর মধ্যস্থান অনাবৃত রাখিলে কিম্বা নাসিকা ও মুখ ঢাকিলে;

(৩৫) বাহ্যি ও প্রস্রাবের বেগ জোর পূর্ব্বক বদ্ধ করিলে,

(৩৬) যে ছুরায় সেজদা আছে তাহা জোমার নমাজে পড়িলে, কিম্বা এমামের অগ্রে কোন কার্য্য করিলে,

(৩৭) সন্তান, সন্ততি ঘাড়ে করিয়া নমাজ পড়িলে,

(৩৮) মস্‌জিদের কোন স্থান নিজের নমাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলে,

(৩৯) কাহার মুখামুখি কিম্বা নিদ্রিত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া অথবা সম্মুখে জলন্ত অগ্নি-চুলা রাখিয়া নমাজ পড়িলে।

(৪০) পরিচিত ব্যক্তির জন্য গৌণ করিলে, কাতার (লাইন) সোজা না হওয়াতে এমাম দাঁড়াইলে,

(৪১) মুখে টাকা, পয়সা রাখিলে কিম্বা সম্মুখে বিষ্ঠা গোবর থাকিলে এবং এমামের পাছে কোরাণ পড়িলে নমাজ মকরুহ হইবে।

২৮শ পরিচ্ছেদ।

নমাজ নষ্ট (ফাছেদ) হইবার বিবরণ।

১৮৮ সরা। যে যে কারণে নমাজ নষ্ট হয় (১৮৯ সরা দেখ)

(১) নমাজে অল্প কি অধিক (ভুলিয়া কি ইচ্ছায় দাঁড়াইয়া কি উপবেশনে) কথা বলিলে,

(২) কাহার ছালামের উত্তর দিলে,

(৩) চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিলে,

(৪) আহা, কি উঃ করিলে,

(৫) দুঃখে কি কষ্টে ক্রন্দন করিলে,

(৬) বিনা আপত্তিতে গলা খাঁক্‌রাইলে,

(৭) "ইয়ারহমু কোমাল্লাহ" বলিয়া হাঁচির জবাব দিলে,

(৮) কুসংবাদ শুনিয়া "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায় হে রাজেউন" বলিলে,

(৯) সুসংবাদ কি হজরত মোহম্মদের (দং) নাম কিম্বা দরুদ শুনিয়া "আলহাম্‌দ" বলিলে,

(১০) আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণে "ছোবহানাল্লাহ লায়লাহা এল্লাল্লাহ" বলিলে,

(১১) আপন এমাম ব্যতীত অন্যকে (নমাজে) কোরাণের আয়েত ভূলিলে স্মরণ করিয়া দেওয়াইলে (লোক্‌মা দিলে),

(১২) নমাজে কোরাণ দেখিয়া পড়িলে,

(১৩) অপবিত্র স্থানে সেজ্দা করিলে,

(১৪) নমাজে সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলে (ভাল স্ত্রী কি টাকা কড়ি, ভাল কাপড়াদি চাহিলে),

(১৫) নমাজে পানাহার করিলে,

(১৬) যে নমাজ পড়িতেছে না তাহার নিকট কোরাণ শ্রুত হইয়া পাঠ করিলে,

(১৭) নমাজে অতিরিক্ত কার্য্য করিলে (কাপড় পরা, পাগড়ি বাঁধা ইত্যাদি),

(১৮) বৃশ্চিক দংশন করিলে "বিছমিল্লা এবং চন্দ্রোদয়ে রাব্বি ও রাব্বিকাল্লাহ" পড়িলে,

(১৯) নমাজ মধ্যে আঁজান বলিলে ও আঃ আঃ উঃ উঃ করিলে,

(২০) অক্ষর বুঝায় এমন শব্দ দ্বারা কোন পশুকে তাড়াইলে,

(২১) মুখ ভরা বমন হইলে,

(২২) নমাজের পঙ্‌ক্তি হইতে কেবলা দিকে পা বাহির করিলে, এবং বারম্বার পা দোলাইলে,

(২৩) আপন সহধর্ম্মিণীকে চুম্বন দিলে ও একরোকন মধ্যে তিনবার উপর্য্যুপরি গা চুলকাইলে,

(২৪) এক সময় অপর সময়ের নমাজের নিয়েত (মনন) করিলে,

(২৫) ফজরের নমাজে সূর্য্য উঠিলে,

(২৬) জোমার নমাজ মধ্যে আছরের সময় আসিলে,

(২৭) নমাজে আপত্তিকারির আপত্তি ভঞ্জন হইলে অর্থাৎ আপত্তির সময় গত হইলে,

(২৮) কারি এমাম, মূর্খকে খলিফা (এমাম) নিযুক্ত করিলে,

(২৯) পীড়িত ব্যক্তির (ইঙ্গিতকারীর) রুকু সেজ্দার শক্তি হইলে,

(৩০) ছিড়া মুজা থাকিলে, (অজু, নমাজের ক্ষতিকারক)

(৩১) উলঙ্গ নমাজি বিশুদ্ধ কাপড় প্রাপ্ত হইলে,

(৩২) তৈয়ম্মমকারির জল (পানির) দ্বারা অজু করিবার শক্তি হইলে,

(৩৩) অপবিত্র নমাজি পবিত্র করার পরিমিত জল (পানি) প্রাপ্ত হইলে,

(৩৪) কজা নমাজ পড়িতে পড়িতে মকরুহ সময় উপস্থিত হইলে, নমাজ ভঙ্গ হইবে ও তাহা পুনরায় না পড়িলে পাপী হইবে,

(৩৫) ছোট মস্‌জিদে নমাজ পড়াকালীন কেহ সম্মুখ দিয়া গেলে, বড় মস্‌জিদে কিম্বা ময়দানে নমাজ পড়া কালে সেজ্দার স্থান দিয়া কেহ গেলে এবং দোকানে কি উচ্চ স্থানে নমাজ পড়া কালীন নমাজির উর্দ্ধতন অঙ্গাদির (কোমরের উপর) সম্মুখ দিয়া কেহ গমন করিলেও, তাহাদের উর্দ্ধতন অঙ্গাদি এক সরল রেখায় হইলে নমাজ মকরুহ হইবে, মছজেদের বাহিরে হইলে মকরুহ হইবে না কিন্তু গমনকারী পাপী হইবে।

(৩৬) ময়দানে নমাজ পড়া কালে সম্মুখে চিহ্ন (ছোতর) গাড়িয়া নমাজ পড়া বিধি (৮০ নং) সম্মুখ দিয়া লোক যাতায়াতের আশঙ্কা না থাকিলে ছোঁতরা গাড়িবার ও নমাজ নষ্ট হওয়ার ভয় নাই।

১৮৯ সরা। নমাজ ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়। (১৮৮ সরা দেখ)

(১) কেহ নমাজির সম্মুখ দিয়া গেলে "ছোবহান আল্লা" বলিয়া এশারা করিলে,

---

৮০ নং টীকা। এক হস্ত লম্বা অঙ্গুলি পরিমাণ মোটা এক খণ্ড যষ্টিকে ছোত্‌রা বলে। উক্ত ছোতরা এমামের দক্ষিণ কিম্বা বাম ভুরুর সম্মুখে থাকা আবশ্যক কিন্তু দক্ষিণ ভুরুর বরাবর থাকাই উত্তম।

(২) ছালামের জবাব দেওয়ার মানসে এশারা করিলে কিম্বা মস্তক নাড়িয়া হাঁ, না বুঝাইবার জন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দিলে,

(৩) হাচিয়া "আলহাম্‌দো লিল্লাহে" পড়িলে,

(৪) এমামের কোন ভুল হইলে মোক্তাদি তাহা শুদ্ধ করার মানসে তসবিহ পড়িলে,

(৫) বাহিরের লোক এমামকে কোন আয়েত স্মরণ করিয়া দিতে না দিতে স্মরণ করিলে,

(৬) পীড়িত ব্যক্তি উঠা বসা কালে কষ্টে "বিছমিল্লা" বলিলে,

(৭) পয়গাম্বর ছাহেবের নাম শুনিয়া দরুদ কিম্বা শয়তানের নাম শুনিয়া "লানতোল্লা" বলিলে,

(৮) অনাভ্যাসে হঠাৎ নাম (হাঁ) ও আরে (হাঁ) বলিলে,

(৯) নমাজে বেহেশ্‌ত (স্বর্গ) দোজখের (নরক) কথা মনে করিয়া ক্রন্দন করিলে কিম্বা খোদার নিকট নিজ কি পিতা, মাতা, ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, অথবা মনে শয়তানের আন্দোলন বশতঃ "লাহাওলা" পড়িলে,

(১০) নমাজে তক্‌বির তস্‌রিফ বলিলে,

(১১) কণ্ঠস্বর ভাল হওয়ার জন্য কাসিলে কিম্বা সে ব্যক্তি নমাজে আছে ইহা কাসিয়া জানাইলে,

(১২) মেহেবারের কোন লেখা, নমাজ কালে পড়িয়া বুঝিলে,

(১৩) অল্প কাজ (দ্বার বন্ধ করিলে, টুপি মাথায় দিলে, ইজার কি পিরাণ খুলিলে, প্রদীপ হইতে সলিতা উঠাইলে কিংবা রাখিলে ইত্যাদি) করিলে,

(১৪) মসুর অপেক্ষা ছোট কোন বস্তু দন্তে লাগায় তাহা ভক্ষণ করিলে,

(১৫) নমাজে সর্প কি বৃশ্চিক সম্মুখ দিয়া যাইতে মারিলে,

(১৬) বাতাস মধ্যে কিংবা শরীরে অদৃশ্য ভাবে লিখিলে,

(১৭) স্ত্রী আপন স্বামিকে কামভাব ব্যতীত চুম্বন করিলে,

(১৮) নমাজি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে নমাজ নষ্ট হইবে না।

২৯শ পরিচ্ছেদ।

প্রবাসীর (মোছাফেরের) নমাজ পড়ার বিবরণ।

১৯০ সয়া। যে ব্যক্তি মধ্যম চলনের তিন দিন তিন রাত্রির পথ নিজ সহর হইতে দূরে (দুই সপ্তাহের অনধিক কাল ভাল কি মন্দ উদ্দেশ্যে) থাকার জন্য মনস্থ করিয়া নির্গত হয় ও তন্মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তাহাকে প্রবাসী বা মোছাফের কহে। (৮১ নং)

১৯১ সয়া। মোছাফেরের কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি পনর দিনের কম বিদেশে থাকার মননে, আপন সহর হইতে বহির্গত হয় এবং কোন কারণ বশতঃ অদ্য কল্য করিয়া বেশী দিন থাকিয়া গেলেও সহর ত্যাগের পরক্ষণেই জোহর, আছর ও এশার নমাজের চারি রেকাত ফরজে দুই রেকাত পড়িয়াই বাকী দুই রেকাতের পরিমাণ সময় বসিয়া আত্তাহিয়াত ও দরুদাস্তে ছালাম ফিরাইয়া নমাজ শেষ করিবে। ইহা এমাম কি একা হইলে খাটিবে। কিন্তু মোক্তাদি হইলে এমামের অনুকরণ করিতে হইবে; তদন্যথায় পাপী হইবে।

(ক) যদি কোন সৈন্যদল কোন বিধর্ম্মীর রাজ্যে উপনীত হইয়া তত্রস্থ দুর্গ অবরোধ করে কিংবা বিদ্রোহ দমনার্থে কোন মোসলমান রাজ্য বেষ্টন করিয়া পনর দিনের জন্য থাকে, তথাপি তাহারা প্রবাসী মধ্যে গণ্য হইয়া তদনুযায়ী নমাজ পড়িবে। কিন্তু বনবিহারী লোক পনর দিনের জন্য স্ব স্ব আবাসে বাসের মনন করিলে স্থায়ী অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাদিগকে কাছর করিতে হইবে না; কেন না তাহাদের সহরের বাহিরে থাকা অভ্যাস বটে।

(খ) প্রবাসীগণের প্রতি রমজানের রোজা ও মনন ফরজ নয়, স্বেচ্ছায় করিলে বাধা নাই। (পরে ক'জা আছে)

(গ) প্রবাসে থাকা কি স্থায়ী হওয়া প্রধান ব্যক্তির মননের অধীন, অধীনস্থের ইচ্ছাধীন নয়, যথা স্ত্রী স্বামির, দাস প্রভুর, পরিচারক কর্ত্তার অধীন, ইহারা স্বেচ্ছায় স্থায়ী হইতে পারে না।

(ঘ) কেহ নিজ বাসস্থান ছাড়িয়া স্থানান্তরে বাসস্থান নির্ণয় করিলে,

---

৮১ নং টীকা। জঙ্গলে উষ্ট্র কি পথিক, এবং জলে বাতাসের ন্যায় গতি হওয়াকে মধ্যম চলন বলে। ভাল মন্দ অর্থে হজ্ব কিম্বা চুরি ডাকাইতি বুঝায়।

পূর্ব্ব বাসস্থানের স্বত্ব পরিত্যক্ত হইবে, এবং ১ম বাসস্থানে পোনের দিন থাকা মনন না করিলে প্রবাসী মধ্যে পরিগণিত হইবে। কেহ প্রবাসে কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আবার স্থানান্তরে গিয়া বাস করিলে পূর্ব্বোক্ত স্থান প্রবাসের স্থান বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না; কিন্তু উক্ত স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিনা মননে প্রবাসী বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) যদি কোন প্রবাসী চারি রেকাত সম্পূর্ণ পড়ে ও ১ম বৈঠকে উপবেশন করে তবে তাহার ফরজ শোধ হইবে বটে, কিন্তু ছালাম ফিরাইতে দেরী করা ও সৃষ্টি কর্ত্তার অনুগ্রহ স্বীকার না করাতে পাপী হইবে এবং যে দুই রেকাত অধিক পড়িয়াছে তাহা নফলে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি মধ্যে বসিয়া আত্তাহিয়াত পড়িয়া না থাকে তবে ফরজ নমাজ ভঙ্গ হইবে।

(চ) প্রবাসে কিংবা আবাসে ক'জা নমাজের পরিবর্ত্তন হয় না। অর্থাৎ প্রবাসের ক'জা নিজবাসে পড়িতে কছর করিতে হইবে। কিন্তু নিজ বাসের ক'জা প্রবাসীকে সম্পূর্ণই পড়িতে হইবে।

(ছ) স্থানীয় ও প্রবাসীর নমাজের পার্থক্যতা।

প্রবাসী সর্ব্বদা জোহর, আছর ও এশার কছর পড়িবে, কেবল স্থানীয় মোক্তাদি হইলে সম্পূর্ণই পড়িতে হইবে। যদি উভয়েরই কোন সময় ক'জা হয় তবে স্থানীয় ব্যক্তি প্রবাসীর মোক্তাদি হইবে না। স্থানীয় ব্যক্তি মোক্তাদি হইলেও ঐ সকল স্থলে সম্পূর্ণ নমাজ আদায় করিবে। অর্থাৎ দুই রেকাতের পর যখন এমাম উপবেশন করতঃ এক ছালাম ফিরাইবে তখন মোক্তাদি দণ্ডায়মান হইয়া বাকী দুই রেকাত নমাজ পড়িবে; কিন্তু এমাম বসিলে মোক্তাদিগণকে বাকী নমাজ পড়ার জন্য বলা কর্ত্তব্য।

৩০শ পরিচ্ছেদ।

বিমারির পীড়িত ব্যক্তির) নমাজের বিবরণ।

১৯২ সরা। পীড়িত ব্যক্তির নমাজ পড়ার নিয়ম।

যদি কেহ রোগমুক্ত হওয়ার পর দুর্ব্বল থাকে কিংবা নমাজ কালে কোন রোগাক্রান্ত হওয়া বশতঃ দাঁড়াইতে অশক্ত হয় তবে বসিয়া রুকু সেজদার সহিত নমাজ পড়বে। যদি রুকু সেজদা করিতে অপারগ হয়, তবে মস্তকের সঙ্কেতে (রুকু অপেক্ষা সেজদার সময়) মস্তক অধিক অবনত করতঃ (মস্তকের নীচে বালিস আদি কিছু না রাখিয়া) নমাজ আদায় করিবে। যদি বসিয়া

নমাজ পড়িতেও অশক্ত হয় তবে দুই পা পশ্চিম দিকে (কেবলাভিমুখ) করিয়া চিত হইয়া শুইয়া কিম্বা মুখ পশ্চিম দিকে করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের উপর শুইয়া মস্তকের ঈঙ্গিতে নমাজ পড়িবে। যদি ইঙ্গিত করিতেও অশক্ত হয় তবে (চক্ষু ভ্রূ ও মনে মনে ঈঙ্গিত না করিয়া) কেবল তত্তৎ কার্য্য সাধনোপযোগী সময়ের পরিমাণ নমাজে গৌণ করিবে। যদি রুকু সেজদা করিতে অপারগ হয় কিন্তু দাঁড়াইতে পারে, তবে দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া ঈঙ্গিত সহকারে নমাজ পড়িবে। যদি কোন পীড়িত ব্যক্তি ইঙ্গিত সহকারে নমাজ পড়িতে পড়িতে আরোগ্যলাভ করে, তবে পুনরায় প্রথম হইতে নমাজ পড়িবে। কিন্তু বসিয়া পড়িতে আরোগ্য লাভ করিলে কেবল বাকী নমাজ পড়িবে। যদি কেহ এক রাত্র দিন উন্মাদ অবস্থায় থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে তবে উক্ত দিনের নমাজের ক’জা পড়িতে হইবে, কিন্তু এক দিবারাত্রির বেশী হইলে ক’জা পড়িতে হইবে না। (সরেবেকায়া)

৩১শ পরিচ্ছেদ।

নৌকা ও গাড়ী ইত্যাদির উপর নমাজ পড়ার বিবরণ।

১৯৩ সরা।

চলিত নৌকায় বসিয়া বিনাপত্ত্যে এবং স্থগিত নৌকায় আপত্তি থাকিলে বসিয়া নচেৎ দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতে হইবে।

(ক) নৌকা যে দিকে চলুক না কেন, পশ্চিম মুখ হইয়া নমাজ পড়িতে শুরু করিবে এবং সাধ্য পক্ষে ঐ মুখেই নমাজ আদায় করিবে। গাড়ী ইত্যা-দিরও ঐ নিয়ম।

(খ) চতুষ্পদ জন্তুর আরোহণে পশ্চিম মুখে যাওয়া অভিপ্রায় হইলে ঐ মুখেই নমাজ পড়িবে, কিন্তু অন্য দিকে যাওয়া অভিপ্রায় হইলে ঐ নিয়ম খাটিবে না, তখন প্রথমে কেবলা (পশ্চিম) মুখিন হইয়া নমাজ শুরু করিতে হইবে। অতঃপর যে দিকেই যাউক না কেন নমাজ সিদ্ধ হইবে। পরন্তু ঐ জন্তু আবশুক বশতঃ পশ্চিমাভিমুখে যাওয়া স্বত্বেও অন্য দিকে ফিরাইলে নমাজ সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু জন্তু কিংবা বাহন হইতে অবতরণ করিয়া নমাজ পড়ার বাধা না থাকিলে অবতরণ করিয়া জমিতে নমাজ পড়া উত্তম।

৩২শ পরিচ্ছেদ।

ছোন্নত নমাজের বিবরণ।

১৯৪ সবা। ছোন্নত দুই প্রকার উহা এই যথাঃ—

মওয়াক্কেদা ও গয়ের মওয়াক্কেদা।

(ক) (১) ফজরের নমাজের প্রথমে দুই রেকাত,

(২) জোহরের প্রথমে চারি রেকাত এবং ফরজের পর দুই রেকাত,

(৩) মগরেবের নমাজের ফরজ বাদ দুই রেকাত,

(৪) এশার ফরজের পর দুই রেকাত ছোন্নত মওয়াক্কেদা, এবং

(৫) জোমার নমাজের প্রথমে ও ফরজের পরে চারি রেকাত করিয়া ৮ রেকাত নমাজ (এবং এমাম আবু ইউসফের মতে জোমার নমাজের পরে ছয় রেকাত) ছোন্নত মওয়াক্কেদা (মহিত)।

(খ) আছরের নমাজের পূর্ব্বে চারি রেকাত, এশার নমাজের পূর্ব্বে চারি রেকাত মগরেবের পর ছয় রেকাত (আওয়াবিন নমাজ) গয়ের মওয়াক্কেদা, পড়া মোস্তাহাব। (৮২ নং)

(গ) দিবসে চারি রেকাতের এবং রাত্রিতে ৮ রেকাতের বেশী নফল নমাজ এক ছালামে পড়া মকরুহ।

৩৩শ পরিচ্ছেদ।

তেলাওৎ সেজ্দার বিবরণ।

১৯৫ সবা। তেলাওৎ সেজ্দা।

কোরাণ শরিফের চৌদ্দটী নির্দ্দিষ্ট আয়েতের মধ্যে কোন একটী আয়েত পাঠ কি শ্রবণ করিলে পাঠক ও শ্রোতাকে (নমাজের সেজ্দার স্বর্ত্তানুযায়ী দুই তক্‌বিরের মধ্যে) যে সেজ্দা করা কর্ত্তব্য (ওয়াজেব) তাহাকে তেলাওৎ সেজ্দা কহে। (৮৩ নং)

---

৮২ নং টীকা। মগরেবের পর যে ছয় রেকাত নমাজের উল্লেখ আছে তাহাকে আওয়াবিন বলে উক্ত নমাজ বিষয় আওয়াবিন বিবরণে দ্রষ্টব্য।

৮৩ নং টীকা। পশ্চিম মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সেজ্দা তেলাওতের মনন করিয়া মুখে "ছোবহানাল্লাহেতালা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহোআকবর" বলিবে এবং সেজ্দায় গিয়া তিনবার ছবি পাঠান্তে ঐরূপ তক্‌বির বলিয়া দণ্ডায়মান হইব।

কোরাণশরিফের যে যে স্থানে তেলাওৎ সেজ্দা আছে তাহা যথা—

(১) ছুরা "এরাফ" ২৪শ রুকুতে
(২) " "রাদ" ২য় "
(৩) " "নহল" ৬ষ্ঠ "
(৪) " "বনিএছ্রাইল" ১২শ "
(৫) " "মরিয়ম" ৪র্থ "
(৬) " "হজ্জের" ২ ও ১০ রুকুর দুই আয়েতের মধ্যে প্রথম আয়েতে কিন্তু ১০ রুকুর সেজ্দার মতভেদ আছে।
(৭) " "ফোরকান" ৫ম রুকুতে
(৮) " "নমল" ২য় "
(৯) " সেজ্দার ২য় "
(১০) " "ছাদ" ২য় "
(১১) " "হামিম" ৫ম "
(১২) " "ওয়ান্নাজ্মে ৩য় "
(১৩) " "আনশাক্" ১ম রুকুতে
(১৪) " "আলক" ১ম রুকুতে ইহাদের যে স্থলে সেজ্দার শব্দ ও ইঙ্গিত আছে সেই স্থানে পাঠ করিলে, এক ছেজ্দা করিতে হইবে।

১৯৬ সরা। তেলাওৎ সেজ্দা করা ওয়াজেব, উহা করার নিয়ম যথা :—

(১) বিনা চেষ্টায় শুনিলেও উহা করিতে হইবে।

(২) এমাম সেজ্দার আয়েত পড়িলে মোক্তাদিকেও না শুনা স্বত্বে সেজ্দা দিতে হইবে। কিন্তু মোক্তাদি মছবুক হইয়া ঐরূপ আয়েত পড়িলে এমামকে অনুকরণ করিতে হইবে না।

(৩) কোন নমাজি বাহিরে কাহার নিকট সেজ্দার আয়েত শুনিলে নমাজের পর সেজ্দা করিবে এবং নমাজ মধ্যে সেজ্দা দিলেও পুনরায় সেজ্দা করিতে হইবে, কিন্তু নমাজ পুনঃ পড়িতে (দোহারাইতে) হইবে না।

(৪) কোন ব্যক্তি এমামের নিকট নমাজে সেজ্দার আয়েত শুনিয়া ঐ রেকাতে তাহার সঙ্গী না হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয় রেকাতে সঙ্গী হইলে নমাজান্তে তাহাকে তেলাওতের সেজ্দা করিতে হইবে; কিম্বা এমামের তেলাওৎ সেজ্দার পূর্ব্বে সঙ্গী হইলে এমামের সহিত তেলাওতের সেজ্দা

করিবে; কিন্তু এমামের তেলাওৎ সেজদার পরের রেকাতে দাখিল হইলে তেলাওতের সেজদা করিতে হইবে না।

৫। যদি কেহ কোন নমাজের পূর্ব্বে সেজদার আয়েত পাঠ করতঃ সেজদা না দিয়া আবার নমাজে উহা পাঠ করিয়া সেজদা দেয় তবে তাহার পক্ষে এক সেজদাই যথেষ্ট; কিন্তু পূর্ব্বে সেজদার আয়েত পড়িয়া সেজদা দিয়া থাকিলেও যদি নমাজে ঐ আয়েত পড়ে তবে পুনরায় সেজদা দিতে হইবে।

৬। কোন সভায় এক সেজদার আয়েত পুনঃ পুনঃ পড়িলে একবার মাত্র সেজদা দিতে হইবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সেজদার আয়েত পড়িলে প্রত্যেক বারেই সকলকে, এবং এক আয়েত ভিন্ন ভিন্ন সভায় পড়িলে শ্রোতাকে সকল সময়, কিন্তু পাঠককে একবার মাত্র সেজদা দিতে হইবে। এবং পাঠক সভা পরিবর্ত্তন করতঃ এক সেজদার আয়েত পাঠ করিলেও শ্রোতা এক স্থানে থাকিলে পাঠককে প্রত্যেক বার ও শ্রোতাকে একবার মাত্র সেজদা দিতে হইবে। (৮৪ নং)

৭। সেজদার আয়েত পরিত্যাগ করতঃ বাকী ছুরা পড়া মকরুহ, কিন্তু সেজদার আয়েত পড়িয়া বাকী ছুরা পড়া মকরুহ নয়। সেজদার আয়েতের পূর্ব্বে অন্য ২।১ আয়েত মিলান ও সেজদায় আয়েত আস্তে পড়া মোস্তাহাব (সরে বেকায়া)। "তয়ছিরাল আহাকাম" মধ্যে বর্ণিত আছে সেজদার আয়েত শ্রবণ মাত্র সেজদা দিতে অক্ষম হইলে "ছামেয়না ওয়াতায়ালা গোফ্‌রানা" বলিয়া পরে যখন পারে সেজদা দেওয়া মোস্তাহাব।

৮। এব্রাহিম সাহি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যখন ইচ্ছা তেলাওৎ সেজদার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া তক্‌বির অন্তে সেজদা দিয়া পুনরায় তকবির বলিয়া দণ্ডায়মান হওয়া মোস্তাহাব।

(ক) জোহর, মগরেব ও এসার নামাজান্তে নফল নমাজ পড়ার বিধান আছে ও সকল ফকিহগণ তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং দিবা রজনীতেও নানা প্রকার নফল নমাজ আছে (৩৭নং টীকা ও ১৯৪ সরা দ্রষ্টব্য)

---

৮৪ নং টীকা। এক জন তন্তুবায় তানায় সূত্র ফিরাইতে থাকে এবং এরূপ ঘটে যে এক দিকের খুটির নিকট একজন কেরাত পড়িতে থাকে এবং অপর দিকে অন্য এক জন পড়িতে থাকে তবে ঐরূপ স্থলে দুই সভা ধর্ত্তব্য।

৩৪শ পরিচ্ছেদ।

ফজরের নমাজের বিবরণ।

১৯৭ সরা।

নমাজের উপকারিতা ও সৃষ্টি বিষয়।

নমাজের সময়ের বিবরণে সময়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে, ইহাতে দুই রেকাত ছোন্নত, দুই রেকাত ফরজ নমাজ পড়িতে হয়। উপকারিতা ও সৃষ্টি বিষয় নমাজের বিবরণে সবিশেষ বর্ণিত আছে।

১৯৮ সরা। নমাজ পড়ার নিয়ম।

ইহার প্রথমে দুই রেকাত ছোন্নতের নিয়েত কহিয়া দুই রেকাত ছোন্নত নমাজ পড়ার নিয়মানুসারে আদায় করতঃ শেষ করিবে অতঃপর এমাম হইলে এমামের এবং মোক্তাদি হইলে মোক্তাদির কিম্বা একা হইলে একা নমাজ পড়ার নিয়মানুযায়ী ফরজ নমাজ দুই রেকাতের নিয়েত করিয়া তহ-রিমা বন্ধন পূর্ব্বক ছানা, তাউজ ইত্যাদি পাঠান্তে আল্‌হামদোর সহিত ছুরা মিলাইয়া দুই রেকাত ফরজ নমাজ শেষ করিবে। ইহাতে কেরাত বড় করিয়া পড়া বিধি (নমাজ বিবরণ দ্রষ্টব্য)

১৯৯ সরা। ছুরা পাঠের বিষয়।

এই নমাজের ফরজ মধ্যে ছুরা "ইয়াছিন", ছুরা "কদর" কিম্বা ছুরা "নছর" ও ছুরা "এখলাছ" পড়া উত্তম। ইহাতে প্রথম রেকাতে আলহাম্‌দোর পর ৩০ আয়েত বিশিষ্ট কোন ছুরা, দ্বিতীয় রেকাতে আলহামদোর পর ২০ আয়েত বিশিষ্ট ছুরা পড়া কর্ত্তব্য (১৪২ সরার "গ" প্রকরণ ও ৪৭নং টীকা দ্রষ্টব্য)

ফজরের মছবুক ও কাজা নমাজ পড়ার বিষয়,

(ক) ইহাতে মোক্তাদি মছবুক হইলে মছবুকের নিয়মানুসারে বাকী নমাজ পড়িয়া সূর্য্যোদয়ের অনুমাণ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে (সূর্য্য দুই তীর পরিমাণ উঠিলে) ছোন্নত পড়িতে হইবে, এবং ফরজ ক'জা হইলে ক'জা নমাজের নিয়মানুযায়ী ঐরূপ সময় পড়িতে হইবে। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ফজরের ক'জা পড়িতে হইলে ছোন্নত সহ পড়িতে হইবে কিন্তু জোহরের সময় ক'জা পড়িলে ছোন্নত বাদ দিতে হইবে।

(খ) অন্যান্য বিষয়

এই নমাজ পাঠান্তে ছুরা "ইয়াছিন" ও তছবি প্রভৃতি পাঠ করিলেও এস্তে-খারা, এস্‌রাক, চাস্ত প্রভৃতি নমাজ পড়িলে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

৩৫শ পরিচ্ছেদ।

জোহরের নমাজের বিবরণ।

২০০ সরা। সময় ও উপকারিতা বিষয়।

নমাজের সময়ের বিবরণে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ইহাতে ১২ রেকাত নমাজ আছে তন্মধ্যে প্রথম ৪ রেকাত ছোন্নত মওয়াক্কেদা তৎপর ৪ রেকাত ফরজ অতঃপর ২ রেকাত ছোন্নত মওয়াক্কেদা পরিশেষে দুই রেকাত নফল নমাজ পড়িতে হয়। উপকারিতা ও সৃষ্টি বিষয় নমাজের বিবরণে বর্ণিত হই-য়াছে। শুক্রবারে জোহরের পরিবর্ত্তে জোমার নমাজ পড়িতে হয়। (জোমার নমাজ বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

২০১ সরা। নমাজ পড়ার নিয়ম।

ইহার প্রথমে চারি রেকাত ছোন্নতের নিয়েত কহিয়া নমাজ পড়ার নিয়-মানুসারে আদায় করতঃ শেষ করিবে অতঃপর আকামত অন্তে এমাম হইলে এমামের মোক্তাদি হইলে মোক্তাদির কিম্বা একা হইলে একাকী নমাজ পড়ার পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী প্রথম দুই রেকাতে আলহাম্‌দোর সঙ্গে ছুরা মিলাইয়া ও শেষ দুই রেকাতে কেবল আল্‌হামদো পাঠ করতঃ চারি রেকাত ফরজ নমাজ শেষ করিবে,। অতঃপর দুই রেকাত ছোন্নতের নিয়েত কহিয়া দুই রেকাত শেষ করিবে, তদন্তর দুই রেকাত নফলের নিয়েত করিয়া নফল পড়ার নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিবে। ইহার ফরজে কেরাত চুপে চুপে পড়িতে হয় (নমাজের বিবরণ দ্রষ্টব্য) (৮৫ নং)*

(ক) এই নমাজের ফরজ মধ্যে ৩০ আয়েত বিশিষ্ট কোন ছুরা যথা ছুরা "তৎক্কিফ্" ইত্যাদি পড়া কর্ত্তব্য (১৪২ সরা ও ৪৭নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

২০২ সরা।

জোহরের মছবুক ও কাজা নমাজ পড়ার বিষয়,

ইহাতে মোক্তাদি মছবুক হইলে মছবুকের নিয়মানুসারে বাকী নমাজ

---

৮৫ নং টীকা। কেরাত বড় করিয়া ও ছোট করিয়া পাঠ করা বিষয় হদিছ সরিফে এইরূপ উল্লেখ আছে যে হজরত রছুল (দং) এছলাম ধর্ম্মের উন্নতি করা সময় বিধর্ম্মীগণ তাঁহাকে দিবসে নমাজ পড়া দৃষ্টি করিলে নানাপ্রকার উৎপাত করিত, তাহারা রাত্রে শুইয়া থাকা নির্ব্বন্ধন তিনি দিবসীয় নমাজে ছুরা ছোট করিয়া ও রাত্রের নমাজে ছুরা বড় করিয়া পড়িতেন।

পড়িয়া ফরজের পূর্ব্বের ৪ রেকাত ছোন্নত ও পরের ২ রেকাত এবং দুই রেকাত নফল পড়িয়া নমাজ শেষ করিতে হইবে। ইহা ক'জা হইলে ক'জা নমাজের নিয়মানুযায়ী আছরের পূর্ব্বে পড়িতে হইবে।

(ক) জোহরের ফরজ, ছোন্নত অন্তে দুই রেকাত নফল, এবং মগরেবের ফরজ, সোন্নত অন্তে দুই রেকাত নফল এবং এসার নমাজের রেতেবের পূর্ব্বে ও পরে দুই রেকাত করিয়া নফল নমাজ পড়ার বিধান আছে। সকল ফকিহ (বিদ্যানগণ) ইহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতিত মকরুহ সময়ান্তে দিবা ও রজনীতে নফল নমাজ পড়ার কোন প্রতিবন্ধক নাই এবাদতে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং ভিন্ন২ সময় পৃথক২ রূপ নমাজ আছে (৩৭নং টীকা ও ১৯৪ সরার গ, প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

৩৬শ পরিচ্ছেদ।

আছেরের নমাজ বিবরণ।

২০৩ সরা। সময়, রেকাত, উপকারিতা ও সৃষ্টি বিবরণ বিষয়।

সময়ের বিবরণে আছরের নমাজের সময়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ৪ রেকাত ছোন্নত, ৪ রেকাত ফরজ নমাজ পড়িতে হয়। উপকারিতা ও সৃষ্টি বিবরণ নমাজ সৃষ্টি বিবরণে দ্রষ্টব্য।

২০৪ সরা। নমাজ পড়ার নিয়ম,

ইহার প্রথম ৪ রেকাত ছোন্নত গয়ের মওয়াকেদাহ্। নিয়েত কহিয়া নমাজ পড়ার নিয়মানুসারে পড়িবে। অতঃপর আকামত অন্তে, এমাম হইলে, এমামের, মোক্তেদি হইলে, মোক্তেদির, কিম্বা একাকী হইলে, একাকী নমাজ পড়ার নিয়ম মত নিয়েত কহিয়া চারি রেকাত ফরজ নমাজ সম্পন্ন করিবে। ইহার প্রথম দুই রেকাতে, ফাতেহা সহ ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে; শেষ দুই রেকাতে কেবল ফাতেহা পড়িতে হইবে। ইহাতে কেরাত চুপে২ পড়িতে হয় (নমাজের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

(ক) এই নমাজের ফরজ মধ্যে ২০ আয়াত বিশিষ্ট কোন ছুরা যথা "ছুরা মোজম্মল" প্রভৃতি ফাতেহার সহিত মিলাইয়া পড়া কর্ত্তব্য (৪৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

২০৫ সরা। আছরের মছবুক ও কাজা নমাজ পড়ার বিষয়।

ইহাতে মোক্তেদি মছবুক্ হইলে, জোহরের মছবুকের নিয়মানুসারে বাকি

নমাজ আদায় করিবে। ক'জা হইলে মগরেবের পূর্ব্বে, কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ হইলে মগরেবের পরে পড়াই বিধি।

২০৬ সরা। অন্যান্য বিষয়।

এই নমাজ পাঠান্তে ছুরা 'রহমান', 'তছবি', দোওয়াইউনছ, প্রভৃতি পাঠ করিলে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়।

৩৭শ পরিচ্ছেদ।

মগরেবের নমাজ বিবরণ।

২০৭ সরা। সময়, রেকাত, উপকারিতা ও সৃষ্টি বিবরণ বিষয়।

নমাজের সময়ের বিবরণে মগরেবের সময়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ৩ রেকাতের ফরজ ২ রেকাত ছোন্নত মওয়াক্কেদা ও ২ রেকাত নফল নমাজ পড়িতে হয়। উপকারিতা ও সৃষ্টি বিষয় নমাজের বিবরণে বর্ণিত আছে।

২০৮ সরা। নমাজ পাঠের নিয়ম বিষয়।

আজান ও একামতান্তে তিন রেকাত ফরজ নমাজ জন্য নিয়েত পাঠ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত, নমাজ পড়ার নিয়মানুসারে ১ম ও ২য় রেকাতে আল-হাম্‌দোর সঙ্গে অন্য ছুরা মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতঃ আত্তাহিযাত্ত অন্তে দাঁড়াইয়া চুপে চুপে কেবল ফাতেহা পাঠ পূর্ব্বক অবশিষ্ট এক রেকাত নমাজ শেষ করিতে হইবে। ইহাতে যে পরিমাণ ছুরা পড়া কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ফরজ নমাজান্তে ছোন্নত ২ রেকাত তদনন্তর নফল ২ রেকাত পড়িতে হইবে (৪৯নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

২০৯ সরা। মছবুক ও ক'জা নমাজ পড়ার বিষয়।

ইহাতে মোক্তাদি মছবুক হইলে মছবুকের নিয়মানুসারে অবশিষ্ট নমাজ আদায় করিতে হইবে (এতদ্বিষয় মছবুকের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

(ক) ক'জা হইলে এশার নমাজের পূর্ব্বে এবং ক'জা নমাজ পড়ার নিয়মানুযায়ী পড়িতে হইবে।

৩৮শ পরিচ্ছেদ।

এশার নমাজ বিবরণ।

২১০ সরা। নমাজের সময়, সৃষ্টি ও উপকারিতা বিষয়।

মগরেবের নমাজ পড়ার পর রজনীযোগে যে ফরজ নমাজ আদায় করা যায় তাহাকে এশার নমাজ কহে। ইহার সময়, সৃষ্টি ও উপকারিতার বিষয়

নমাজের সময় ও স্পষ্ট বিবরণে লিখিত আছে। ইহার প্রথম চারি রেকাত ছোন্নত গয়ের মওক্কেদা তৎপর চারি রেকাত ফরজ তৎপর দুই রেকাত ছোন্নত মওয়াক্কেদা ও দুই রেকাত নফল পড়িতে হয়।

২১১ সরা। নমাজ পড়ার নিয়ম বিষয়।

প্রথমে নিয়েত পাঠ করিয়া চারি রেকাত ছোন্নত নমাজ শেষ করতঃ আকামতান্তে নিয়েত পাঠ পূর্ব্বক দুই রেকাত ফরজ নমাজ ফাতেহা সহ কুড়ি আয়েত পরিমাণ অন্য ছুরা মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতঃ আত্তাহিয়াতান্তে অবশিষ্ট দুই রেকাতে কেবল আলহাম্‌দো বা তিনবার ছোবহানাল্লা বা তাহা পাঠ পরিমাণ সময় দণ্ডায়মাণ থাকিয়া নমাজ শেষ করিতে হইবে (১৪২ সরা ও ৪৭।৪৮।৪৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। তৎপর নিয়েত পাঠান্তে ছোন্নত দুই রেকাত ও নফল দুই রেকাত আলহাম্‌দোর সহিত ছুরা মিলাইয়া শেষ করিবে। শেষ রাত্রিতে তহজ্জুদ নমাজ পড়া অভ্যাস না থাকিলে নফলের পর তিন রেকাত বেতের নমাজ পড়িবে কিন্তু তহজ্জুদ নমাজ পড়া অতি পুণ্যের বিষয় তদ্বিষয় বিশেষ চেষ্টা করতঃ উক্ত নমাজ আদায় করিবে। (বেতেরের নমাজের বিষয় দ্রষ্টব্য)।

২১২ সরা। মছবুক ও ক'জা নমাজ পড়ার বিষয়।

ইহাতে মোক্তাদি মছবুক হইলে জোহরের মছবুকের নিয়মানুযায়ী অবশিষ্ট নমাজ আদায় করিতে হইবে এতদ্বিষয় মছবুক বিবরণে দ্রষ্টব্য। এশার নমাজ ক'জা হইলে ফজরের পূর্ব্বে পড়া কর্ত্তব্য কিন্তু সময় থাকিলে অগ্রে বেতের তৎপর ফজরের নমাজ পড়িয়া সূর্য্যোদয় হইলে এশার ফরজের ক'জা পড়িতে হইবে।

২১৩ সরা। অন্যান্য বিষয়।

এশার ফরজ নমাজান্তে তছবি পাঠ করিলে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়। অন্যান্য বিষয় এতল্লিখিত বিবরণে দ্রষ্টব্য।

৩৯শ পরিচ্ছেদ।

বেতের নমাজ বিবরণ।

২১৪ সরা। বেতের।

এশার নমাজের পর ফজরের পূর্ব্বে যে তিন রেকাত নমাজ পড়া যায় তাহাকে "বেতের" নমাজ কহে। ইহা ওয়াজেব; কারণ হজরত রছুল (দঃ)

ইহা সতত পাঠ করিতেন। হজরত আয়শা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রছুল মকবুল (দঃ) কে বেতেরের নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি, প্রথম রেকাতে "সব্বেহাস্‌মা", ২য় রেকাতে "কোলইয়া আইও" ও তৃতীয় রেকাতে "কোল্‌হো" পাঠ করিতেন, পরে তক্‌বির কহিয়া কর্ণমূলে হস্তার্পণ করিয়া তহরিমা বন্ধন পূর্ব্বক দোওয়া কণুত পাঠ করিতেন। অতঃপর রুকু সেজ্দা করিয়া নমাজ শেষ হওয়ার পর ছালাম ফিরাইয়া তিনবার "ছোবহানাল মালেকেল কদ্দুছ" বলিতেন। (৮৬ নং)

২১৫ সরা। পড়ার নিয়ম।

নিয়েত পাঠ করিয়া রীতিমত ছানা তাউজ, তছমিয়া পাঠ করতঃ বেতেরের তিন রেকাত নমাজে আলহাম্‌দো ও ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে; রমজান মাসে প্রকাশ্যে ও অন্যান্য মাসে চুপে চুপে পড়িয়া ৩য় রেকাতের কোলহো আল্লা অন্তে তকবির বলিয়া পুরুষ হইলে কর্ণমূলে ও স্ত্রীলোকের স্কন্ধ পর্য্যন্ত হাত উঠাইয়া দোয়া কনুত পাঠান্তে, রুকু সেজ্দাদি করিয়া নমাজ শেষ করিতে হইবে (৮৭ নং)

২১৬ সরা। রমজান মাসে বেতেরে মোক্তেদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তক্‌বির তহরিমা অন্তে অন্যান্য ফরজ নমাজের ন্যায় মোক্তেদি এমামের অনুকরণ করিবে কিন্তু তৃতীয় রেকাতে এমাম কনুত পড়িবার সময় মোক্তেদিও কনুত পড়িবে। মসবুককেও এমামের সঙ্গে কনুত পড়িতে হইবে কিন্তু ফজরের নমাজের সময় এমাম কনুত পড়িলে মোক্তেদি অনুকরণ করিবে না।

(ক) মেস্কাত শরিফে প্রকাশ যে বেতেরের পর দুই রেকাত নফল নমাজ পড়িলে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হয়।

৪০শ পরিচ্ছেদ।

কছর নমাজের বিবরণ।

২১৭ সরা। নমাজের নাম ও পড়ার নিয়ম।

নির্দ্দিষ্ট ফরজ নমাজের কোন অংশ আপত্তি বশতঃ না পড়াকে কছর বলে। জোহর আছর ও এশার ফরজ নমাজের দুই রেকাত পড়িয়া অপর দুই

---

৮৬ নং টীকা। কাহার কাহার মতে তহজ্জুদ নমাজের পরে বেতেরের নমাজ পড়া ভাল।

৮৭ নং টীকা। কোন কোন আলেমের মতে ছালাম ফিরাইয়া তিনবার "ছোবহানাল মালেকেল কোদ্দুছ" পাঠ করতঃ ৩য় বার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া সেজদায় যাইয়া পাঁচ বার

রেকাত পাঠে ক্ষান্ত থাকিয়া তৎপরিমাণ সময় বসিয়া গৌণ করা মোছা-ফেরের (প্রবাসীর) প্রতি ওয়াজেব।

২১৮ সরা। নিয়েতাদি বিষয়।

নিয়েত পাঠ করিয়া রীতিমত ছানা, তাউজ, তছমিয়া পাঠান্তে মোক্তেদির বা একার ও এমাম হইলে এমামের নমাজ পড়ার নিয়মানুসারে নমাজ পড়িয়া নমাজ শেষ করিতে হইবে।

২১৯ সরা। অন্যান্য বিষয়।

মোছাফের (প্রবাসীর) বিবরণে দ্রষ্টব্য ১৯১ সরা, তাহাতে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

৪২শ পরিচ্ছেদ।

ক'জা নমাজের বিবরণ।

২২০ সরা। ক'জা নমাজের বিষয়।

অক্তিয়া নমাজের সময় কোন বিশেষ কারণ বশতঃ অতিবাহিত হইলে ঐ নমাজ অন্য সময় পড়াকে ক'জা নমাজ বলে।

২২১ সরা। ক'জা নমাজ পাঠের নিয়ম।

নিয়েত করিয়া রীতিমত ছানা, তাউজ, তছমিয়া আদি পাঠান্তে ক'জা নমাজ পড়িতে হইবে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পাঁচ সময়ের (অক্তের) নমাজ পড়া হইয়া না থাকিলে নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা ফরজ হইবে; অর্থাৎ পূর্ব্বের ক'জা নমাজ থাকিতে উপস্থিত সময়ের অক্তিয়া নমাজ পড়িলে চলিবে না, যেরূপ বেতেরের নমাজ পড়া না হইলে ফজরের নমাজে বাধা আছে, কিন্তু ত্রিবিধ কারণে ক'জা থাকিতে অক্তের নমাজ পড়া যাইতে পারে। যথা :—

(১) সময় অল্প থাকিলে (ক'জা নমাজ পড়িলে যদ্যপি অক্তিয়া নমাজের সময় না থাকে।)

(২) ক'জা নমাজের বিষয় স্মরণ না থাকিলে।

(৩) পাঁচ সময়ের অধিক অক্তের নমাজ ক'জা হইলে, (পূর্ব্বের বা অতি

বিশেষ দোয়া পাঠ পূর্ব্বক সেজদা হইতে মস্তক উত্তোলন করিবে, তৎপর বিশেষ দোওয়া পাঠ করিয়া পুনরায় সেজদায় গিয়া দোওয়া পাঠান্তে সেজদা হইতে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক দুই রেকাত নফল নমাজ তিনবার করিয়া কোলহো আল্লা ফাতেহার সহিত পাঠ করিয়া শেষ করিলে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

পূর্ব্বের হউক) যদ্যপি কোন ব্যক্তির, জোহর ও আছর ক'জা হয় ও মগরেবের সময় এরূপ অত্যল্প সময় থাকে যে কেবল ৭ সাত রেকাত নমাজ হইতে পারে, অত্রাবস্থায় প্রথমে জোহরের চারি রেকাতের ক'জা পড়িয়া মগরেবের নমাজ পড়িবে এবং আছরের ক'জা এশার সময় পড়িতে পারিবে।

(ক) যদি কোন ব্যক্তির এক কি অধিক মাসের নমাজ ক'জা হয় তবে তাহাকে পর্য্যায়ক্রমে ফজর, জোহর, আছর, মগরেব ও এশার ক'জা এবং সর্ব্ব শেষে বেতেরের ক'জা পড়িতে হইবে। এইরূপ যতই দীর্ঘকালের হউক না কেন রীতি অর্থাৎ তরতিবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নমাজের অক্তে, অক্তে ক'জা পড়িয়া শেষ করিতেই হইবে নতুবা পরিত্যাগ করিলে শেষ বিচারের দিন (কেয়ামতে) কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২২২ সরা। ক'জা পড়ার বিষয়।

ফরজ নমাজের ক'জা পড়া ফরজ, ওয়াজেবের ক'জা পড়া ওয়াজেব এবং ছোন্নতের ক'জা পড়া ছোন্নত। বিশেষ কারণ বশতঃ নমাজ ক'জা হইলে তাহা আদায় না করিলে গুরুতর পাপে লিপ্ত হইবে। কেহ বিনাপত্তিতে নমাজ ছাড়িয়া দিলে তাহাকে শাস্ত্র মত এরূপ আঘাৎ করা কর্ত্তব্য যে, তাহার শরীরে রক্তপাত হয় এবং নমাজ না পড়া পর্য্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ থাকে এবং তদবস্থায়ও অসম্মত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া বিধি, (রমজানের রোজা না করা ব্যক্তিকেও ঐরূপ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে)।

২২৩ সরা। ক'জা নমাজ পড়ার তরতিবের বিষয়।

ফজরের নমাজের ক'জা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে পড়িলে ছোন্নত সহ তৎপর পড়িলে ছোন্নত ব্যতীত পড়িতে হইবে। অন্যান্য অক্তের নমাজ ক'জা হইলে (মকরুহ সময় ব্যতীত) অক্তিয়া নমাজের অগ্র, বা পশ্চাতে আদায় করিতে পারিবে। এক সময় অনেক অক্তের ক'জা নমাজ পড়া যাইতে পারে। যে অক্তের ক'জা সেই অক্তের নমাজের সময় আদায় করা বিধি বদ্ধ নহে।

২২৪ সরা। অন্যান্য বিষয়।

নমাজের অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে সেই, সেই বিষয়ের বিবরণে দ্রষ্টব্য।

২২৫ সরা। ক'জা নমাজে আজাঁন আকামত দেওয়ার বিষয়।

ফরজ ক'জা নমাজের জন্য আজাঁন একামত দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক অক্তের নমাজ ক'জা হইয়া থাকিলে প্রথমে আজাঁন আকামত বলিয় আরম্ভ করিতে হইবে, তৎপর ঐ সময় যত অক্তের ক'জা পড়া হউক না কেন

তজ্জন্য কেবল প্রত্যেকবার আকামত বলিলে চলিবে। কিন্তু অক্রিয়া ফরজ নমাজের জন্ঠ আজাঁন একামত হইয়া থাকিলে তাহাই প্রচুর হইবে।

৪২শ পরিচ্ছেদ।

জোমার নমাজের বিবরণ।

২২৬ সরা। জোমার নমাজের নাম, সময় এবং কোন কোন স্থানে উহা সিদ্ধ হইবে তদ্বিষয় বিধি।

শুক্রবার দিবা দ্বিপ্রহরের পর জোহরের সময় খোৎবা অন্তে এমামের সঙ্গে যে দুই রেকাত ফরজ নমাজ পঁড়া যায় তাহাকে জোমার নমাজ বলে। ইহা ফরজ, যিনি অস্বীকার করিবেন তিনি কাফের হইবেন। ইহা নিম্নোক্ত অবস্থায় সিদ্ধ হইবে, সরায় ইহা জোমার নমাজের সর্ত্ত বলিয়া কথিত আছে।

১ম স্বত্ব—সহর কিম্বা সহরের পার্শ্বে হইলে (৮৮নং)

২য়—,,—মোসলমান বাদসাহ কিম্বা প্রতিনিধি থাকিলে (কিন্তু ভূপতি কাফের হইলে মোসলমান দল মিলিয়া পড়িলে সিদ্ধ হইবে),

৩য় ,, জোহরের নমাজের সময়ের মধ্যে পড়িলে,

৪র্থ ,, নমাজের পূর্ব্বে দুইটী খোৎবা পাঠ হইলে,

৫ম ,, এমাম ব্যতীত তিন জন নমাজী হইয়া জমাত হইলে,

৬ষ্ঠ ,, সকলের প্রতি নমাজ পড়ার আদেশ থাকিলে (অর্থাৎ নমাজের সময় মসজেদে বা উপাসনা গৃহে দ্বার বদ্ধ করিতে না হইলে। ইত্যাদি প্রকারে) সিদ্ধ নতুবা সিদ্ধ নয়।

২২৭ সরা। কোন্, কোন্ ব্যক্তি ঐ নমাজ পড়িতে পারে তাহার বিষয়।

১। সহর বা তত্তুল্য গ্রামবাসী হইলে,
২। নিরোগ,
৩। স্বাধীন,
৪। পুরুষ,
৫। প্রাপ্ত বয়স্ক,
৬। বুদ্ধিমান্ হইলে (পাগল বিকৃত মনা না হইলে)
৭। মোসলমান হইলে,
৮। অন্ধ না হইলে,
৯। খোঁড়া, (চলিতে পারিলে)
১০। ভীত না হইলে (চোর, দস্যু ইত্যাদি ভয় না থাকিলে)
১১। মুষল ধারায় বৃষ্টি না হইলে (প্রবল ঝড়, শীত, বরফ ও কর্দ্দম ইত্যাদি প্রতিবন্ধক না হইলে)

---

৮৮ নং টীকা। সহর—যে স্থান এ প্রকার হয় যে তথাকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যতীত সমুদয় মোসলমান সেই স্থানের মসজেদে প্রবেশ করিলে উহাতে স্থানাভাব হয়, তবে ঐ স্থানকে সরা মতে সহর বলা যায়।

জোমা ওয়াজেব হওয়া সম্বন্ধে (এই ১১শ শর্ত্ত দোররল মোখ্‌তার গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইহাকে জোমার নমাজ ওয়াজেব হওয়ার স্বত্ব বলে। জোমার নমাজ পড়া সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য, ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাহাদের উপর জোমা ওয়াজেব নহে অন্ধ, খোড়া ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া নমাজ পড়িলে তাহাদেরও নমাজ সিদ্ধ হইবে।

২২৮ সরা। জোমার নমাজ পড়ার উপকারিতা ও সৃষ্টি বিষয়।

দয়াময় বিশ্বপতি পবিত্র কোরাণ শরিফে ছুরা জোমাতে আদেশ করিয়াছেন যে, জোমার নমাজের জন্য আঁজান শ্রবণ মাত্র সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সাপ্তাহিক নমাজ অক্রিয়া ফরজ নমাজের প্রধান; ইহা পড়িলে কবরে জোমা সরদারের ন্যায় উপস্থিত থাকিয়া অন্যান্য নমাজকে প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করাইবে এবং কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। হিজ্‌রি সনের প্রথমে পবিত্র মদিনা নগরীতে শুক্রবারে এই পবিত্র নমাজ হজরত রছুল (দং) শতাধিক লোক সহ আরম্ভ করিয়া সুমধুর খোৎবা পাঠ করিয়াছিলেন, তদবধি ইহা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

২২৯ সরা। পড়িবার নিয়ম।

(১) আঁজান শ্রবণ মাত্রই ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া অজু করতঃ দোয়া পাঠ করিয়া উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইবে, পরে নিয়েত বলিয়া তক্‌বির তহরিমা অন্তে ছানা, তাউজ, তছমিয়া পাঠ করতঃ চুপে চুপে দুই রেকাত দাখেল মস্‌জেদ নমাজ (ছোন্নত গয়ের মওয়াক্কেদা) পড়িবে। ইহার প্রত্যেক রেকাতে আলহাম্‌দোর সহিত অন্য ছুরা সংলগ্ন করিয়া পড়িতে হইবে।

(২) তদ্‌পর (৭১নং) নিয়েত কহিয়া চারি রেকাত কাবেলে জোমা নমাজ পড়িবে। ইহার প্রত্যেক রেকাতে আলহামদোর সহিত কোন ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

(৩) তৎপর এমাম মঞ্চে (মিম্বরে) দাঁড়াইলে ছোট করিয়া আঁজান দিবে অতঃপর এমাম খোৎবা পাঠ করিবে, মোক্তাদি নিবিষ্ট চিত্তে এমামের দিকে মুখ করিয়া শুনিবে এবং এমাম প্রথম খোৎবার পর দরুদ পড়িবে, কিন্তু কেহ খোৎবা পড়ার সময় কথা কি কোন তস্‌বিহ কি নমাজ পড়িবে না।

(৪) একামত অন্তে এমাম (৭২ নং) নিয়েত কহিয়া (তক্‌বির তহরিমা, ছানা, তাউজ, তছমিয়া পাঠান্তে) দুই রেকাত ফরজ নমাজ পড়িবে। ইহার

প্রত্যেক রেকাতে আলহাম্‌দোর সহিত কোন ছুরা মিলাইতে হইবে; কিন্তু ১ম রেকাতে ছুরা জোমা, দ্বিতীয় রেকাতে ছুরা মোনাফেক পড়া মোশ্‌তাহাব্ব, এই উভয় রেকাতে কেরাত পড়া ফরজ। মোক্তাদি নিয়েত পড়িয়া মোক্তাদির কর্ত্তব্য পালন করিবে।

(৫) অতঃপর (৭৩ নং) নিয়েত করিয়া চারি রেকাত বাদেলজোমার (ছোন্নত মওয়াক্কেদা) নমাজ পড়িবে। ইহার প্রত্যেক রেকাতে আলহাম্‌দোর সহিত কোন ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

(৬) তদনন্তর (৭৪ নং) নিয়েত করিয়া চারি রেকাত আখেরী জোহরের নমাজ পড়িবে। ইহার প্রত্যেক রেকাতে আলহাম্‌দোর সহিত কোন ছুরা মিলাইতে হইবে। (আখেরী জোহর নমাজের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

২৩০ সরা। আখেরী জোহর নমাজের বিষয়।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুহীতে প্রকাশ যে সহর হইবার কিম্বা জোমার নমাজ সিদ্ধ হইবার যুক্তি গুলির মধ্যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে ঐ স্থানের অধিবাসীদিগের জোমার নমাজের পরে সন্দেহ ভঞ্জনার্থে চারিরেকাত নমাজ পড়া কর্ত্তব্য। উক্ত প্রকারে যে নমাজ পড়া যায় তাহাকে আখেরী জ্জোহর বলে। ইহা পড়া অনেক বিদ্বানের মতে সিদ্ধ, ইহার তাৎপর্য্য এই যে জোমার নমাজ সিদ্ধ না হইলে উক্ত চারি রেকাত নমাজ দ্বারা ঐ সময়ের ফরজ নমাজ নিঃসন্দেহ সম্পন্ন হইবে। এবং জোমার নমাজ সিদ্ধ হইলে উক্ত চারি রেকাত নমাজ ছোন্নত নমাজে পরিগণিত হইবে।

২৩১ সরা। অন্যান্য বিষয়।

আখেরী জোহর নমাজের বিষয়।

এতদ্দেশে আখেরী জ্জোহর পড়া সম্বন্ধে অনেকের মত ভেদ আছে, কিন্তু কেহই নিষেধ দেখাইতে সক্ষম নহেন, সুতরাং প্রসিদ্ধ মতানুসারে পড়াই কর্ত্তব্য। প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হইয়া উপাসনা করাতে নানাবিধ ফল লব্ধ হইয়া থাকে। এই একতাগুণে এছলামগণ চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এক্ষণ ব্রাহ্ম, হিন্দু প্রভৃতি জাতি একতা স্থাপন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। জোমার রজনী অতি পবিত্র। এই রজনীতে উপাসনা করিলে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, এবং জোমার নমাজে না যাওয়া পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্যে (চাষাবাদ, খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি) লিপ্ত না হইয়া কোরাণ শরিফ পাঠ, স্তোত্র প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকা অত্যন্ত পুণ্যের কার্য্য।

৪৩শ পরিচ্ছেদ।

নমাজ ২য় খণ্ড।

তাহজ্জুদ নমাজের বিবরণ। (৮৯ নং)

২৩২ সবা। উপকারিতা, সময় ও সৃষ্টি বিষয়।

তহজ্জুদ নমাজ ছোন্নতে মওয়াক্কেদা, প্রত্যেক মোসলমানের ইহা পড়া উচিত। রাত্রির তিন ভাগের এক ভাগ বাকী থাকিতে ইহার সময় আরম্ভ হয় এবং রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত সময় থাকে। ইহা ১২ বার রেকাত এবং আপত্তি থাকিলে চারি রেকাত পড়িলেই চলিতে পারে; তরমুজি শরিফে প্রকাশ এমাম আবু হানিফা (রাঃ) ইহা পয়গাম্বর সাহেবের আদিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তহজ্জুদ পড়িবে সে ইহকাল পরকাল সুখে কাটাইবে। যদিও ইহাকে কেহ, কেহ মোশ্তাহাব বলিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ বিশ্বাসী ও বিদ্বানগণ ছোন্নতে মওয়াক্কেদার নিকট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "রেছালা মালাবোদ মেন্নহুতে" ইহা ছোন্নতে মওয়াক্কেদা বলিয়া প্রকাশ আছে। এই নমাজ পয়গাম্বর (দঃ) কখন পড়িতে ছাড়েন নাই। কোন কারণ বশতঃ পড়িতে না পারিলে তাহার ক'জা পড়িতেন।

২৩৩ সবা। পড়িবার নিয়ম।

(১) নুফল নমাজের বিবরণে লিখিত আছে যে, কেহ চারি রেকাত নমাজের দুই, দুই রেকাতের নিয়েত কহিয়া তহরিমা, তকবির অন্তে ছানা, তাউজ পাঠ করতঃ চুপে, চুপে আল্‌হামদোর সহিত দ্বাদশ বার করিয়া কোল্‌হো আল্লা এবং নমাজান্তে ছুরা মোজম্মল দুইবার পাঠ করিয়া প্রার্থনা জানাইলে দয়াময় প্রার্থনা কবুল করিবেন।

(২) পয়গাম্বর (দঃ) কোন কোন সময় একবারে চারি রেকাত নমাজ পড়িতেন এবং প্রথম রেকাতে আলহাম্‌দোর সহিত ছুরা "বকর" দ্বিতীয়ে আলহাম্‌দোর সহিত ছুরা "আল্‌এমরান" তৃতীয়ে আলহাম্‌দোর সহিত ছুরা "নেছা" চতুর্থে আলহামদোর পর ছুরা "মাএদা" পড়িতেন।

(৩) বার রেকাত নমাজের দুই, দুই রেকাত করিয়া পড়া বিধি। প্রথম দুই রেকাতের ১ম রেকাতে আল্‌হামদো বাদ কোলহো আল্লা একবার ২য়

৮৯নং টীকা। এই ২য় খণ্ডে, তাহাজ্জুদ, চাস্রমাসীক দৈনিক, ও সাময়ীক প্রভৃতি নমাজের বিষয় বর্ণিত আছে।

রেকাতে আল্‌হাম্‌দো বাদ কোল্‌হো আল্লা দুই বার, এইরূপ প্রত্যেক রেকাতে ক্রমান্বয়ে কোল্‌হো আল্লা একবার করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ রেকাতে (আলহামদোর পর) কোল্‌হো আল্লা দ্বাদশ বার পড়িবে কিম্বা ইহার বিপরীত করিলেও পুণ্যাধিকারী হইবে অর্থাৎ ১ম রেকাতে কোল্‌হো দ্বাদশ বার ২য় রেকাতে একাদশ বার তৃতীয়ে দশবার এইরূপে ক্রমান্বয়ে এক একবার কমাইয়া শেষ রেকাতে একবার পড়িয়া শেষ করিবে। এবং কাহার ২ মতে "কোল্‌হো" শুক্লপক্ষে ক্রমে বৃদ্ধি ও কৃষ্ণ পক্ষে ক্রমে ন্যূন করিতে হইবে।

২৩৪ সরা। বিশেষ নিয়ম।

যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া তহজ্জুদের নিয়তে আরাধনা (এবাদত) করেন তবে তাহা তহজ্জুদের নমাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। একবার রাত্রে ঘুমাইয়া শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক উপযুক্ত সময় উক্ত নমাজ পড়িলেই তহজ্জুদ মধ্যে গণ্য হইবে।

৪৪শ পরিচ্ছেদ।

মহরম চান্দ্রমাসের নমাজের বিবরণ।

২৩৫ সরা।

বার চন্দ্রের মধ্যে ১ম চন্দ্রকে মহরম বলে। এই চান্দ্রমাসে রোজা, নমাজ দান ইত্যাদি নানারূপ পুণ্য কার্য্য করিতে হয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি নমাজ ব্যতীত এই মাসে যে সকল নফল নমাজ পড়া যায় তাহাকে মহরম চন্দ্রের নমাজ বলে; উহা ২।৪।৮ কিম্বা ১২ রেকাত পড়ার নিয়ম আছে। (ক)—"মকছুদোল কাছেদিন" মধ্যে লিখিত আছে মহরমের প্রথম রাত্রিতে বিশেষ নিয়মে দুই রেকাত নফল নমাজ পড়িলে বহুতর পুণ্যাধিকারী হইবে (যদিও ছহি হদিছে প্রকাশ নাই তথাপি ইহা সম্পাদনে অনেকে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।)

লায়লাতুল আশুরা।　　(আশুরা)

২৩৬ সরা।

মহরম চান্দ্রমাসের ১০ই তারিখ আশুরা, এই দিন অত্যন্ত পবিত্র। হজরত রছুলে করিম (দং) আদেশ করিয়াছেন যে, আশুরার দিন পৃথিবী, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র. লওহ, কলম প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য জাতির আদি পিতা হজরত আদম (আলাঃ) ঐ দিন জন্ম গ্রহণ করতঃ তৎপর ঐ শুভ

দিনেই বেহেশ্‌তে দাখিল হয়েন এবং ঐ দিনেই তাঁহার তওবা কবুল হয়। এই আশুরার দিনেই হজরত নুহ্‌ (আলাঃ) ও হজরত খলিলোল্লার জন্ম হইয়াছিল। হজরতএছমাইলের (আলাঃ) পরিবর্ত্তে কোরবাণী খোদাতালা কর্ত্তৃক এই আশুরার দিনেই নির্দ্দিষ্ট হয়। মিশরাধিপতি দুষ্টমতি ফেরাউন হজরত মুসার (আলাঃ) পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া উক্ত দিনে সসৈন্যে নিল নদীতে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই পবিত্র বসে হজরত আইয়ুব (আলাঃ) বিপন্মুক্ত হয়েন। হজরত ঈশা (আলাঃ) এই আশুরার দিনে জন্ম গ্রহণ করেন। এই দিনেই হজরত মোহম্মদের (দং) প্রিয়তম দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন কারবালা মহা প্রান্তরে দুষ্টমতি এজিদের নিয়োজিত সেমর কর্ত্তৃক নৃশংসরূপে সহিদ হয়েন; এবং এই আশুরার দিনে কেয়ামত (মহা-প্রলয়) উপস্থিত হইবে।

(ক) হদিছ সরিফে বর্ণিত আছে যে আশুরার দিনে বিশেষ নিয়মে চারি রেকাত নফল নমাজ পড়িলে রাশি রাশি পাপ দয়াময় বিশ্বপতি মার্জ্জনা করিবেন, এবং সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে উৎকৃষ্ট স্থান পাইবে। সুতরাং এই শুভ দিনে এছলাম ধর্ম্মাবলম্বীর কর্ত্তব্য যে, শুভকার্য্য হইতে বঞ্চিত না থাকে।

৪৫ শ পরিচ্ছেদ।

আখেরী চাহার সোম্বা। (চাহার সম্বা)

২৩৭ সরা।

সফর চান্দ্র মাসের শেষ বুধবার মোসলমান জগতের অন্যতম পর্ব্ব "আখেরী চাহার সম্বা" নামে অভিহিত। যে হেতু এই তারিখে আমাদের পয়গাম্বর রছুলে করিম (দং) রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করতঃ গোছলে শাফা সমাধা করেন। সুতরাং এই আখেরী চাহার সম্বা তারিখে মোসলমান মাত্রেরই রোজা, নমাজ, দীন, হীন এবং নিঃসহায় ব্যক্তিগণকে অর্থ দান ও/অন্নদান ইত্যাদি পুণ্য কার্য্যের নিতান্ত পক্ষে কোন একটী করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৪৬ শ পরিচ্ছেদ।

রবিয়লআউয়াল চান্দ্রমাসের নমাজের বিবরণ।

২৩৮ সরা।

কেতাবোস আওরাদে বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রোদয়ের প্রথম রাত্রিতে বিশেষ

নিয়মে চারি রেকাত নফল নমাজ পড়িলে চারি বৎসরের আরাধনার তুল্য পুণ্য-লাভ হইবে এবং বিশেষ নিয়মে ১৬ রেকাত নফল নমাজ পড়িয়া ছালামবাদ বিশেষ দোয়া পাঠ করিলে এবং প্রথম বার দিন পর্য্যন্ত এশার নমাজের পর বিশেষ দরুদ ১১২৫ বার করিয়া পড়িয়া অজুর সঙ্গে শয়ন করিলে, দয়াময়ের কৃপায় অবশ্য হজরতের (দং) চরণাম্বুজ দর্শন লাভ ঘটিবে। "ফতুহোল আওরাদে" বর্ণিত আছে যে, এই চন্দ্রের ১১ই তারিখ হজরতের পবিত্র আত্মার নজর স্বরূপ বিশেষ নিয়মে ২০ রেকাত নফল নমাজ পড়িলে হজরত তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিবেন এবং ঐ রাত্রিতে ১০০ বার দরুদ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হইবে। এই মাসে বিশেষতঃ উপরোক্ত তারিখে রোজা, নমাজ, মৌলুদ, দান ইত্যাদি করিলে পুণ্য সঞ্চয়ের বিশেষ সম্ভাবনা।

ফাতেহায় দোয়াজ দাহম।

২৩৯ সরা।

চান্দ্র মাসিক বৎসরের বারমাসের মধ্যে এই রবিয়ল আউয়াল মাসটী মোসলমানগণের মধ্যে একদিকে যেমন হর্ষ ও আনন্দদায়ক, অন্য দিকে তেমনি বিষাদ ও শোকোদ্দীপক। পরম করুণাময় খোদাতালার প্রিয়তম নবী মহাত্মা হজরত মোহম্মদ মোস্তফা (দং) যিনি জগৎব্যাপী পৌত্তলিক ধর্ম্মের মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করতঃ জগতে এছলাম ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন ও একেশ্বর বাদিতার মূল মন্ত্র উচ্চারণে দিক্ দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া-ছিলেন এবং যিনি অমানুষিক ধৈর্য্য, অদম্য উৎসাহ, অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে সর্ব্বোপরি অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার কৃপা ও আদেশের উপর নির্ভর করতঃ স্বীয় পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া পৌত্তলিকতার বহুকাল ব্যাপী প্রিয় আবাস আরব ভূমে একেশ্বর বাদিত্বের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, তিনি এই রবিয়ল মাসের ১২ই তারিখে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে যেমন আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি ৬৩ বৎ-সর বয়ঃক্রম কালে এই রবিয়ল মাসের ১২ই তারিখে নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুবিমল সুখ শান্তির আধার অনন্ত স্বর্গধামে গমন করতঃ এছলাম জগতকে চির শোক সাগরে ডুবাইয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত ১২ই তারিখ "ফাতেহায় দোয়াজ দাহম" এছলাম জগতে স্মরণ রাখার বিষয়। মোসলমান ভ্রাতা ভগিনীগণের একান্ত কর্ত্তব্য যে, এই মাসে সাধ্যমত ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্রতী হন। "ফাতেহায় দোয়াজ দাহম" মোসলমানগণের একটী প্রধান পর্ব্ব।

হজরতকে যাঁহারা অন্তরের সহিত একান্ত ভালবাসেন, তাঁহাদের এই মাস ব্যাপিয়া দরুদ পাঠ, কোরাণ শরিফ পাঠ, মৌলুদের সভা আহ্বান রোজা, দান প্রভৃতি সদানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকা উচিত। বিশেষতঃ ১২ই রবিয়ল তারিখে ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য বটে।

৪৭শ পরিচ্ছেদ।

রজব চান্দ্র মাসের বিবরন।

২৪০ সরা।

পবিত্র রজব মাসের ২৭ শে তারিখের রাত্রি মোসলমানদিগের নিকট "শবে মেয়েরাজ" নামে অভিহিত। এই পবিত্র রাত্রিতে হজরত রছুলে মকবুল (দং) দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তার আহ্বানক্রমে বোরাক নামক স্বর্গীয় দ্রুত-গামী বাহনে আরোহণ করতঃ ক্রমে স্বীয় আবাস পবিত্র ভূমি মক্কা মওয়াজ্জমা হইতে প্রথমতঃ বয়তল মোকাদ্দেছের "মস্‌জেদোল আক্‌ছায়ে", তদন্তর তথা হইতে ক্রমান্বয় সপ্তাকাশ, বেহশ্‌ত, দোজখ ইত্যাদি এবং পরম করুণা-সিন্ধু সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার সান্নিধ্য লাভে নব্বই হাজার বাক্যালাপের পর ফেরেশ্‌তা ও পয়গাম্বরগণ সহ সাক্ষাৎ করতঃ নানাস্থানে শুভাগমন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সুতরাং এই শুভ রজনীতে মোসল-মান মাত্রেরই নমাজ, মৌলুদসরিফ, দান ইত্যাদি পুণ্য কার্য্যে যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৪৮শ পরিচ্ছেদ।

শবেবরাত বিবরণ।

২৪১ সরা।

সাবান মাসের ১৫ই তারিখের রাত্রি "শবেবরাত" নামে অভহিত, অর্থাৎ এই তারিখে সকল জীব জন্তুর ও মনুষ্য মাত্রেরই খাদ্য (রেজেক) বণ্টন হয়। সুতরাং এই বিখ্যাত রাত্রি জাগিয়া এবাদত আরাধনা করা ও দান খয়রাত ইত্যাদি পুণ্য কার্য্যে লিপ্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এই রাত্রিতে বিশেষ নিয়মে ১০০ রেকাত নফল নমাজ পাঠ করিলে বহুতর ফল ও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

৪৯শ পরিচ্ছেদ।

রমজান চান্দ্রমাসের বিবরণ।

২৪২ সয়া।

বার মাসের মধ্যে এই মাস অতি পবিত্র এবং উপাসনা ও আরাধনা জন্য বিশেষ রূপ নির্দ্দিষ্ট। এই মাসে দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে ১৫ পনরটী অনুগ্রহ (রহমত) অবতীর্ণ হয় যথা:—

১। খাদ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য্য,

২। অর্থের স্বচ্ছলতা,

৩। রোজাদারের ভক্ষ্য দ্রব্যাদি এবাদতে গণ্য হওয়া,

৪। সৎকার্য্য মাত্রেরই দ্বিগুণত্ব ফল,

৫। ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক খোদার নিকট রোজাদারের মঙ্গল কামনা ও ক্ষমা প্রার্থনা,

৬। শয়তানের বন্দীভূত হওয়া,

৭। রহমতের দ্বার খোলা থাকা,

৮। রোজাদারের জন্য বেহেশ্‌তের দ্বার খোলা ও দোজখের দ্বার বন্ধ হওয়া,

৯। রমজানের প্রত্যেক রাত্রিতে সাত লক্ষ দোজখী কয়েদীর মুক্ত হওয়া,

১০। রমজান শরিফের এক সপ্তাহে যত লোক মুক্তি পায়, এক শুক্রবার রাত্রিতে আবার ঐ পরিমাণ দোজখ বাসী মুক্তি পাইয়া থাকে,

১১। রমজান শরিফের শেষ রাত্রিতে প্রার্থনাকারী লোকের পাপ মার্জ্জনা হওয়া,

১২। প্রত্যেহ বেহেশ্‌ত সজ্জিত হওয়া,

১৩। রোজাদারের প্রার্থনা খোদাতালার নিকট মঞ্জুর হওয়া,

১৪। রোজাদারের শরীর সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে পবিত্র হওয়া,

১৫। রোজাদারের প্রতি খোদা তালার প্রসন্নতা।

২৪৩ সয়া।

এই মাসে এয়াতেকাফ্ ও লায়লাতলকদর বিশেষ পুণ্যদায়ক। যে ব্যক্তি যত পরিমাণে পারে পুণ্য উপার্জ্জনে ত্রুটি না করে। যে ব্যক্তি বিনাপত্তিতে রোজা না রাখিয়া পুণ্য কার্য্য হইতে বিরত থাকে তাহার ন্যায় অধম জীব জগতে নাই বলিতে হইবে।

এই চন্দ্রোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া শওয়াল চন্দ্রোদয় পর্য্যন্ত একমাস কাল রোজা রাখা কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রত্যহ ছোবে ছাদেক হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রোজা রাখা ফরজ। ইহাতে যেমন রোজা রাখা ফরজ তেমনি রোজা রাখারও এক্তার করার নিয়েত করাও ফরজ (৯০ নং)

তারাবি-নমাজের বিবরণ। (তারাবি)

২৪৪ সরা।

রমজান মাসের চন্দ্রোদয় হইতে শেষ পর্য্যন্ত এশার নমাজের পরও বেতেরের পূর্ব্বে দশ ছালামে কুড়ি রেকাত নমাজ পড়াকে তারাবির নমাজ বলে, ইহা ছোন্নতে মওয়াক্কেদা, ইহা ফরজ হইবার আশঙ্কায় হজরত (দং) প্রত্যহ উক্ত নিয়মে পড়েন নাই, ইহা একাকী কিম্বা জমাতে পড়া যায়। এই মাসে তারাবিতে অন্ততঃ ন্যূন পক্ষে এক খতম কোরাণ শরিফ পাঠ করা কিম্বা শুনা ফরজ (একান্ত কর্ত্তব্য) (৯১ নং)

শবে কদর বিবরণ। (সবেকদর)

২৪৫ সরা।

জোনাব হজরত রছুল (দং) আদেশ করিয়াছেন যে, সমস্ত রজনী হইতে "শবে কদর" অতি পবিত্র পুণ্যদায়ক ও প্রধান। উক্ত সময় যে ব্যক্তি উপাসনায় নিমগ্ন থাকিবে তাহার ছগিরা কবির (ক্ষুদ্র, বৃহৎ) জানিত, অজানিত সমস্ত পাপ মুক্ত হইয়া নরকাগ্নি হারাম (নিষিদ্ধ) হইবে। শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত্রি অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ শে তারিখে কিন্তু ২৭ শে তারিখ শবে কদর হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা, এজন্য সমস্ত মাস বিশেষতঃ শেষ দশ দিন লায়লাতল কদরের অনুসন্ধানে নিমগ্ন থাকা নিতান্তই উচিত। ২৭ শে রমজানের রজনীতে এবাদতের মানসে যে স্নান করিবে তাহার অনেক পুণ্য সঞ্চয় হইবে। এবং বিশেষ নিয়মে নমাজ, রোজা, দান, ধ্যান করিলে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হইবে। (৯২ নং)

---

৯০ নং টীকা। কলেমা খণ্ডের রমজানের রোজা রাখার নিয়েত ৮৯ নং ও এক্তারের ৯০ নং দোওয়া পাঠ করিতে হইবে। (কলেমা খণ্ড দ্রষ্টব্য)

৯১ নং টীকা। তারাবির নমাজের নিয়েত ও দোওয়া কলেমা খণ্ডের ৭৫।৭৬।৭৭।৭৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯২ নং টীকা। কলেমা খণ্ডের ৫ নং ছুরা কদরের ব্যাখ্যা ও টীকা দেখ এবং এক্তেকাফ সম্বন্ধীয় ৭৯ নং দোওয়া দ্রষ্টব্য।

ঈদল ফেতের নমাজের বিবরণ। (ঈদেল ফেতের)

২৪৬ সরা।

শওয়াল চান্দ্রমাসের ১লা তারিখ পূর্ব্বাহ্নে এক ঘণ্টার পর হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে দুই রেকাত ওয়াজেব নমাজ পড়া যায় তাহাকে "ঈদল ফেতেরের নমাজ" বলে। প্রসিদ্ধ শরে বেকায়া মধ্যে প্রকাশ যে উক্ত নমাজের পূর্ব্বে দাঁতন করা, আহার করা, সুগন্ধি লাগা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করা, ফেত্‌রা দান করা ও নমাজ পড়ার জন্য যাওয়া কালে চুপে চুপে "তক্‌বির তশ্‌রিক" বলিতে বলিতে মস্‌জিদে যাওয়া মোস্‌তাহাব এবং ঈদের নমাজের পূর্ব্বে নফল নমাজ পড়া নিষেধ। জোমার নমাজ যাহার প্রতি যে সকল কারণে এবং যে স্থলে সম্পন্ন হওয়ার বিধান আছে, ঈদের নমাজও সেই, সেই কারণে ও স্থলে সম্পন্ন হইবে।

(ক) যে সহরে জোমা সিদ্ধ হয় তথায় ঈদও সিদ্ধ হইবে, কিন্তু জোমার খোত্‌বা পাঠ করা ফরজ, ঈদদ্বয়ের খোৎবা পাঠ করা ছোন্নত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ঈদের খোৎবা পড়িলে সিদ্ধ হইবে কিন্তু জোমার খোৎবা পড়িলে সিদ্ধ হইবে না।

(খ) এমাম মোক্তাদির সহিত নিয়েত কহিয়া তক্‌বির, তহরিমা, ছানা, তাউজ, তছ্‌মিয়া পাঠান্তে তিনবার তক্‌বির বলিয়া ফাতেহা ও অন্য ছুরা মিলাইয়া প্রথম রেকাত শেষ করিবে, তৎপর দ্বিতীয় রেকাতে ও আলহামদো ও অন্য ছুরা পাঠান্তে তিন তক্‌বির বলিয়া রুকুর জন্য তক্‌বির বলিয়া নমাজ পড়ার নিয়মানুযায়ী আনুসাঙ্গিক কার্য্যাদি শেষ করিবে। উপরোক্ত দুইবারের অতিরিক্ত ছয় তক্‌বিরে কর্ণমূল পর্য্যন্ত হস্ত উঠাইতে হইবে। মোক্তাদিকেও তাউজ, তছমিয়া ফাতেহা ও ছুরা পাঠ ব্যতীত অপর সমুদয় কার্য্যে এমামের অনুকরণ করিতে হইবে। নমাজান্তে খোৎবা (কলেমা খণ্ডের ৯০৮ নং বা অন্য খোৎবা) পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২৪৭ সরা।

রমজানের রোজার পর ঈদের দিবস তদুপলক্ষে যাহা দান করা যায় তাহাকে ফেতরা বলে। যাহার আপন পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহের পর ৫২॥০ তোলা পরিমাণ রুপা উদ্বৃত্ত থাকে তাহার উপর ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব। গোধুম কি তাহার ছাতু কিম্বা আটা এবং আঙ্গুর হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্দ্ধ ছা (/১॥/১০ ছটাক) পরিমাণে খোরমা যব কিম্বা উহার

ছাতু বা আটা হইলে এক ছা (/৩৶০ ছা) পরিমাণে বা বাজার দরের যে মূল্য হয় তাহা দিতে হইবে। ঈদের দিবসের পূর্ব্ব রাত্রে কোন বালক ভূমিষ্ট হইলে বা কোন বিধর্ম্মী মোসলমান হইলে তাহাদের জন্য ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব।

(ক) নাবালগ বালক বালিকার নিজের কোন সম্পত্তি না থাকিলে তাহাদের ফেতরা, কোরবানী দেওয়া ওয়াজেব নহে, কিন্তু নাবালগ আহেলে নেছাব হইলে স্বীয় অর্থের দ্বারা ফেতরা ও কোরবানী দিতে হইবে।

(খ) দাসদাসীগণের ফেত্‌রা উহাদের প্রভুর প্রতি ওয়াজেব; কিন্তু স্ত্রী সম্পত্তিশালী হইলে স্ত্রীর পরিবর্ত্তে স্বামীকে ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব নহে। সুতরাং স্ত্রী আহেলে নেছাব হইলে তাহাদের প্রতি ফেত্‌রা ও কোরবানী দেওয়া ওয়াজেব এবং যাহার প্রতি ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব তাহার প্রতি কোরবাণী করাও ওয়াজেব।

(গ) ঈদল ফেতেরের পূর্ব্ব রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কিম্বা রাত্রি প্রভাতের পর কেহ ভূমিষ্ঠ হইলে কিম্বা উক্ত সময় বিধর্ম্মী মোসলমান হইলে তাহার জন্য ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব নহে, নমাজের পূর্ব্বে ফেতরা দেওয়া মোস্‌তাহাব। মোছাফের, পীড়িত কিম্বা গর্ভবতী স্ত্রীলোক কি স্তন্যদাতৃ স্ত্রীলোক রমজানের রোজা না রাখিলেও তাহার জন্য ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব। (৯৩ নং) ফল

(ঘ) ছাদ্‌কা ফেত্‌রা দিলে—১। রোজা মঞ্জুর হইবে; ২। মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবে ৩। কবরের শাস্তি হইতে নির্ভয় হইবে।

৫০ শ পরিচ্ছেদ।

ঈদুজ্জোহা নমাজের বিবরণ। (ঈদুজ্জোহা)

২৪৮ সবা।

দ্বাদশ মাসের মধ্যে জেলহজ্জ মাস মোসলমানগণনায় বৎসরের শেষ মাস,

৯৩নং টীকা আহেলে নেছাব—আবশ্যকীয় ব্যয় যথা;—আহারীয় সামগ্রী, তৈজসপত্র, গৃহসামগ্রী, বাসগৃহ, ব্যবহারীয় বস্ত্র, অস্ত্র, পুস্তক ইত্যাদি বাদে যে ধন থাকিবে যাহার মূল্য স্বর্ণের হিসাবে ৭॥০ ভরী এবং রোপ্যের হিসাবে ৫২॥০ তোলা হয় তাহার অধিকারীকে আহেলে নেছাব বলে, তাহার প্রতি ফেত্‌রা ও কোরবাণী দেওয়া ওয়াজেব।

এই মাসে পবিত্র হজব্রত হইয়া থাকে। ১০ই জেলহজ্জ তারিখে দিবা এক ঘণ্টার পর হইতে দ্বিপ্রহর সময়ের মধ্যে বিশেষ নিয়মে যে, দুই রেকাত ওয়াজেব নমাজ পড়া যায় তাহাকে ঈদুজ্জোহার নমাজ বলে, এই নমাজের অন্যান্য আহ্‌কাম ঈদলফেতেরের নমাজের ন্যায়, কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যে প্রভেদ আছে যথা :—

(১) ঈদলফেতেরের নমাজ কোন কারণ বশতঃ ক'জা হইলে তাহায় পরদিন পড়া যাইতে পারে কিন্তু ঈদুজ্জোহার নমাজ তিন দিবস পর্য্যন্ত পড়া সিদ্ধ ; তন্মধ্যে প্রথম দিবস পাঠ করা উত্তম, উক্ত তিন দিবস (১০ই ১১ই ১২ই) কোরবাণী ও করা সিদ্ধ অর্থাৎ ১০ই তারিখের প্রাতঃকাল হইতে ১২ই তারিখের আছরের সময় পর্য্যন্ত। (সরেবেকায়া)

(২) ৯ই জেলহজ্জের ফজর হইতে ১৩ই জেলহজ্জের আছরের নমাজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফজর নমাজান্তে—"তক্‌বির তসরিফ" পড়া সকলের প্রতি ওয়াজেব। (৯৪নং)

(৩) ঈদেল ফেতের নমাজের পূর্ব্বে কোন মিষ্টান্ন আহার করা মোস্‌-তাহাব, কিন্তু ঈদুজ্জোহা নমাজের পূর্ব্বে আহার না করা মোস্‌তাহাব।

(৪) ঈদল ফেতেরে ঈদগা (নমাজস্থান) যাওয়া কালে চুপে চুপে তকবির পড়িতে হয় কিন্তু ঈদুজ্জোহায় তদ্বিপরীত (বড় করিয়া) পড়া কর্ত্তব্য।

(৫) এমাম ও মোক্তাদি সকলকে তক্‌বির তস্‌রিক পাঠ করা ওয়াজেব, কিন্তু এমাম ভূলক্রমে তক্‌বির না পড়িলে মোক্তাদিকে পড়িতে হইবে। মোক্তাদি স্ত্রীলোক কিম্বা মোছাফের হইলেও তক্‌বির পাঠ করা ওয়াজেব।

(৬) ১০ ই জেলহজ্জ দিবসকে "আইয়া মেন্নহর" বলে।

২৪৯ সরা। কোরবাণীর পশু সম্বন্ধে বিধি।

যাহার প্রতি ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব তাহার প্রতি কোরবাণী দেওয়াও ওয়াজেব। উষ্ট্র, মহিষ, গরু সাত জনের পর্য্যন্ত, ছাগ, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি একজনের জন্য কোরবাণী দেওয়া সিদ্ধ। কিন্তু যতজন অংশী হইবে প্রত্যেকের অংশ সমান হওয়া আবশ্যক। অন্ধ, কানা, কানকাটা লেজশূন্য বা সম্পূর্ণ পীড়িত পশু দ্বারা কোরবাণী সিদ্ধ নহে কিন্তু শৃঙ্গ বিহীন পশু এবং খাসী দ্বারা কোরবাণী সিদ্ধ। মহিষ, গরু ২ বৎসরের, উষ্ট্র ৫ বৎসরের, ছাগ, মেষাদি

৯৪নং টীকা। কলেমা খণ্ডের ৪২নং দোওয়া তকবির তসরিক ও ৮১নং নিয়েৎ দ্রষ্টব্য।

১ বৎসরের হওয়া আবশ্যক। কোরবাণীর চামড়া কিম্বা তাহার মূল্য ফকির অথবা দরিদ্র লোকদিগকে বিতরণ করা কর্ত্তব্য।

কোরবাণীর মাংস অংশীদারগণের সমান অংশে বিভাগ করিয়া লওয়া উচিত।

(ক) কোরবাণীর মাংস নিজে ভক্ষণ এবং দীন দরিদ্র ও আত্মীয় কুটুম্বকে দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু নিজ পরিবার বর্গের অনাটন হইলে অন্যকে দেওয়া উচিৎ নয়। (৯৫নং)

৫১ শ পরিচ্ছেদ।

তাহিয়া তেল অজু নমাজের বিবরণ।

২৫০ সরা। নমাজের সময় ও নাম।

অজু করিয়া অঙ্গাদি আর্দ্র থাকিতে যে সকল নমাজ পড়া যায় তাহাকে তাহিয়া তেল অজু নমাজ কহে। ইহার কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই; নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত সকল সময়ই সিদ্ধ বটে।

২৫১ সরা। নিয়েত সৃষ্টি ও উপকারিতা বিষয়।

নিয়েত পাঠ করিয়া ছানা, তাউজ, তছমিয়া পাঠান্তে দুই রেকাত নফল নমাজ আলহামদোর সহিত ছুরা মিলাইয়া বিশেষ নিয়মে পড়িতে হয়, ইহা পাঠে অসীম পুণ্য আছে। আমাদের গুণনিধি হজরত রছুল (ছং) আদেশ করিয়াছেন যিনি এই নমাজ পড়িবে, তাহার অদৃষ্টে স্বর্গবাস ঘটিবে সুতরাং এই অমৃত হইতে বঞ্চিত হওয়া এস্লাম মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে।

২৫২ সরা। অন্যান্য বিষয়।

যে, যে বিষয় আবশ্যক সেই সেই বিবরণে দ্রষ্টব্য। (৯৬নং)

এস্তেক্কারা নমাজ বিবরণ।

২৫৩ সরা। নমাজের নাম।

যে নমাজ পাঠ করিলে ভবিষ্যতের বিষয় জানিতে পারা যায় তাহাকে "এস্তেক্কারা" নমাজ বলে। ইহা যে কোন সময় পড়িতে পারা যায় কিন্তু রজনীতে ও সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরে পড়িলে বিশেষ ফলের সম্ভাবনা।

৯৫নং টীকা। কোরবাণীর দোওয়া কলেমা খণ্ডের ৯১নং জবে ও আকিকার ৯২। ৯৩নং এবং মক্কা, মদিনায় জেয়ারত কালে ৯৪—১০২ নং দোওয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৯৬নং টীকা। তাহিয়া তেল অজু, এস্তেক্কারা প্রভৃতি নফলিয়াত নমাজের বিস্তারিত বিবরণ নফলিয়াত নামক কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫৪ সরা। এস্তেখারা নমাজ পড়ার নিয়ম।

এই নমাজ কাহার কাহার মতে ২।৪।৬ রেকাত, দুই, দুই রেকাতের নিয়েত করিয়া ফাতেহা সহ কোন ছুরা মিলাইয়া বিশেষ নিয়মে পড়া বিধি কিন্তু ১ম রেকাতে "কোলইয়া আইও" ২য় রেকাতে "কোলহু আল্লা" পড়িলে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

এস্‌রাক নমাজের বিবরণ।

২৫৫ সরা। এসরাক নমাজের নিয়ম।

প্রাতেঃ সূর্য্য কিছু দূর (একতীর) পরিমাণ উঠিলে যে নমাজ পড়া যায় তাহাকে "এসরাক" নমাজ কহে। এই নমাজ ৫০ জন নবির প্রতি ফরজ ছিল, হজরত রছুল (সুঃ আঃ) পরওয়াজেব ও আমাদের পর মোস্তা-হাব বটে। ইহা পাঠে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হয়। ইহা ২।০৪।৬ ও ১০ রেকাত পর্য্যন্ত পড়া বিধি। ইহা বিশেষ নিয়মে পড়িতে হয়।

ইহার প্রত্যেক রেকাতে ফাতেহার সহিত কোন ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হয় কিন্তু প্রত্যেক রেকাতে কোলহু আল্লা পড়াই ভাল।

আওয়াবিন নমাজের বিবরণ।

২৫৬ সরা। আওয়াবিন নমাজের বিষয়।

হকুকোন্ অলেদাইন নমাজ ভিন্ন মগরেবের পর ও এসার পূর্ব্বে যে নমাজ পড়া যায় তাহাকে "আওয়াবিন" নমাজ কহে। উহা দোরেল মোখতার মতে;৬ রেকাত, ও "মকছুদোলকাছেদিন" মতে ২০ রেকাত বটে। হজরত (দং) আদেশে করিয়াছেন (এবনে হামাম রহঃ ও এবনে ওমার রাজিঃ হইতে প্রকাশ) উহা পড়িলে দয়াময় বিশ্বপতির অনুগ্রহ তাহার প্রতি থাকিবে ও মৃত্যু যন্ত্রণা পাইবে না।

উহা বিশেষ নিয়মে পাঠ করিলে অনেক উপকার আছে পাঠের নিয়ম যথা ২।২ রেকাতের নিয়েত করিয়া প্রত্যেক রেকাতে ফাতেহা সহিত কোন ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে। (বিশেষ নিয়ম দ্রষ্টব্য।)

৫২শ পরিচ্ছেদ।

জানাজার নমাজের বিবরণ।

২৫৭ সরা। জানাজার সময় উপকারিতা ও সৃষ্টি বিষয়।

* মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাইয়া কবর দেওয়ার পূর্ব্বে যে নমাজ পড়া

যায় তাহাকে জানাজার নমাজ বলে। ইহা ফরজ কেফায়া, চারি তেক্বির বিনা রুকু সেজদায় আদায় করা বিধি। (৯৭নং) বিনা জানাজায় গোর দেওয়া নিষেধ। ঘটনাক্রমে পূর্ব্বে জানাজার নমাজ পড়া না হইলে গোর দেওয়ার পরেও তিন দিবস পর্য্যন্ত জানাজার নমাজ পড়া যাইতে পারে। এই নমাজ জমাতের এক ব্যক্তি যাইয়া পড়িলেও সকলের পক্ষে ফরজে কেফায়া আদায় হইতে পারে, কিন্তু না পড়িলে সকলেই পাপী হইবে।

২৫৮ সয়া। পাঠের নিয়ম

মৃত ব্যক্তি পুরুষ হইলে (কলেমা খণ্ডের ৮২ নম্বর) নিয়েত, স্ত্রীলোক হইলে উক্ত নিয়েত মধ্যে "লেহাজেহেল মাইয়েতে" কহিয়া তক্‌বির পাঠান্তে কর্ণ মূলে হস্তোত্তলন পূর্ব্বক তহরিমা বন্ধন করতঃ ২য় তক্‌বির কহিয়া (৮২ খ,) ছানা পাঠান্তে পুনরায় তক্‌বির কহিয়া ৩য় তক্‌বির দরুদ (৮২ গ,) পড়িতে হইবে, তৎপর ৪র্থ তক্‌বির (৮২ ঘ) কহিয়া ছালাম ফিরাণের দোওয়া পাঠান্তে ছালাম ফিরাইতে হইবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি বালক কিম্বা বালিকা হইলে তদনুযায়ী দোওয়া (৮৩ নং) পাঠান্তে ছালাম ফিরাইতে হইবে। এই নমাজে সেজদা ও রুকু কিছুই নাই। এবং প্রথম তকবির ভিন্ন অন্যান্য তক্‌বিরে হস্তোত্তলন করিতে হইবে না।

২৫৯ সয়া। মনুষ্যের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে আত্মীয় কুটুম্বগণের যাহা কর্ত্তব্য।

(১) তৌবা করাইবে,

(২) ঋণ আদি থাকিলে শোধ করিবে,

(৩) শত্রু থাকিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে,

(৪) কোন সোন্নত বাকি থাকিলে যথা:—গোফ কাটান, নখ কর্ত্তন ইত্যাদি সম্পন্ন ও পরিষ্কার পবিত্র করিবে,

(৫) এতদ্দেশীয় লোক হইলে উত্তর শিয়রে দক্ষিণ পার্শ্বে কেবলামুখী কিম্বা চিত করিয়া শোয়াইয়া কলেমা সাহাদত বড় করিয়া পড়িয়া শুনাইবে কিন্তু তাহাকে পড়িতে তাড়না করিবে না, দোওয়া পাঠে মৃত্যু যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে নিবারণ হইয়া থাকে।

(ওমদাতল এছলাম)।

মৃত্যুকালে তৌবা করান উচিত কেননা সেই দয়াময় বিশ্বপতি সমীপে সকলকে শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য।

---

৯৭ নং টীকা। মানবের আদি পিতা হজরত আদমের (আঃ) সময় কাবিল কর্ত্তৃক আপন পুত্র হাবিল নিহত হইলে, কাককুলী ফেরেশতা দ্বারা কবর দেওয়ার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে।

২৬০। কাহার মৃত্যু হইলে জীবিত ব্যক্তিগণের যাহা কর্ত্তব্য।

(১) মৃত ব্যক্তির দাড়ি বান্ধিয়া, হস্ত পদ সোজা করিয়া এবং চক্ষুদ্বয় খোলা থাকিলে তাহা বন্ধ করিয়া দিবে এবং সুগন্ধি দ্রব্যের ধূঁয়া মৃতার খাটে ও কাফনে বেজোড় ভাবে (১-৩-৫ কিম্বা ৭ বার) লাগাইবে,

(২) তৎপর মৃতাকে বিশেষ নিয়মে স্নান করাইবে,

(৩) গোছলের পর লাশের মস্তক ও দাড়িতে আতর ইত্যাদি সুগন্ধি লাগাইবে,

(৪) সেজদার অঙ্গ সকল অর্থাৎ হাত ও পায়ের তালুকা, ললাটে ও নাসিকায় এবং হাঁটুতে কর্পূর মালিস করিবে,

(৫) অতঃপর কাফন পরাইবে,

(৬) তদপুর জানাজার নমাজান্তে গোর দিবে,

(৭) এমামকে জানাজার সময় মৃত ব্যক্তির বক্ষঃস্থলের নিকট দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য।

২৬১ সরা। স্নান করাইবার নিয়ম।

একখানি চৌকি কিম্বা তক্তাতে কিংবা উচ্চাসনে শবকে রাখিয়া স্ত্রীলোক হইলে স্ত্রীলোকে, পুরুষ হইলে পুরুষে স্নান করাইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকের জন্য স্ত্রীলোক ও পুরুষের জন্য পুরুষ পাওয়া না গেলে, যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হইতে না পারে (মহরম) এরূপ পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কেবল তৈয়ম্মম করাইবে। মহরম ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, যাহার সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে (আজনবি) এরূপ ব্যক্তি হস্তে বস্ত্রাবৃত করিয়া মৃতাকে তৈয়ম্মম করাইবে। স্বামি স্ত্রীকে স্নান করাইতে পারেন না কিন্তু স্ত্রী আপন স্বামিকে স্নান করাইতে পারে। যদি কাহাকেও কুম্ভীর কি ব্যাঘ্রে খায় ও অর্দ্ধাংশের অধিক পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্নান, জানাজা হইবে, যদিও মস্তক পাওয়া না যায় কিন্তু অর্দ্ধেকের ন্যূন পাওয়া গেলে কিছুই করিতে হইবে না; কেবল গোর দিতে হইবে। জলে মৃত দেহ পাইলে তিনবার ধৌত মর্দনে বাধ্য করিবে অথবা পবিত্রতায় সন্দেহ না থাকিলে জানাজা পড়িবে। কোন মৃতাকে মোসলমান বলিয়া পরিচয় ও লক্ষণ দৃষ্ট হইলে স্নান জানাজা পড়িবে নতুবা না।

২৬২ সরা। মৃতাকে অজু ধৌতাদি বিষয়।

মৃতাকে অন্য কাপড়ে ঢাকিয়া পরিহিত বস্ত্র ছাড়াইতেও একখণ্ড বস্ত্র হস্তে

লইয়া গুপ্তস্থান সকল ধৌত করতঃ অজু দিতে হইবে, কিন্তু ঐ অজুতে কুলকুচি ও নাকে জল দিতে হইবে না, কেবল জোনব, ঋতুমতী ও নেফাছওয়ালী হইলে একখণ্ড কাপড় দ্বারা মুখ নাসিকা ধৌত করিয়া ফেলিবে, পরন্তু ৭ম বর্ষের ন্যূন বয়স্ক কিম্বা পাগল হইলে অজু করাইতে হইবে না।

২৩৩ সয়া। স্নানের জল।—

কুলপাতা কিম্বা ও স্নান (এক প্রকার ঘাস) মিশ্রিত তপ্ত জল অথবা পবিত্র জল দ্বারা শরীর ধৌত করিতে হইবে, এবং মৃতার দাড়ি, মস্তক ও কেশ গুলি গোলে খেয়রুয় (পুষ্প বিশেষ) জলে ধুইয়া পরে লাশকে বাম পার্শ্বে শোয়াইয়া এই পরিমাণ জলে গোছল দিতে হইবে যেন ঐ জল নিম্নে আইসে, তৎপর লাশকে দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়াইয়া উত্তম রূপে ধৌত করিতে হইবে। অতঃপর মৃতাকে ঠেসা দিয়া বসাইয়া তাহার পেট মৃদুভাবে মালিস করিবে এবং মলাদি নির্গত হইলে পরিষ্কার করতঃ মুছিয়া ফেলিবে, কিন্তু মলাদি নির্গত হইলে আর স্নান, অজু করাইতে হইবে না। বিশেষতঃ মৃতার চুলে কাঙ্গি করা ও আঙ্গুল ফেলান নিষেধ।

২৩৪ সয়া। কাফনের নিয়ম।

পুরুষের জন্য তিন কাপড় দিতে হয়, যথাঃ—(১) কামিজ (খেলকা) (২) এজার (ভিতরে চাদর) (৩) লেফাফা (উপরের চাদর) স্ত্রীকের জন্য পাঁচ কাপড় দিতে হয় যথাঃ—(১) কামিজ (২) এজার (৩) লেফাফা (৪) সিনাবন্দ (৫) দামনি (গোয়বন্দ বা মস্তক বন্ধনী)। কামিজ বা খেলকা স্কন্ধ হইতে পা পর্য্যন্ত, এজার ও লেফাফা মস্তকের কেশ হইতে পা পর্য্যন্ত সিনাবন্দ তিন হাত লম্বা ও বগল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত, চওড়া, দামনি দুই গজ লম্বা ও অর্দ্ধ হস্ত চওড়া হওয়া আবশ্যক। কাফন দেওয়া ছোন্নত।

২৩৫ সয়া।

ইচ্ছা পূর্ব্বক ব্যয় লাঘব করিবার মানসে উল্লিখিত কাফনের মধ্যে কিছু কম করা নিষেধ, কিন্তু কাপড় না পাওয়া গেলে কি অসঙ্গতি প্রযুক্ত কাপড় যোগাড় করিতে না পারিলে যাহা মৌজুদ থাকে তাহাই দিলে চলিবে, ধৌত কি কোরা হউক কাফনের কাপড় শুভ্র হওয়া উত্তম। মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যেরূপ কাপড় সচরাচর ব্যবহার করিত সেই কাপড়ের কাফন দেওয়া সর্ব্বা মত সিদ্ধ। মৃত ব্যক্তির অসঙ্গতি প্রযুক্ত কাফনের সঙ্গতি না থাকিলে প্রতিবেশীগণের একান্ত কর্ত্তব্য যে সাহায্য দানের কাফন সংগ্রহ করেন।

২৬৬ সলা। কাফন পরাইবার নিয়ম।

প্রথমে কাফনকে লোবান ইত্যাদি কোন সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যের ধূমে ৩। ৫ কিম্বা ৭ বার সুগন্ধিযুক্ত করতঃ উহা কোন তক্তা (খাটলী ইত্যাদি) কিম্বা বিছানার উপর বিছাইয়া উহার উপর লাশকে রাখিতে হইবে। মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে প্রথমে কামিজ পরাইয়া তদুপরি এজার বাম দিক হইতে উল্টাইয়া লাশের বাম অঙ্গ ঢাকিয়া পরে দক্ষিণ দিকের চাদরে দক্ষিণ অঙ্গ আচ্ছাদিত করিতে হইবে; অতঃপর লেফাফার চাদর খানি উপরোক্ত নিয়মে পরাইতে হইবে। মৃতা স্ত্রীলোক হইলে প্রথমে খেল্‌কা পরাইয়া কেশ দুই ভাগ করতঃ দুই পাশ দিয়া বুকের উপর রাখিয়া দামনি পরাইবে অতঃপর সিনাবন্দ দিয়া এজার ও লেফাফা রীতিমত পরাইতে হইবে, কাহারও মতে সিনাবন্দ সকল কাপড়ের উপর পরান সিদ্ধ।

২৬৭ সলা। কবর তৈয়ার করার নিয়ম।

কবর মানুষের শরীরের দীর্ঘতানুযায়ী লম্বা ও তদর্দ্ধ পরিমাণ প্রস্থ এবং নাভী কিম্বা গলা পরিমাণ গভীর হওয়া আবশ্যক। কবর তৈয়ার করিয়া উহাতে লহদ্ (কুলফি) তৈয়ার করিতে হয়। (১৮ নং)

২৬৮ নং সলা। কবরে মৃতাকে রাখিবার নিয়ম।

প্রথমে ৮৪ নম্বর দোওয়া বলিয়া অগ্রে লাশের শিরোভাগ পরে পা কবরে রাখিতে হইবে এবং মুখ কিঞ্চিৎ কেবলাদিকে করিয়া বন্ধন সকল খুলিয়া দিয়া ৮৫ নং দোওয়া পাঠ করিতে হইবে, অতঃপর বাঁস কিম্বা কাঠাদি দিয়া লাশকে ঢাকিয়া দফন করিতে হইবে এবং কবরটী কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় করা বিধি। চৌকা করিতে নিষেধ আছে। পাকা ইট ও কাঠ কবরে দিয়া গোর দেওয়া মকরূহ। উপরে কাঁচা ইট কি বাঁস বিছাইয়া তদুপরি মৃত্তিকা দিতে হইবে, তদণ্ডর ৮৬। ৮৭ নং দোওয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২৬৯ সলা। যে ব্যক্তি জানাজার নমাজ পড়িতে পারে।

১৮নং টীকা। লহদ অর্থাৎ কবর খনন করিয়া কবরের কেবলাদিকে মৃতব্যক্তির শরীর প্রবিষ্ট হওয়া পরিমাণ যে গর্ত্ত খনন করা যায় তাহাকে বলে, ইহা দৃঢ় মৃত্তিকাদেশে আদিষ্ট আছে, কিন্তু নরম মৃত্তিকার কবরের মধ্যে সিন্দুকের ন্যায় করিয়া মৃতাকে শোয়াইবার উপযুক্ত একটি গর্ত্ত খনন করা আবশ্যক; উহা এরূপ হয় যেন মৃত ব্যক্তি বসিলে তাহার মস্তক উপরের মৃত্তিকায় না ঠেকে।

বাদশা, কাজি মহল্যার, ইমাম এবং অলি কিম্বা অলির অনুমতি লইয়া অপর ব্যক্তিও এমামতি করিতে পারেন। অলি ভিন্ন অপর ব্যক্তি নমাজ পড়িলে অলি উহা পাল্টাইতে পারিবে। কিন্তু অলি নমাজ পড়িলে অপর কাহারও পাল্টাইবার ক্ষমতা নাই (৯৯নং)। মৃতা স্ত্রীলোক হইলে, আত্মীয় মহরম (যাহার সহিত সরামতে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যক্তি গোর দেওয়া কালে কবরে নামিতে পারে, যদি আত্মীয় মহর্‌ম—ব্যক্তি না থাকে তবে অপর বৃদ্ধ কিম্বা ধার্ম্মিক প্রৌঢ় ব্যক্তি নামিতে পারে, কিন্তু আত্মীয় গয়র মহর্‌ম (যাহার সহিত সরামতে বিবাহ হইতে পারে) ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে অপর ব্যক্তি আবশ্যক করে না।

২৭৫ সয়া। অন্যান্য বিষয়।

লাশ উপস্থিত না থাকিলে জানাজার নমাজ সিদ্ধ নয়, এইরূপ কোন বাহনে লাশ থাকিলে কিম্বা মস্‌জেদে জানাজার নমাজ পড়িলে তাহা সিদ্ধ নয়, কিন্তু কোন কোন আলেমের মতে মস্‌জেদের বাহিরে লাশ রাখিয়া নমাজ পড়া সিদ্ধ। কোন শিশু ভূমিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মৃত্যু হইলে তাহার নাম রাখিতে ও জানাজার নমাজ পড়িতে হইবে। কিন্তু ক্রন্দন না করিলে কেবল স্নান করাইয়া কবর দিতে হইবে। কোন কাফের তাহার মোসলমান অলীর জীবমানে মৃত্যু হইলে অলীর কর্ত্তব্য যে উহাকে অপবিত্র দ্রব্য পরিষ্কার করার ন্যায় স্নান করাইয়া একখণ্ড কাপড়ে আচ্ছাদন করতঃ কবর দেয়, কিন্তু জানাজা ও রীতিমত কবর খননের আবশ্যকতা নাই (শরে বেকায়া)।

(১) লাশের খাটিয়া চারি জনে লইয়া যাওয়া ছোন্নত। উহা উঠাইবার নিয়ম এই যে এক দিকের অগ্র পশ্চাতের পায়া দুইটি দক্ষিণ স্কন্ধে ও অপর দিকের পায়া দুইটি বাম স্কন্ধে রাখিয়া যাইতে হইবে কিন্তু দৌড়িয়া

৯৯নং টীকা। অলী নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়কে বলে, মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে চারি প্রকার আত্মীয়ের মধ্যে প্রথমের অভাবে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের অভাবে তৃতীয়, তৃতীয়ের, অভাবে চতুর্থের আদেশ ও মত খাটিবে। উক্ত চারি প্রকার এই যথা ;—

(১) মৃত ব্যক্তির বংশাবলী যেমন পুত্র পৌত্র যত দূর আদি হউক,

(২) মৃত ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষ যেমন পিতা, পিতামহ যত ঊর্দ্ধে হউক,

(৩) মৃত ব্যক্তির পিতৃ বংশাবলী যেমন ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র যত আধ হউক

(৪) মৃত ব্যক্তির পিতামহের বংশাবলী যেমন পিতৃব্য, পিতৃব্য পুত্র যত আদি হউক ইত্যাদি।

যাওয়া নিষেধ। চারিজন অপেক্ষা উঠাইবার লোক বেশী হইলে একজন মৃতার দক্ষিণ পার্শ্বের অগ্রের পায়া স্কন্ধে করিবে এবং তৎস্থানের ব্যক্তি বাম পার্শ্বের অগ্রের পায়া এবং তৎস্থানের ব্যক্তি পশ্চাৎ দিকের বাম দিকের পায়ার এবং তৎস্থানের ব্যক্তি পশ্চাৎ দিকের দক্ষিণ পায়া স্কন্ধে করিয়া দশ পা চলিবে। অতঃপর পূর্ব্বের ন্যায় পরিবর্ত্তন করতঃ দশ পা চলিবে এইরূপ চতুর্থ বারে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব, স্ব স্থানে আসিবে।

(২) মচ্লি বা খাটিয়া কবরে রাখিবার পূর্ব্বে উপবেশন করা মকরুহ্।

(৩) মৃতার খাটিয়ার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যাওয়া মোশ্তাহাব।

(৪) স্ত্রীলোকের জানাজা হইলে তাহার কবরের উপর পরদা করিতে হইবে।

(৫) কাফন খুলিবার ভয়ে গিরা দিয়া থাকিলে তাহা খুলিয়া দিতে হইবে,

(৬) কোন ব্যক্তি সমুদ্রে জাহাজে কি নৌকার উপর (যে স্থানে মৃত্তিকা পাওয়া যায় না) মৃত্যু হইলে তাহাকে রীতিমত স্নান দেওতঃ কাফন পরাইয়া জানাজা পাঠান্তে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে,

(৭) কোন ব্যক্তি জানাজার কোন তক্বির প্রাপ্ত না হইলে দোওয়া পাঠ ব্যতীত খাটলি মৃত্তিকায় থাকার সময় তাহার ক'জা করিবে।

(৮) কোন ব্যক্তি জানাজার সময় কাহা, কাহা করিয়া হাসিলে অজু নষ্ট হইবে না কিন্তু জানাজা পাল্টাইয়া পড়িতে হইবে। (১০০ নং)

---

১০০ নং টীকা। কফেবা খণ্ডের ৮২—৮৭নং দোওয়া দ্রষ্টব্য। জানাজা সম্বন্ধীয় সেতান্ত বিবর নজলায়াত নামক অন্ত খণ্ডে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে।

প্রার্থনা (মোনাজাত)।

১। ওহে দয়াময় ! প্রভু গুণের আধার ;
তব গুণ প্রকাশক এ বিশ্ব সংসার।

২। অণু, পরমাণু হ'তে এ বিশ্ব মণ্ডল ;
নিয়ত করিছে স্তব তোমারি কেবল।

৩। সৃজন-পালন তব অনন্ত অপার ;
তুমি সত্য, তুমি আদি, তুমি সারাৎসার

৪। অপবিত্র জলে নরে করিয়া সৃজন ;
করিতে তোমার তরে নিয়ত পূজন।

৫। কত শত সুখভোগ করি অনিবার ;
তথাপি চিনি না মোরা এমনি অসার।

৬। ভুলিয়া তোমার আজ্ঞা পাপে হই রত ;
ভ্রান্ত পাছ জনে প্রভু ক্ষম অবিরত।

৭। দিয়াছ কোরাণে প্রভু এরূপ আশ্বাস ;
তব ভক্ত জন কভু না হবে নিরাশ।

৮। এক প্রভু ভিন্ন নাহি জানি কা'রে আর ;
অংশিবাদী নহি প্রভু করহ উদ্ধার।

৯। লঘু, গুরু কোন পাপে নাহি আছি বাদ ;
রিপু শত্রু হ'য়ে মোর ঘটায় প্রমাদ।

১০। দয়াময় ! তুমি যে রহিম রহমাণ ;
এ দাসেরে ক্ষমা দানে কর পরিত্রাণ।

১১। বর্ত্তমানে, মৃত্যুকালে, গোরের মাঝার ;
শেষ বিচারের দিনে করিও উদ্ধার।

১২। সফায়াত করে যেন নবি মস্তফায় ;
আশায় বঞ্চিত নাহি ক'র দয়াময়।

১৩। দরুদ সেলাম ভেজি সে নবি চরণে ;
অগ্রণাত করে যিনি উম্মত কারণে।

১৪। ভজন, পূজন প্রভু না জানে এ দাস ;
কেবল ভরসা তব উদ্ধারের আশ।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ বিষয় অতিরিক্ত সহ।
৶০	১০	উশদেশ	উপদেশ।
।০	১৬	...	(১৬ লাইনের পর নিম্নের কথায় পাঠ করিতে হইবে) তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল এই স্বর্গীয় গ্রন্থত্রয়ের মূল ভাষা ইব্রানি অর্থাৎ হিব্রু, অতঃপর গ্রীক, ইউনানি প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হয়। (কেতাবুল ফেহরস্ত ও তম্বিহ দ্রষ্টব্য)।
/০	২১	২	৩
”	২৩	৩	৪
”	২৪	বিষয় এজমার সম্মিলনে ধর্ম্ম বিধান	বিষয় ধর্ম্মবিধান
”	২৬	৪	(ক)
”	২৭	আকাদেয়	আকায়েদ
।৶০	৪ লাইনের	১মে	(খ)
॥৶০	২	আকামত	একামত
”	১৭	করিয়া যে	করিয়া
২	১৬	মোজাম্মস	মোজ্জাম্মল
”	১৭	”	”
৫	১৫	অঙ্গুলি সহ তালু দ্বারা	অঙ্গলি তালু সহ
১৫	৮	মৃগনাভী পবিত্র	মৃগনাভীর ঝুটা পবিত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ বিষয়
১৮	২২	গোশাল	গোশালা
২১	৭	সিদ্ধ নয় (২০ নং)।	সিদ্ধ নয়।
„	৮	গোলাব	গোলাব (২০ নং)
„	১৪	প্রভৃতির	প্রভৃতি
২৩	৫	উক্ত জল	উক্ত হাওজের জল
„	২৯	স্থির অপবিত্র	অপবিত্র
„	„	জলে	জলে স্থির
২৪	২৯	ত্র	অপবিত্র
৩২	২৩	অবগান	অবগাহন
৩৭	১৭	পয়	পর
„	২২	বদলা	বদনা
৪১	১০	খেলান	খেলাল
„	১১	„	„
৪৩	২১	মেছাহ	মোছাহ
৪৪	৬	স্থাত	স্থান
৪৬	১২	খেলান	খেলাল
৪৭	৯	চালবে	চলিবে
„	২৩	নকল	নফল
৪৮	২৩	লজ্জাবোধ	লজ্জাবোধে
৪৯	১৯	নফল—উহা	নফল (যাহা আমাদের পয়গাম্বর সাহেব কখন ২ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় ও ঐরূপ নমাজে পুণ্য পাওয়ার বর্ণনা করিয়া থাকেন) উহা
„	২০	কিন্তু করিলে	কিন্তু না করিলে
৫০	২৩	ফজর নমাজের	ফরজ নমাজের

পৃষ্ঠা		পংক্তি		অশুদ্ধ		শুদ্ধ বিষয়
৫১	...	৯	...	বেকাত	...	রেকাত
৫২	...	৩	...	বনি এস্রাইনের		বনি এস্রাইলের

পৃষ্ঠা		পংক্তি		অশুদ্ধ		শুদ্ধ বিষয়
৫৪	...	২১	...	আজান	...	আজান, একামত
৫৫	...	৫	...	আকান দেওয়া হইয়া।		হইয়া
৫৮	...	২৩	...	কাবারোক	...	কাবারোধ
৬১	...	২৩	...	বা	...	ব
৬২	...	২৩।২৪	...	কিংবা কালা আল্লাহোম্মার।		কিংবা
৬৪	...	১৩	...	নেহাইর	...	নেছাইর
৬৫	...	৬	...	ওমহির	..	তমহিদা
৭১	...	২৮	...	নিষ্পাপ	...	নিষ্পাপ
৭৩	...	১৩	...	তৎপর	...	অতঃপর
৭৭	...	২৪	...	তছিমিয়া ও তমাহিদ		তছমী ও তহমিদ
৭৮	...	৫	...	ইঙ্গিত দ্বারা নমাজ কারীইমামের পাছে ইঙ্গিতকারী ও উলঙ্গের		উলঙ্গের
৭৯	...	১৩	...	দিরা	...	দিয়া
৮৪	...	৯	...	জোহরের সময়	...	জোহরের ও এসার সময়
৮৫	...	২৮	...	নমাজান্তে	...	নমাজের
৯৭	...	৪	...	দুই সপ্তাহের আধিক কাল ভাল কি মন্দ		ভাল কি মন্দ
৯৮	...	২৮	...	পড়বে		পড়িবে
১০১	...	৯	...	সেজদার	...	সেজদায়
১০৬	...	১১	..	রেকাতের	...	রেকাত
১০৭	...	৭	...	আকামত	...	একামত
ঐ	...	১২	...	হুরা	...	ছুরা
১০৯	...	৯	...	১৯১ সরা	...	(১৯১ সরা)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ বিষয়
১১০	১৭	থাকে এবং	থাকে ও
,,	২৮	আকামত	একামত
,,	৩০	,,	,,
১১১	১২	স্বতব	স্বর্ণ
১১২	২	প্রন্থে	গ্রন্থে
,,	৯।১৮।২৩	আঁজান	আজান
১১৮	১৪	দোজক্ম	দোজখ
,,	২২	অভহিত	অভিহিত
১১৯	৩৯	উপার্জ্জনেক্রটী	উপার্জ্জনে ক্রটী
১২০	১৬	রছুত	রছুল
,,	১৮	কব্রিব	কবিরা
,,	২৬	একতাব্রের	একতারের
১২৩	১২	জেললজ্জেব	জেলহজ্জের
,,	১৩	কজর	ফজর
১২৪	২৭	অল্লক্ষণ	অল্লক্ষণ
১২৮	৭	কুশপাতা	কুলপাতা
,,	১৮	স্ত্রীকের	স্ত্রীলোকের
১২৯	৩	নোবান	লোবান
,,	১৪	গ্রন্থ	প্রস্থ
১৩২	৯	অপবিত্র	বিন্দুমাত্র